বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ

সংখ্যা ৫০৫৭
কলিকাতা

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
৫৭ ১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৩২

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী,
৫৭।১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য
বেঙ্গল প্রিণ্টারস্ লিমিটেড
১৫নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

অশ্বিনী !

আবাল্য একসঙ্গে কাটিতেছে
তোমার দাবী তাই অগ্রগণ্য
বলিয়া তোমাকেই
দিলাম

ভূমিকা

যে উদ্দেশ্যে "৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ" লিখিয়াছি, যে উদ্দেশ্যে "পাতালে" লিখিলাম—সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইল।

নানা য়ূরোপীয় ভাষায় যাহা আছে, বাঙ্গালায় তাহা থাকা প্রয়োজন মনে করি।

বাঙ্গালা পুস্তকে ছাপার ভুল অনিবার্য্য। পাঠকগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি।

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা
৩০শে মাঘ ১৩২১

নিবেদক
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

৮০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ	১।০
বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ	১৲
পাতালে	১।০
চন্দ্রলোকে যাত্রা	॥০
বাঙ্গালার প্রতাপ	॥০
রাণী ভবানী	॥৶০
বাঙ্গালীর বল	৪৲

সংখ্যা ৫০৫৭

বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসে একদিন রয়াল ভৌগোলিক সমিতির গৃহে এক বিরাট সভা বসিল। সমুৎসুক শ্রোতৃবৃন্দ সভাপতির উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন করতালি ও প্রশংসাবাক্যে সভাগৃহ মুখরিত হইল। আসন পরিগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সভাপতি বলিলেন ঃ—

"ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধানে ইংলণ্ডই পৃথিবীমধ্যে শীর্ষস্থান আধকার করিয়াছে। ইংলণ্ডের সেই গৌরব ডাক্তার ফার্গুসন্ কর্ত্তৃক অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যদি তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়—(শ্রোতাদিগের মধ্যে একজন কহিল 'অবশ্যই হ'বে') তাহা হইলে আফ্রিকার অসম্পূর্ণ মানচিত্র সত্বরেই পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেখা দিবে। আর যদি তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হয়, তাহা হইলেও তাঁহার পরাজয় ইহাই প্রমাণিত করিবে যে, মনুষ্য বুদ্ধিকৌশলে একান্ত দুঃসাহসিক কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ নহে।"

বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই ফার্গুসনের জয়নিনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ চাঁদা সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অভিযানের জন্য ৩৭৫০০ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া গেল। ভৌগোলিক সমিতির একজন সদস্য সভাপতিকে কহিলেন :—

"ডাক্তার ফার্গুসন্ কি একবার আমাদের সামনে বাহির হ'বেন না?"

"কেন হবেন না? সকলের ইচ্ছা হ'লে তিনি এখনই এখানে আস্‌তে পারেন।"

সভাগৃহের চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই বলিতে লাগিল "আমরা ফার্গুসন্‌কে চাই।" একজন কহিল, "ফার্গুসন্ নামে কোন লোকই নাই—ওসব বাজে কথা।" আর একজন বলিল "বুঝ্‌তে পারছ না, এ সবই ফাঁকি।"

তখন সভাপতি বলিলেন, "ডাক্তার ফার্গুসন্ আপনি অনুগ্রহ করে' একবার বাহিরে আসুন।"

অবিলম্বে চল্লিশবর্ষবয়স্ক ধীর স্থির গম্ভীর একজন ভদ্রলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দে করতালি দিতে লাগিল। ফার্গুসন্ বক্তার মঞ্চোপরি আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে দেখিল তাঁহার দেহ সুগঠিত, শরীর সুদৃঢ়, নাসিকা দীর্ঘ, নয়নদ্বয় কোমল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যঞ্জক। তাঁহার বাহুযুগল দীর্ঘ, চরণদ্বয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পদব্রজে অতি দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিতেও কাতর নহেন।

ফার্গুসন্ বক্তার মঞ্চোপরি আরোহণ করিবামাত্রই আনন্দ-কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সকলকে শান্ত হইতে বলিলেন এবং পরক্ষণেই দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কহিলেন—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

তাঁহার এই একটী কথায় শ্রোতৃমণ্ডলী যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কব্‌ডেন বা ব্রাইটের শত বক্তৃতাতেও সেরূপ কখনো হয় নাই। যিনি এক মুহূর্ত্তে সহস্র লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিলেন, তিনি কে? ফার্গুসনের পিতা ইংরাজ-নৌসেনা-বিভাগের একজন সাহসী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বালক পুত্রকে লইয়া তিনি সাগরে সাগরে পরিভ্রমণ করিতেন। তাহাকে লইয়াই জলযুদ্ধে গমন করিতেন—শত বিপদের মধ্যেও পুত্রকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। পুত্র তখন হইতেই বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিল। বালক ফার্গুসন্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দিবারাত্রি ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিতেন। পর্য্যটকদিগের শত-সহস্র বিপদ্ মানস-নয়নে দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেন, আবার তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব উদ্ধার-কৌশল দেখিয়া পুলকিত হইতেন। ভাবিতেন তেমন অবস্থায় পতিত হইলে তিনিও নিশ্চয়ই আরো সহজ উপায়ে উদ্ধার লাভ করিতে পারিতেন। পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিয়া পিতা তাহাকে বল-বিজ্ঞান, জলতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর ফার্গুসন্ সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়া

বাঙ্গালায় আসিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি অল্পকাল মধ্যেই তরবারি পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যটক হইলেন এবং ভারতবর্ষ-ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার পর্য্যটন-স্পৃহা এতই প্রবলা ছিল যে, একদিন প্রভাতে উঠিয়া কলিকাতা হইতে পদব্রজে সুরাট যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে অষ্ট্রেলিয়া, রুষিয়া ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্লেশ হইত না। অল্পাহারে বা অনাহারে তিনি কষ্টানুভব করিতেন না। নিদ্রাদেবী তাঁহার দাসী হইয়াছিল। সময়ে হউক অসময়ে হউক, সুবিধায় হউক অসুবিধায় হউক—সঙ্কীর্ণ স্থানে হউক কিংবা প্রশস্ত স্থানে হউক, যখন যতটুকু আবশ্যক তিনি ততটুকু নিদ্রা যাইতে পারিতেন।

ফার্গুসন্ কোনো সমিতির সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' নামক সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে সর্ব্বদাই তাঁহার কৌতূহলপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী লিখিতেন বলিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কোনো সভা-সমিতির সহিত যোগদান করিতেন না। ভাবিতেন যতক্ষণ সভায় বসিয়া বৃথা তর্ক বিতর্ক করিব, ততক্ষণ কোনো একটা তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে কাজ হইবে। পর্য্যটক ফার্গুসন্ যাহা দেখিতেন, তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িতেন না। তিনি অদৃষ্টলিপির উপর আস্থাবান্ ছিলেন। এবং সর্ব্বদাই বলিতেন, 'দেশভ্রমণ আমার কপালের লেখা—সে লেখা মুছিয়া দিবার সাধ্য কাহারো নাই।'

একদিন 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্র লিখিল :—

"নির্জ্জন আফ্রিকার নীরবতা এতদিনে ভঙ্গ হইবে। ছয় সহস্র বর্ষেও যে সন্ধান লাভ ঘটে নাই, এখন তাহা ঘটিবে। নীলনদীর জন্মস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা এতদিন একান্ত অসম্ভব ও বাতুলের চেষ্টা বলিয়া পরিচিত ছিল। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে অন্ধকার অরণ্যতুল্য আফ্রিকার তিনটিমাত্র প্রবেশ-পথ মুক্ত হইয়াছিল। ডেন্‌হাম্ ও ক্ল্যাপার্টনের আবিষ্কৃত পথে ডাক্তার বার্থ সুদানে গমন করিয়াছিলেন, ডাক্তার লিভিংষ্টোন বহু আয়াসে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে জেম্বেজী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং কাপ্তান গ্রাণ্ট ও কাপ্তান স্পিক্ একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া আফ্রিকার কয়েকটি হ্রদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই তিনটি পথ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, তাহাই আফ্রিকার কেন্দ্র-স্থল। ফার্গুসন্ সত্বরই আফ্রিকার এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে যাত্রা করিবেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিবেন। আমাদের সংবাদ সত্য হইলে, তিনি জান্‌জিবার দ্বীপে বেলুনে উঠিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই যাত্রা যে কোথায় এবং কিরূপে শেষ হইবে, একমাত্র ভগবান্‌ই তাহা বলিতে পারেন।"

'ডেইলি টেলিগ্রাফে'র প্রবন্ধ প্রচারিত হইবামাত্র দেশমধ্যে একটা বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অনেকেই বলিল "এ অসম্ভব কথা—এমন করে' কি কখনো বেলুনে যাওয়া যায়! ফার্গুসন্

টার্গুসন্ কেহই নাই। 'ডেইলি টেলিগ্রাফে'র সম্পাদক অমনি একটা হুজুগ তুলে' একবার আমেরিকার মাথা খেয়েছিলেন, আবার দেখছি ইংলণ্ডেরও মাথা খেতে বসেছেন!" তখন অন্যান্য সংবাদপত্রে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'কে বিদ্রূপ করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ নীরব রহিলেন।

কিছুকাল পর যখন সকলে শুনিল যে, সত্য সত্যই লায়ন্ কোম্পানী ফার্গুসনের বেলুন-প্রস্তুতের ভার লইয়াছেন এবং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট 'রেজলিউট' নামক অর্ণবপোতখানি ফার্গুসনের ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তখনই সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল।

ইংলণ্ডের নানাস্থানে তখন বাজী ধরা আরম্ভ হইয়া গেল। সত্য সত্যই ফার্গুসন্ নামে কেহ আছেন কি না, সে জন্য বাজী ধরা হইল; এমন একটা অসম্ভব ও দুঃসাহসিক পর্য্যটন ব্যাপারে সত্যই কেহ প্রবৃত্ত হইবে কি না, তাহার উপর বাজী চলিল; পর্য্যটন সফল হইবে কি না, ফার্গুসন্ আর ইংলণ্ডে ফিরিতে পারিবেন কি না, তাহার জন্যও বাজী ধরা হইতে লাগিল।

প্রতিদিন দলে দলে লোক আসিয়া ফার্গুসন্‌কে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্যও ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া সকলকে ফিরাইয়া দিলেন। কাহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধু

ডাক্তার ফার্গুসনের একজন বন্ধু ছিল—নাম ডিক্ কেনেডি। উভয়ের মতি-গতি ও স্বভাব যদিও এক ছিল না, কিন্তু সে জন্য বন্ধুতার কোনো অভাব ছিল না। ডিক্ কেনেডি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও সরল ছিলেন। যাহা ধরিতেন তাহাই করিতেন। শিকার করিতে, মৎস্য ধরিতে এডিন্‌বরা-প্রদেশে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। তিনি লিথে বাস করিতেন। তাঁহার সন্ধান এমন অব্যর্থ ছিল যে, দূরে একখানি ছুরি রাখিয়া তিনি বন্দুকের এক গুলিতে উহাকে দুই সমান খণ্ডে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সবল দেহে সবল মাংসপেশী ছিল। তিনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার চলনভঙ্গীও তদ্রূপ সুন্দর ছিল। রৌদ্রদগ্ধ বদন, চঞ্চল কৃষ্ণতার নয়ন, অদম্য উৎসাহ, অসুরের ন্যায় শক্তি—এ সমস্তই কেনেডির ছিল।

তিব্বত-ভ্রমণের পর ফার্গুসন্ দুই বৎসর পর্য্যন্ত আর কোনো স্থানে যান নাই। ইহা দেখিয়া কেনেডি মনে করিয়া-

ছিলেন যে, বন্ধুর পর্য্যটন-স্পৃহা বোধ হয় শেষ হইয়াছে। তিনি মনে মনে তুষ্টই হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ঘটিলেই কেনেডি তাঁহার বন্ধুকে বলিতেন “আর ছুটা-ছুটি করে কাজ নাই, বিজ্ঞানের জন্য অনেক করেছ—এখন দু’দিন ঘর-সংসারে মন দাও।” ফার্গুসন্ সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত থাকিতেন, বন্ধুর কথায় কোনো উত্তর দিতেন না।

জানুয়ারি মাসে ফার্গুসনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর কেনেডি বিশেষ ভাবে তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন এবং ফার্গুসন্‌কে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ফার্গুসনের কি হয়েছে? তাকে অত চিন্তাযুক্ত দেখছি কেন? ব্যাপার কি? অকস্মাৎ এক দিন এক খণ্ড ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ হস্তগত হওয়ায় কেনেডির আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি টেবিলে সজোরে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

“দেখেছ, কি পাগল! কি বোকা! বেলুনে চড়ে’ আফ্রিকা ভ্রমণ করতে চায়। দু’বচ্ছর ধরে’ ফার্গুসন বুঝি এই চিন্তাতেই নিযুক্ত আছে!” নিকটেই কেনেডির ভৃত্য ছিল। সে কহিল, “ও কিছু নয়—নিশ্চয়ই সব ফাঁকি!”

“তুমি বলছো ফাঁকি! কখনো ফাঁকি নয়। আমি কি আর তাঁকে চিনি না? এমন একটা অসম্ভব প্রস্তাব ঠিক তাঁরই উপযুক্ত। দেখছ, আকাশে উড়ে’ বেড়াতে চায়! উঃ কি দুরাকাঙ্ক্ষা! কি দাম্ভিকতা! ঈগল পাখীকেও পরাস্ত করতে চায়! যাতে তার না যাওয়া হয়, তাই করতে হবে।

দেখ্‌ছি আমি যদি বাধা না দি, তা' হ'লে ফার্গুসন্‌ করে বা চন্দ্রলোকেই যাত্রা করবে!”

কেনেডি আর বিলম্ব করিলেন না। বন্ধুর জন্য একান্ত চিন্তিত হইয়া সেই রজনীতেই লণ্ডন যাত্রা করিলেন। প্রভাতে ফার্গুসন্‌ যখন নিজের কক্ষে চিন্তামগ্ন ছিলেন, কেনেডি তখন অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করিতে লাগিলেন।

রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া ফার্গুসন্‌ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “এ কি! ডিক্‌ যে?” ফার্গুসন্‌ বন্ধুকে ডিক্‌ বলিয়াই ডাকিতেন। মস্তকের টুপি খুলিয়া কেনেডি কহিলেন,

“হাঁ আমিই।”

“এখন ত শিকারের সময়। শিকার ছেড়ে লণ্ডনে যে?”

“কি করি! একজন পাগলকে ঠাণ্ডা করতে এসেছি।”

“পাগল? কে সে? ব্যাপার কি?”

এক খণ্ড ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ পত্রিকা ফার্গুসনের সম্মুখে ধরিয়া কেনেডি কহিলেনঃ—

“এতে যা লেখা আছে তা' কি সত্য?”

“ও তুমি ওই কথা বলছ? কাগজে রোজ রোজ কত আজগুবি খবরই বেরুচ্চে! তা দাঁড়িয়ে রইলে যে! অত ব্যস্ত কি—বসো না।”

“না আমি বোস্‌ব না। সত্যই কি তুমি বেলুনে যাবে?”

“নিশ্চয়ই যাব। যাত্রার সব বন্দোবস্তও বেশ ধীরে ধীরে

হচ্ছে। আমি—" বাধা দিয়ে কেনেডি বলিলেন "তোমার বন্দোবস্ত চুলোয় যাক্।"

"আগে তোমাকে খবরটা দিই নাই বলে' দেখছি তুমি রাগ করেছ। আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম। কাজের অন্ত নাই, চিন্তার শেষ নাই। তাই বলে তোমাকে না জানিয়ে আমি কখনই যেতাম না।"

"না জানিয়ে যেতাম না! আমি যেন সে জন্য বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে ব'সে আছি আর কি!"

"তা নয়—তোমাকেও যে আমি সঙ্গে নিতে চাই।"

কেনেডি বিস্ময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ একটা লম্ফ প্রদান করিলেন। বলিলেন, "তোমার কি ইচ্ছা যে, আমরা দু'জনেই বেডলেমের পাগলা গারদে আটক থাকি।"

"ডিক্, তুমি যে যাবে তাতে আমার কোনো সন্দেহই নাই। আমি অনেক সঙ্গী পেয়েছিলেম, কিন্তু তোমার জন্যই তাদের নিতে স্বীকৃত হই নাই।"

কেনেডি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ফার্গুসন্ বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি দশ মিনিট স্থির হ'য়ে আমার কথা শোন, তা'হলে নিশ্চয়ই আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবে না।"

"তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ না ত?"

"না—ঠাট্টা কেন।"

"আচ্ছা মনে কর, আমি যদি না যাই।"

"তুমি নিশ্চয়ই যাবে।"

"যদি না যাই—"

"তা' হ'লে আমি একাই যাব।"

"কথাটা ক্রমেই গুরুতর হ'য়ে উঠছে দেখছি। এ যদি তোমার ঠাট্টা না হয়, তা' হ'লে বিশেষ বিবেচনা করে' দেখতে হচ্ছে।"

"বেশ ত—এস না প্রাতর্ভোজন করতে করতেই সব শুনবে।"

দুই বন্ধু তখন একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া প্রাতর্ভোজন করিতে লাগিলেন। কতকগুলি স্যাণ্ডউইচ্ এবং বড় পাত্রে চা টেবিলের উপর সজ্জিত ছিল। আহার করিতে করিতে কেনেডি কহিলেন,—"ফার্গুসন্, তোমার প্রস্তাবটি পাগলেরই উপযুক্ত। এ যে কোন দিন সম্ভব হ'বে, তা'ত বোধ হয় না।"

"চেষ্টা করে' না দেখলে কেমন করে বলা যাবে যে, সম্ভব হ'বে কি না।"

"আরে ভাই! সেই চেষ্টাই ত করা সম্ভব নয়!"

"কেন?"

"এতে যে কত বিপদ্ আছে তা' জান? তার উপর বাধাবিঘ্ন ত আছেই।"

"বাধা!" ফার্গুসন্ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "বাধা! সে ত মুহূর্ত্তে দূর হ'বে। বাধা কি চিরদিন থাকে। দূর হ'বার জন্যই তার জন্ম। আর বিপদের কথা বল্‌ছ? কোথায় বিপদ নাই ভায়া? এই খানার টেবিলে বসে থাকতে থাকতেই

কত বিপদ্ ঘটতে পারে। ওই টুপিটা তুলে মাথায় দিতে দিতেই কত বিপদ্ আসতে পারে। ভাই, এটা জেনো যে, যা' ঘটবার তা' ঘটেই রয়েছে—কেউ তা' বারণ করতে পারবে না। ভবিষ্যৎটা এই বর্ত্তমানেরই ছায়া—ছায়াটা একটু দূরে আছে বৈ ত নয়?"

"ব্যস্, এই ত তোমার বক্তব্য? দেখছি তুমি এখনো বড় অদৃষ্টবাদীই আছ।"

"চিরদিনই ত তাই। অদৃষ্টবাদের যতটুকু ভাল, আমি সর্ব্বদা তার পক্ষপাতী। বিধাতা কপালে কি লিখে রেখেছেন, সে চিন্তায় আমাদের কাজ নাই। তবে লোকে কথায় বলে, ফাঁসীকাঠে যার মৃত্যু লেখা আছে, সে কখনও জলে ডুবে মরে না। এ কথাটা খুবই সত্য।"

এ কথার যদিও কোনো সদুত্তর ছিল না, কিন্তু কেনেডি নানাবিধ তর্ক করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তর্ক-বিতর্কের পর কহিলেন—"আচ্ছা যদি আফ্রিকা ভ্রমণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তা' হ'লে এ বিদ্ঘুটে উপায়টা ছেড়ে দিয়ে প্রচলিত পন্থা ধর না কেন?"

"কেন ধরি না জান? আজ পর্য্যন্ত যিনি সে পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর চেষ্টাই বিফল হয়েছে। মাঙ্গোপার্ক থেকে আরম্ভ করে' ভোগেল্ পর্য্যন্ত কেউ সফলকাম হ'তে পারেন নাই। মাঙ্গোপার্কের দশা জান? নাইগারের তীরে তিনি নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন। আর ভোগেল্? তিনি ওয়াদেই-এর অতল

সলিলে চিরদিনের মত অন্তর্হিত হয়েছেন। জান ত আউদ্‌নির মৃত্যু ঘটেছিল মুর্মুরে, ক্ল্যাপার্টনের সমাধি হয়েছিল সাকাটুতে! শোননি কি যে, ফরাসী-পর্য্যটক মৈজান্‌কে আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা টুক্‌রা টুক্‌রা করে’ কেটে ফেলেছিল—মেজর ল্যাং, রোসার প্রভৃতির শোণিতে আফ্রিকার ভূমি সিক্ত হয়েছিল। তোমাকে অমন কত জনের নাম করবো—শত শত পর্য্যটক আফ্রিকায় জীবন দান করেছেন। দারুণ ক্ষুধা, নিদারুণ শীত, ভীষণ জ্বর, হিংস্র পশু, পশু অপেক্ষাও অধিক হিংস্র অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্য—আফ্রিকায় এদের হাত থেকে কা’রো নিস্তার নাই! যে পথে অগ্রসর হ’য়ে সকলেরই এক দশা ঘটেছে, সেই পথ পরিহার করে’ নূতন পথে যাওয়াই কি সঙ্গত নয়? আমরা যখন আফ্রিকার ভিতর দিয়ে কিছুতেই যেতে পারব না—তখন তার উপর দিয়েই উড়ে’ যেতে হ’বে।”

কেনেডি কহিলেন “ভায়া শুনলেম ত সব—কিন্তু এ যে পাখীর মত উড়ে’ যাবার কথা—”

বাধা দিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন,—

“তাতে ভয় কি? বেলুনটা উড়তে উড়তে যাতে আকাশ থেকে না পড়ে’ যায় তার ব্যবস্থা করেছি। আর ধর নিতান্তই যদি পড়ে’ যায় তা’ হ’লে অন্যান্য পর্য্যটকদের মত আমাদেরও পদব্রজেই যেতে হ’বে। কিন্তু ঠিক জেনো যে, আমার বেলুন কখনো পড়বে না।”

“পড়তেও ত পারে।”

"কখনো না। আফ্রিকার পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত না যেয়ে আর আমি বেলুনটাকে ছাড়ছি না। বেলুন থাকলে সবই সম্ভব হ'বে। আর না থাকলে, বুঝতেই পারছ—অন্যের দশাও যা' হয়েছে আমাদেরও তাই হ'বে। বেলুনে গেলে সুবিধা কত। ঝড় বৃষ্টি পশু পক্ষী, এমন কি নরখাদক মানুষ—কিছুতেই ভয় নাই। এই ধর না—যখন খুব গরম বোধ হ'বে, বেলুন নিয়ে উপরে উঠে যাব। যদি উপরে বেশী শীত লাগে নেবে আসব। সম্মুখে যদি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ বাধে অনায়াসে তার চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে চলে' যাব। দুরতিক্রম্য নদনদীই বল, আর দারুণ ঝড়-তুফানই বল—কিছুতেই আমাদের গতি রোধ করতে পারবে না। কত সুবিধা দেখ দেখি। ভ্রমণে ক্লান্তি নাই, বিশ্রামের জন্যও চিন্তা নাই। আমরা কত কত নূতন জনপদের উপর দিয়ে অনায়াসে ভেসে চলে যাব—বেগশালী বায়ুপ্রবাহে গা ঢেলে দিয়ে নক্ষত্রবেগে অগ্রসর হ'ব। ভাবো দেখি একবার—কখনো মেঘের আড়ালে, কখনো বা ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'চার হাত মাত্র উপর দিয়ে—যখন যেমন সুবিধা, তখন তেমনি করে' চলে' যাব—আর অপরিজ্ঞাত আফ্রিকার নগ্ন দৃশ্যাবলী যেন সজীব হ'য়ে আমাদের চরণতলে নেচে বেড়াবে।

ফার্গুসনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ক্রমেই কেনেডির হৃদয় অধিকার করিতেছিল বটে, কিন্তু যখনই তিনি মানস-নয়নে নীল-আকাশ-গাত্রে মেঘমালার অন্তরালে উড্ডীয়মান বেলুন দর্শন করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিতেছিল। তিনি যুগপৎ

বিস্ময়-বিমিশ্রিত গৌরব ও ভীতির সহিত বন্ধুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল তিনি অনন্ত শূন্য বায়ুরাশির মধ্যে চলিতেছেন! কিছুক্ষণ পর কেনেডি কহিলেন—

"বেলুনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার কোনো একটা উপায় তা' হ'লে তুমি আবিষ্কার করেছ?"

"তা' কি কখনো সম্ভব। সে একটা আকাশ-কুসুম মাত্র।"

"তা' হ'লে তুমি—"

"ভগবান্ যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই যেতে হ'বে। তবে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে যে যেতে পারে তা'তে আর সন্দেহ নাই।"

"কেমন করে'?"

"বাণিজ্য-বায়ুর নাম শোননি কি? আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলে পশ্চিমে সমান ভাবে বয়ে চলেছে—বিরাম নাই—বিচ্ছেদ নাই—মার্গচ্যুতিও নাই। সেই বাণিজ্য-বায়ুর আশ্রয় নিলেই হ'বে।"

"হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছ। বাণিজ্য-বায়ুর স্রোতে বেলুনটাকে ছাড়তে পারলে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়া যেতে পারে বটে।"

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য একখানা জাহাজ ছেড়ে দিয়েছেন। যে সময় আমাদের আফ্রিকার পশ্চিম তীরে পৌঁছানোর কথা, সেই সময়ের তিন চার খানি জাহাজ আমাদের সন্ধানে পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। আমরা বোধ হয় তিন মাসের মধ্যেই জান্জিবারে যেতে পারব। সেখানেই বেলুনে গ্যাস পূর্ণ করে' যাত্রা করা যাবে।"

কেনেডি চমকিত হইয়া কহিলেন, "আমরা! তুমি আর কে?"

"কেন, আমি আর তুমি। তোমার যেতে কিছু আপত্তি আছে না কি ?"

"কিছু কেমন ? আমার সহস্র আপত্তি আছে। তার একটা বলি শোন। যদি দেশটা দেখতে চাও, তা' হ'লে ত তোমাকে অনেকবার উঠা-নামা কর্‌তে হ'বে। গ্যাস ছেড়ে না দিলে ত আর নাম্‌তে পারবে না। উঠা-নামা করতেই ত বেলুনের সব গ্যাস ফুরিয়ে যাবে।"

"তোমার ভুল হয়েছে ডিক্‌—আমার এক বিন্দু গ্যাসও নষ্ট হবে না!"

"গ্যাস না ছেড়ে তুমি নামতে পারবে ? পারলে আর কি ?"

"পারবো বৈ কি ?"

"কেমন করে' ?"

"ওই খানেই ত আমার গুপ্ত কৌশল আছে। ভায়া, আমার উপর ভরসা রাখ, আমারই মত বল—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" কেনেডি যন্ত্রচালিতবৎ বলিলেন,—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

* * *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পথ-নির্ব্বাচন

ডাক্তার ফার্গুসন্ অনেক চিন্তা করিয়াই জান্‌জিবার হইতে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নীল নদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিবার জন্য শেষবার যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহাও জান্‌জিবার হইতেই। ফার্গুসন্ স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যটক ডাক্তার বার্থ এবং বার্টন্ ও স্পিক্ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

বার্টন্ এবং স্পিক্ নানাবিধ কষ্ট সহিয়াও নীল নদীর জন্মক্ষেত্রে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন না। তাঁহাদের পরও বহু পর্য্যটক নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বাঞ্ছিত স্থানে যাইতে পারেন নাই। ফার্গুসন্ এই সকল পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ-কাহিনী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াই নিজের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই আরবী-ও মাণ্ডিন্‌গুইয়ান্ ভাষা শিক্ষা করিলেন।

ডিক্ কেনেডি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। তিনি দিনের পর দিন বন্ধুকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যখন সকল

যুক্তি, সকল তর্ক বৃথা হইল; তখন ডিক্ বন্ধুর দুইখানি হস্ত ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিলেন। ফার্গুসনের সঙ্কল্প তাহাতেও টলিল না। ডিক্ ক্রমেই বন্ধুর জন্য চিন্তিত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন বেলুন বহু উচ্চে উঠিয়াছে, তিনি সেই মহাশূন্য হইতে ভূমিতলে পতিত হইতেছেন! এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই তিনি দুইবার শয্যা হইতে কক্ষতলে পতিত হইয়া কপালে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন।

ফার্গুসন্ বন্ধুর পতন-কাহিনী শুনিয়াও অবিচলিতই রহিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"তোমার ভয় নাই ডিক্, আমরা বেলুন থেকে কিছুতেই পড়বো না।"

"কিন্তু যদি পড়ি।"

"আমরা পড়বই না।"

কেনেডি নিরুত্তর হইলেন। ফার্গুসন্ যে তাঁহার কথা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না, সে জন্য দুঃখিত হইলেন। বেলুন-যাত্রার কথা বলিতে হইলেই ফার্গুসন্ সর্ব্বদা বলিতেন, "আমরা যাব", "আমাদের বেলুন" "আমাদের আয়োজন" ইত্যাদি। তিনি কখনই একবচনান্ত "আমি" বা "আমার" পদ ব্যবহার করিতেন না। চিন্তাক্লিষ্ট কেনেডি সে জন্যও ক্রমেই ভীত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বুঝি ফার্গুসনের সঙ্গে আমাকেও শেষে যাইতে হইবে। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বলিল—'কিছুতেই না।'

একদিন তিনি কহিলেন, “নীল নদীর জন্মস্থান আবিষ্কার করে’ কি লাভ হ’বে ভাই? এতে কি মনুষ্য-সমাজের কোনো উপকার হ’বে? মনে কর, এমনি করে’ না হয় আফ্রিকার অসভ্য জাতিগুলিকে সুসভ্যই করে’ তোলা গেল, তাতেই বা লাভ কি? ইউরোপীয় সভ্যতাই যে আদর্শ সভ্যতা তা’ কে বলেছে? আফ্রিকার সভ্যতাই যে ভাল নয়, তারই বা প্রমাণ কি?

ফার্গুসন্ কোনো উত্তর দিলেন না। ডিক্ বলিতে লাগিলেন, “এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে, যে দিন অতি সহজে আফ্রিকার যেখানে সেখানে যাওয়া যাবে। ছ’ মাস হোক্, ন’ মাস হোক্, একজন না এক জন আবিষ্কারক তোমাদের লক্ষ্য স্থলে যাবেই যাবে। অনেকেই ত নীল নদীর উৎপত্তি-স্থান দেখতে বেরিয়েছেন, তবে আর তোমার এত তাড়াতাড়ি কি?”

“আর একজন সেই আবিষ্কারের গৌরবটা গ্রহণ করবে, এটা কি ভাল ডিক্? ভীরুর মত নানা রকম আপত্তি তুলে’ তুমি কি আমাদের সেই গৌরবের জয়মাল্য থেকে বঞ্চিত করতে চাও?

“কিন্তু—”

“তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, যাঁরা এখন আফ্রিকা পর্য্যটন করে’ বেড়াচ্ছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে সে দেশে যাবেন—আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী তাঁদের কত উপকারে আসবে।

“কিন্তু—”

ফার্গুসন্ বাধা দিয়া বলিলেন, "আগে আমাকে বল্‌তেই দাও। আফ্রিকার এই মানচিত্রখানা দেখ দেখি।"

কেনেডি পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বিস্তৃত মানচিত্রের দিকে চাহিলেন। ফার্গুসন্ বলিতে লাগিলেন,—

"নীল নদী থেকে গণ্ডোরোকো নগর কতটা পথ দেখ।"

"দেখেছি।"

"এই কম্পাশটা নাও। কম্পাশের একটা কাঁটা গণ্ডরোকোর উপর বসাও। অতি বড় সাহসী পর্য্যটকও আজ পর্য্যন্ত গণ্ডরোকো নগরের ত্রিসীমানায় পৌঁছিতে পারেন নাই। গণ্ডরোকো থেকে জান্‌জিবার কত পথ দেখ। পেয়েছ?"

"হাঁ পেয়েছি।"

"আচ্ছা, এখন কাজে নগরটা খুঁজে দেখ।"

"এই যে, সেটাও পেয়েছি।"

"এখন ৩৩ ডিগ্রীর দ্রাঘিমা ধরে' বরাবর উপরে ওঠো। উঠছ?"

"হাঁ।"

"বরাবর এগিয়ে এসে, আউকেরিউ হ্রদের কাছ পর্য্যন্ত যাও।"

"এই ত হ্রদটা পেয়েছি। আর একটু হ'লে আমি হ্রদের মধ্যে পড়ে' যেতাম আর কি! তার পর?"

"ওই হ্রদের তীরে যারা বাস করে, তাদের কথা থেকে কি বুঝা যায় জান?"

"না—ওসব খোজ-খবর রাখি না।"

“এই হ্রদের উত্তর মাথা থেকে একটা জলধারা বেরিয়ে নীল নদীতে এসে পড়েছে। সেইটাই নিশ্চয় নীল নদী।”

“সে ত বড় আশ্চর্য্য কথা!”

“তোমার কম্পাশের আর একটা কাঁটা আউকেরিউ হ্রদের উত্তর মাথায় লাগাও। এখন দেখ দেখি কম্পাশের দুই কাঁটার মধ্যে কত ডিগ্রী আছে।”

“প্রায় দুই ডিগ্রী হ’বে।”

“দুই ডিগ্রীতে কত মাইল পথ জান?”

“না ভায়া, তার ধার ধারি না।”

“এই ধর না প্রায় ১২০ মাইল হ’বে। ১২০ মাইল আর কতটুকু পথ। আর কিছু খবর জান কি?”

“কি?”

“ভৌগোলিক সমিতি মনে করেন এই হ্রদটা আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কাপ্তান স্পিক্ কাপ্তান গ্রাণ্টের সঙ্গে এই কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন। একখানা ষ্টিমার খার্টুম্ থেকে তাঁদের গণ্ডরোকো পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে। তাঁরা সেখানে অবতরণ করে’ হ্রদের সন্ধানে যাবেন। যতদিন ফিরে না আসেন, ষ্টিমারখানা থাকবেই।”

“এ ত বেশ বন্দোবস্ত।”

“তুমি বুঝতে পারছ না যে, এই আবিষ্কার-ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করতে হ’লেও, আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করা প্রয়োজন।”

"অনেকেই যখন বেরিয়েছেন, তখন আমরা না হয় আর নাই গেলাম।"

ফার্গুসন্ এবারও কোনো উত্তর দিলেন না, কেবল গম্ভীর ভাবে একবার মস্তক নাড়িলেন! ডিক্ কেনেডির আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভৃত্য জো

ফার্গুসনের একটী ভৃত্য ছিল, তাহার নাম জো। আহারে বিহারে শয়নে ভ্রমণে, জো ছায়ার ন্যায় প্রভুর অনুগমন করিত। বলিতে গেলে জো-ই ফার্গুসন্ গৃহের কর্ত্তা ছিল। জোর নিকট ফার্গুসনের কিছুই গোপনীয় ছিল না। ফার্গুসন্ যে দিন জোর নিকট বেলুনে আফ্রিকা-ভ্রমণের প্রস্তাব করিলেন, জো সে দিন ভাবিল প্রভু যখন বলিতেছেন, তখন ইহাতে আশঙ্কা বা বিঘ্নের কোনই কারণ নাই।

আফ্রিকা-ভ্রমণ লইয়া জোর সহিত কেনেডির অনেক আলোচনা হইত। একদিন জো কহিল—

"মিঃ কেনেডি, কাল কেমন অগ্রসর হচ্ছে দেখুন। এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা অনায়াসে চন্দ্রলোকে যেতে পারবো।"

"তুমি বুঝি আফ্রিকার সেই চন্দ্ররাজ্যের কথা বল্‌ছ? সে ত আর বেশী দূর নয়—কিন্তু চন্দ্রে যাবার মতই বিপজ্জনক বটে!"

"বলেন কি? বিপজ্জনক? ডাক্তার ফার্গুসন্‌ সঙ্গে থাকলে আবার বিপদ্‌?"

"তোমার অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তুমি বেশ সুখে আছ। সে সুখ-স্বপ্ন আমি ভেঙ্গে দিতে চাই না। কিন্তু ঠিক জেনো, ফার্গুসন্‌ এবার যে কাজে হাত দিয়েছে, সেটা পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই না। কখনো তার যাওয়া হ'বে না!"

"যাওয়া হ'বে না! হ'তেই পারে না। আপনি কি মিচেলের দোকানে তাঁর বেলুনটা দেখেন নি?"

"না দেখি নাই—দেখতে চাইও না।"

"যদি একবার না দেখেন, তা' হ'লে জানবেন যে একটা খুব ভাল জিনিষ আপনার দেখা হলো না। বেলুনটা বড় সুন্দর হয়েছে। আকৃতিই কেমন সুন্দর।"

"তুমি তা' হ'লে ফার্গুসনের সঙ্গে নিশ্চয়ই যাচ্ছ?"

"নিশ্চয়ই। যেখানে প্রভু, ভৃত্যও সেইখানে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমি সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে এসেছি, আজ কি তাঁকে একা যেতে দিতে পারি? ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে কে তাঁকে দেখবে?

পাহাড়ের একটা উঁচু যায়গা থেকে নামতে হ'লে, কে তাঁকে সাহায্য করবে ? যদি তাঁর অসুখই হয়, কে-ই বা তা' হ'লে শুশ্রূষা করবে ?"

"ধন্য তুমি—তোমার মত ভৃত্য বিরল।"

"আপনিও ত আমাদের সঙ্গেই আসছেন ?"

"হা, আপাততঃ যাচ্ছি বৈ কি। অন্ততঃ শেষ মুহূর্ত্তেও যদি ফার্গুসন্‌কে ফিরিয়ে আনতে পারি, তার চেষ্টা করবো। আমি জান্‌জিবার পর্য্যন্ত যাব। দেখি, যদি সেখান থেকেও ফার্গুসন্‌কে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারি।" জো দৃঢ়স্বরে কহিল, "কিছুতেই তা পারবেন না। কাজে প্রবৃত্ত হ'বার আগেই তিনি সকল দিক ভেবে নিয়েছেন। আগে না ভেবে-চিন্তে তিনি কখনো কোনো কাজে হাত দেন না। কিন্তু একবার হাত দিলে কেউ তাঁকে ফিরাতে পারে না!"

"আচ্ছা দেখা যাক।"

"সে আশা ছাড়ুন। আপনাকেই শেষে সঙ্গে যেতে হ'বে। আফ্রিকা ত আপনার মত বিখ্যাত শিকারীরই উপযুক্ত স্থান। আজ শুনেছি আমাদের সকলকে ওজন হ'তে হ'বে।"

"সে কি! আমরা বাজীর ঘোড়-সওয়ার না কি ? ওজন হ'তে যাব কেন ? আমি ওজন-টোজন হ'ব না।"

"তা' না হ'লে ত চলবে না। শুনেছি বেলুনটার জন্যই ওজন আবশ্যক।"

"আমাদের ওজন না নিলেও বেলুন উড়বে।"

"তা' হ'তেই পারে না। কতটা ভার বহন করতে হ'বে, তা' ত জানা চাই। তা' না হ'লে যে বেলুন চলবেই না।"

"আমিও ত তাই-ই চাই!"

"ওই দেখুন, প্রভু নিজেই এদিকে আসছেন।"

"আসতে দাও—আমি কিছুতেই যাব না!"

জোর সহিত যখন কেনেডির এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন ফাগু সন্ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং স্থির দৃষ্টিতে একবার বন্ধুর দিকে চাহিলেন, কেনেডির নিকট সে দৃষ্টি ভাল বলিয়া বোধ হইল না। ফার্গুসন্ কহিলেন, "ডিক্, জোর সঙ্গে একবার এস। তোমাদের দু'জনের ওজনটা নিতে হ'বে।"

"কিন্তু—"

কেনেডির কথায় কর্ণপাত না করিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—"এই যে, তোমার টুপিটা এখানেই আছে—এস—দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।" কেনেডি আর বাধা দিতে পারিলেন না, নীরবে বন্ধুর অনুগমন করিলেন। জো মনে মনে কহিল, আমি আগেই জানি, উনি কাছে এলে আর কোন আপত্তিই খাটবে না।

মিচেলের কর্ম্মশালায় যাইয়া ডাক্তার সকলের ওজন লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন কেনেডির পালা আসিল, তখন তিনি মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা ওজন হই না কেন—ওজন হ'লেই ত আর আমার যেতে স্বীকার করা হ'লো না। কেনেডি তুলাদণ্ডের উপর উঠিলেন। ফার্গুসন্ বলিলেন—"এক মণ সাড়ে একত্রিশ সের।"

কেনেডি কহিলেন "আমি কি খুব ভার ?"

জো কহিল, "না—আর ভার হ'লেই বা কি ! আমি পাতলা আছি।" সে এক লম্ফে তুলাদণ্ডের উপর আরোহণ করিল।

ফার্গুসন্ কহিলেন, "এক মণ বিশ সের। এইবার আমার পালা।" তিনি ওজনে একমণ সাড়ে সাতাইশ সের হইলেন।

ওজন খাতায় লিখিয়া লইয়া ফার্গুসন্ কহিলেন, "আমরা মোটের উপর পাঁচ মণের বেশী নই।"

জো কহিল, "আবশ্যক হ'লে আমি আমার ওজন সের দশেক কমিয়ে ফেল্‌তে পারি। কয়েকদিন আহারটা কমালেই হবে !"

ফার্গুসন্ হাসিয়া কহিলেন, "তার দরকার নাই জো—তোমার যত ইচ্ছা খাও।" তিনি জোর হস্তে কয়েকটি রজতমুদ্রা প্রদান করিলেন এবং বন্ধুকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ডাক্তার ততই চিন্তাযুক্ত হইতে লাগিলেন। কিরূপে বেলুনটাকে যথোপযোগী করা যাইতে পারে সেই চিন্তাই তাহাকে বিশেষ ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন. বেলুনকে সর্ব্বসমেত ৫০ মণ ভার লইয়া উড়িতে হইবে। অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া, তিনি হাইড্রোজেন গ্যাসেই বেলুনটাকে পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। * বেলুনে

---

* ৪৪৮৪৭ ঘন ফুট বাতাসের ওজন ৫০ মণ, কিন্তু সম পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজন ৩ মণ ৩৮ সের মাত্র। হাইড্রোজেন বাতাস অপেক্ষা ১৪॥০ সাড়ে চৌদ্দ গুণ লঘু।

৩ মণ ৩৮ সের গ্যাসের স্থান করা হইল। তিনি জানিতেন যে, ৫০ মণ ভার লইয়া উড়িতে হইলে বেলুনকে ৪৪৮৪৭ ঘন ফিট বাতাস সরাইয়া দিয়া, বায়ুমণ্ডলে নিজের স্থান করিতে হইবে। নতুবা উহা উড়িবেই না। ফার্গুসন্ দেখিলেন বেলুনে ৩ মণ ৩৮ সের গ্যাস পূর্ণ করিলে উহা সম্পূর্ণরূপে ফুলিয়া উঠিবে, কিন্তু যতই ঊর্দ্ধে উঠিবে, উহার উপর বায়ুমণ্ডলের চাপও ততই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। গ্যাসের ধর্ম্ম, বিস্তার লাভ করা। সুতরাং বাহিরের চাপ কমিয়া গেলেই ভিতরের গ্যাস ক্রমেই বিস্তৃত হইবার চেষ্টা করিবে এবং শেষে বেলুনের আবরণটাকে ছিন্ন করিয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়া যাইবে। ডাক্তার তাই স্থির করিলেন বেলুনের অর্দ্ধাংশ গ্যাসে পূর্ণ করিবেন।

একটা অপেক্ষা একসঙ্গে দুইটা বেলুন ব্যবহার করিতে পারিলে যে ভাল হয়, ইহা বুঝিতে ডাক্তারের বিলম্ব হইল না। সেরূপ করিতে পারিলে, অকস্মাৎ একটাতে ছিদ্র হইলে আবশ্যক মত ভার নিক্ষেপ করিয়া অপরটার সাহায্যেও যে উড়িতে পারা যাইবে তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দুইটা বেলুনকে সমভাবে পরিচালিত করিবার কোনো কৌশল তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তার পর একটা বৃহৎ এবং আর একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বেলুন প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। স্থির করিলেন, বড় বেলুনের গর্ভস্থ গ্যাসের মধ্যে ছোট বেলুন ভাসাইয়া রাখিবেন। উভয় বেলুনের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের জন্য একটা মুখ রাখিবার

ব্যবস্থা হইল। উহা ইচ্ছামত খুলিবার ও বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার মনে মনে বলিলেন—আরোহণ কি অবরোহণকালে আর গ্যাস নষ্ট হইবে না। ছোট বেলুনের গ্যাস বড় বেলুনের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারবো।

আরোহীদিগের থাকিবার জন্য বেলুনের সঙ্গে একটী গোলাকার ‘দোলনা’ সংযুক্ত হইল। উহা যদিও বেত্র এবং নলদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু চতুর্দ্দিকে লৌহনির্ম্মিত পাতলা পাত থাকায় বেশ সুদৃঢ় হইল। দোলনার তলদেশে ভাল স্প্রিং বসাইয়া আরোহীদিগের শয়ন বা উপবেশনের সুবিধা করিতে ডাক্তার ক্রুটি করিলেন না। তিনি লৌহপাতের ৪টী বাক্স প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বাক্সগুলি নলদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক নলের মুখ খুলিবার বা বন্ধ করিবার বন্দোবস্ত ছিল। দুই ইঞ্চি বেধের দুইটী দীর্ঘ নল বাক্সের সহিত লাগাইয়া, তিনি সকলগুলিকে দোলনার গাত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন। একটী বাক্সে জল রাখিবার ব্যবস্থা হইল। তিনটী দৃঢ় নোঙ্গর, প্রায় ১৮ হস্ত দীর্ঘ রেশম রজ্জুর একগাছি মই, বায়ুমান-যন্ত্র, তাপমান-যন্ত্র, ক্রনোমিটর প্রভৃতি কয়েকটী অত্যাবশ্যক দ্রব্য, ভোজনের নিমিত্ত চা, কফি, বিস্কুট, লোণা মাংস এবং অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী, কিছু ব্রাণ্ডি এবং পানীয় জল রাখিবার জন্য দুইটী পাত্র, বন্দুক, গুলি, বারুদ এসমস্তই বেলুনে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে চলিল একটী ক্ষুদ্র পট্টাবাস এবং শয্যা রচনা করিবার জন্য কয়েকখানি কম্বল।

যাহা কিছু আবশ্যক ফার্গুসন্ তাহার কিছুই ছাড়িলেন না। সকল জিনিষ একত্র করিয়া যখন ওজন করিলেন তখন দেখিলেন তাঁহার অভিনব বেলুনকে সর্ব্বসমেত ৫০ মণ ভারি বোঝা লইয়া আকাশ-পথে উড়িতে হইবে !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাহাজে

১০ই ফেব্রুয়ারী যাত্রার আয়োজন শেষ হইয়া গেল। ১৬ই তারিখে ইংরাজ সরকারের ‘রেজলিউট’ জাহাজ যাত্রীদিগকে জান্‌জিবারে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ডাক্তার অতি সাবধানে বেলুনটী জাহাজে তুলিলেন। হাইড্রোজেন গ্যাসে বেলুনের শূন্য গর্ভ পূর্ণ করিবার জন্য গ্যাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন লৌহখণ্ড এবং সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড জাহাজে উঠিল।

রয়াল ভৌগোলিক সমিতি ২০শে তারিখ সায়ংকালে বেলুন-যাত্রীদিগের সংবর্দ্ধনার জন্য একটী নৈশ-ভোজের বন্দোবস্ত

করিলেন। নৈশভোজ যখন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইতেছিল, ভোজনগৃহ যখন ডাক্তার ফার্গুসন্ এবং তাঁহার বন্ধু কেনেডির প্রসংশাবাক্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, কেনেডি তখন একান্ত সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, রেজলিউট জাহাজে তাঁহার যাত্রার কারণ বেলুনে আফ্রিকা অতিক্রম করিবার জন্য নহে, বরং সম্ভব হইলে অন্ততঃ শেষ মুহূর্ত্তেও ফার্গুসন্‌কে ফিরাইয়া আনিবার জন্য। কেনেডির বদনমণ্ডল রক্তাভ হইয়া উঠিল। আমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী মনে করিলেন উহা তাঁহার বিনয়ই সূচিত করিতেছে! তাঁহারা অধিকতর প্রীত হইয়া কেনেডির সৎসাহস ও অতিবিনয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তারযোগে সংবাদ আসিল যে, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ফার্গুসন্ এবং কেনেডিকে অভিনন্দিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হইবে। অমনি চতুর্দ্দিকে সম্রাজ্ঞীর জয় বিঘোষিত হইতে লাগিল। কেনেডি প্রমাদ গণিলেন।

রেজলিউট জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়া জান্‌জিবার অভিমুখে যাত্রা করিল। সমুদ্রপথে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটিল না। ফার্গুসন্ অবসরমত নাবিকদিগের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যটক বার্থ, বার্টন্, স্পিক্ প্রভৃতির আফ্রিকা-ভ্রমণের অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি বলিলেন,—

"যদি আপনারা মনে করে' থাকেন যে, আমাকে অনেকদিন

ধরে' আকাশে উড়ে বেড়াতে হ'বে, তা' হ'লে আপনারা ভুল বুঝেছেন। জান্‌জিবার থেকে সেনেগাল নদী বড় বেশী হ'লেও ৪০০০ হাজার মাইল হ'বে। এ পথটুকু যেতে বেলুনের ৭ দিনের বেশী লাগবে না।"

"তা' হ'তে পারে, কিন্তু অতদ্রুত গেলে দেশটার ত কিছু দেখা হ'বে না।"

"যদি বেলুন আমার আজ্ঞাকারী হয়। যদি আমি আপন ইচ্ছা মত আরোহণ অবরোহণ কর্‌তে পারি, তা' হ'লে আর ভাবনা কি! যেখানে দরকার নামবো—যেখানে আবশ্যক, নীল আকাশ ভেদ করে' উপরে উঠে পড়বো। উপরে যখন বড় বেশী জোরে বাতাস চল্‌বে তখন ত নেমে আসতেই হ'বে।"

জাহাজের অধ্যক্ষ কহিলেন, "উপরে উঠলে প্রায়ই প্রবল বায়ু-স্রোতই পাবেন। শুনেছি কখনো কখনো এত জোরে ঝড় বয় যে, ঘণ্টায় প্রায় ২৪০ মাইল চলে। কিন্তু বেলুন কি অত ঝড়ের মুখে টিকে থাক্‌তে পারে?"

"কেন পারবে না? খুব পারে। নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেকের সময়—সেই ১৮০৪ সালেই—এমন হয়েছিল। রাত্রি ১১টার সময় প্যারিসে বেলুন ছেড়ে পর্য্যটক ভার্ণোরিন্ পরদিন প্রভাতেই ব্রাসিয়ানা হ্রদে পতিত হয়েছিলেন।"

কেনেডি কথা শুনিয়া ক্রমেই ভীত হইতেছিলেন। শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "বেলুনের যেন ঢের সয়, তাই বলে' কি আর বেলুন-যাত্রীরও ততটা সইবে! হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে যাবে না?"

"ভয় নাই ভায়া—ভয় নাই। বেলুনটা ত আর বাস্তবিক বাতাসে নড়ে না—চারিদিকের বাতাসই বেগে অগ্রসর হয়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের মুখে কুটার মত বেলুনও ভেসে চলে। বেলুন যখন চলে, তখন বাতি জ্বাল্‌লেই দেখা যায় যে, দীপ-শিখা কাঁপে না। আমরা অবশ্য অত দ্রুত যাব না। আমাদের দু'মাসের খাবার সঙ্গে আছে। তা' ছাড়া যখনই দরকার হ'বে, তখনই বন্ধু কেনেডি কিছু শিকার ধরে' আনবেনই।"

জাহাজের ছোট কর্ম্মচারা কহিলেন, "মিঃ কেনেডি, আপনার সৌভাগ্য দেখে হিংসা হচ্ছে। এ ভ্রমণে দেখছি গৌরব এবং শিকারের আনন্দ দুই-ই আপনার লাভ হ'বে।" বাধা দিয়া কেনেডি কহিলেন, "আপনাদের অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তা' গ্রহণ করতে পারি না।" নাবিকগণ সমস্বরে কহিল। "কেন? কেন? আপনি কি তবে যাচ্ছেন না?"

"না।"

"ডাক্তার ফার্গুসনের সঙ্গে যাবেন না?"

"আমি যে নিজে যাব না শুধু তাই নয়—যদি পারি তাঁকেও যেতে দিব না।"

সকলের বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু ডাক্তারের উপর নিপতিত হইল। তিনি কহিলেন, "ও'র কথা শুনবেন না। ভায়া মনে মনে বেশ জানেন যে, আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাবেন।"

কেনেডি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমি শপথ করে' বলতে পারি—"

বাধা দিয়া ফার্গুসন বলিলেন, "বন্ধু, শপথ করা ভাল নয়। তোমার নিজের ওজন নিয়েছি, বন্দুক-গুলি-বারুদ—তোমার সব ওজন করে' নিয়েছি। বেলুনও সেই হিসাবে প্রস্তুত হয়েছে। এখন আর যাব না বল্‌লে চলবে না।"

কেনেডি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নীরব রহিলেন।

* * *

জো ইতিমধ্যে জাহাজের নাবিকদিগের নিকট বেশ সুপরিচিত হইয়াছিল। সাধারণ নাবিকগণ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জোর বক্তৃতা শুনিত। একদিন সে কহিল "আজ এঁরা বেলুনে যেয়ে সুবিধা-অসুবিধাটা বুঝে নিচ্ছেন। কিন্তু একবার বেলুনে চড়লে হয়, তা' হ'লে আর ছাড়তে ইচ্ছা হ'বে না। কিছুদিন পরই তোমরা শুনতে পাবে যে, আমরা বেলুন নিয়ে ঠিক সোজা উপরে উঠে চলে' যাচ্ছি।"

"তা' হ'লে যে আপনারা একেবারে চন্দ্রে যেয়ে পড়বেন।"

জো কহিল, "চন্দ্র ত একটা ছোট কথা। যে কেউ সেখানে যেতে পারে। শুনেছি সেখানে বাতাসও নাই—জলও নাই। আমরা যখন যাব তখন বোতলে জল আর বাতাস বেশী করে' না নিলে সেখানে চলবে না।"

জিন্-মন্ত্রের ভক্ত একজন নাবিক কহিল "জল নাই বা থাকলো—যতদিন জিন্ আছে ততদিন ভাবনা কি?"

"সেখানে যে জিন্‌ও নাই।"

"আমাদের কপালে তা' হ'লে চন্দ্রলোক-দর্শন লেখা নাই।

তা' না-ই বা থাকলো—আমরা ঐ ঝক্‌ঝকে নক্ষত্রলোকে একবার বেড়াতে যাব।”

জো কহিল “নক্ষত্রলোকে? ও সব গ্রহ-নক্ষত্রের কথা আমি ঢের জানি। আমরা একবার স্যাটার্ণটা দেখতে যাব ভাবচি।”

“স্যাটার্ণ কোন্‌টা? ওই যার চারিদিকে একটা গোলাকার আংটী আছে!”

“ওকে আমরা কি বলি জান? বিয়ের আংটী, কিন্তু স্যাটার্ণের স্ত্রীর কখনো কোনো খোঁজ-খবর পাইনি।”

“আপনারা অত উঁচুতে যাবেন? আপনার মুনিব তা' হ'লে দেখচি একজন দৈত্যবিশেষ।”

“বল কি? দৈত্য? তাঁর মত ভাল মানুষ কি আর আছে?”

“আচ্ছা স্যাটার্ণ থেকে আপনারা কোথায় যাবেন?”

“কেন তারপর জুপিটারে! সে দেশ বড় সুন্দর। সেখানকার দিনগুলো মোট ৯$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা! অলস যারা তাদের বড় সুবিধা সেখানে—কেমন নয়? সেখানকার এক একটা বৎসর আমাদের ১২ বৎসরের সমান। এখানে মনে কর যারা আর ছ' মাসের মধ্যেই মরবে, তারা যদি সেখানে যায়, তা' হ'লে আরো কিছুদিন বেঁচে যেতে পারে।”

একটি বালক ভৃত্য অতি নিবিষ্ট চিত্তে নক্ষত্রলোকের কাহিনী শুনিতেছিল। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল।

“বার বছরে এক বছর!”

"কেন ? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমাদের বার বছরে তাদের এক বছর। এখানে তুমি অত বড় দেখাচ্ছ, কিন্তু জুপিটারে গেলে এখনো তোমাকে অনেকদিন মা'র দুধ খেতে হ'বে। আর ওই যে তুমি ওকে দেখছো—এই পৃথিবীর পঞ্চাশ বছরের বুড়ো—সেখানে ওর বয়স কতই ধরবে ? এই মনে কর না, সেখানে উনি ৩।৪ বছরের খোকা বৈ ত ন'ন।"

"আপনি আমাদের বোকা বোঝাচ্ছেন না ত ?"

"আরে তাও কি হয়। শুধু এই ছোট-খাটো পৃথিবীটার খবর রাখলে অমনি ঠেকে বটে। একবার জুপিটারে চল না, তা' হ'লেই দেখতে পাবে। কিন্তু সেখানে যেতে হ'লে বেশভূষা ভাল চাই। জুপিটারের লোকদের কিন্তু সে দিকে বড় তীব্র দৃষ্টি।"

নাবিকগণ হাস্য করিতে লাগিল দেখিয়া জো আরো গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিল—

"তোমরা বুঝি নেপচুনের খবর রাখ না ? উঃ সেখানে নাবিকদের কত আদর। আহা নৌবিদ্যার মর্ম্ম নেপচুনের লোকেই জানে। এই দেখ না, মার্সে কেবল সৈনিকদিগেরই সম্মান। সে সম্মান এতই বেশী যে, অন্যের পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠে। মার্কারিতে ত জানি চোর-ডাকাতের উপদ্রব বড় বেশী। সেখানে বণিকের অভাব নাই—লোকেরও অভাব নাই। চোরে আর বণিকে সে দেশে বড় তফাৎ দেখা যায় না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারের কৌশল

জো যখন এইরূপে সরলচিত্ত নাবিকদিগের সহিত নানারূপ কাল্পনিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল, ডাক্তার ফার্গুসন্ তখন জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট নিজ বেলুনের কল-কৌশল বর্ণনা করিতে করিতে কহিলেন—

"আপন ইচ্ছামত যে বেলুনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, তা' আমি বিশ্বাস করি না।" *

"বেলুন ত অনেকাংশে জাহাজেরই মত। জাহাজ ত যেদিকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে—জলে তিল মাত্রও বাধা হয় না।"

"মাপ করবেন কাপ্তান—ওইটা ভুল। জল এক জিনিষ, বাতাস আর এক জিনিষ। এ দু'য়ের ধর্ম্ম কি এক? বাতাস জলের চেয়ে সহস্রগুণ লঘু। জলের মধ্যে জাহাজখানার খুব বেশী হলেও ধরুন অর্দ্ধেকটা ডুবে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ বেলুনটাই বাতাসের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আছে। বেলুনের উপরে নিম্নে দক্ষিণে বামে চারিদিকেই বায়ুস্তর। বাতাস যেন

---

* যখন এই গ্রন্থ রচিত হয় তখন এরোপ্লেনের জন্ম হয় নাই।

দশ হাতে বেলুনকে আলিঙ্গন করে' ধরে' রেখেছে। বেলুন তাই এক হাতও নড়তে পারে না। জলের স্রোত একদিকে চলে—বাতাস চলে নানাদিকে। ভূপৃষ্ঠেই পর্ব্বত গহ্বর প্রান্তর কন্দর-নির্ম্মুক্ত মরুভূমি বা নিবিড় বনশ্রেণীর অবস্থান। বাতাসের স্রোত তাই শত স্থানে শত বাধা পেয়ে নানাদিকে ফিরে ঘুরে নানা পথে চলে। অন্তরীক্ষে এ সব উৎপাত নাই। অনন্ত উদার নীলাকাশ বাধাবন্ধহীন। তাই যতই উপরে যাওয়া যায় বায়ুপ্রবাহেও ততই একটা সমতা লক্ষিত হয়। উপরের বায়ুস্রোত কদাচিৎ দিক পরিবর্ত্তন করে। আকাশপথে কোন্ স্থানে বাতাসের গতি কিরূপ সেটা ঠিক করতে পারলেই আর চিন্তা নাই—বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে আবশ্যক সেই স্তরে বেলুনকে ছেড়ে দিলেই হ'লো।"

জাহাজের অধ্যক্ষ কহিলেন, "বাতাসের কোন্ বিশেষ স্তরটী আপনার চাই, সেটা খুঁজতে হ'লে আপনাকে ত অনেকবার উঠা-নামা করতে হ'বে। আর যতবার নামবেন ততবারই খানিকটা করে' গ্যাস ছেড়ে দিতে হ'বে। আবার উপরে উঠতে হ'লে ভার ফেলে দিয়ে বেলুনকে হালকা করে' নিতে হ'বে!"

"এইবার আপনি আসল কথাটা ধরেছেন। বেলুনকে চালানো শক্ত নয়—কিন্তু গ্যাস রক্ষা করাই শক্ত।"

"আজ পর্য্যন্তও এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।"

"হয়েছে বৈ কি!"

"হয়েছে? কে করেছে?"

"আমি করেছি।"

অধ্যক্ষ সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনি করেছেন ?"

"যদি না করতে পারতেম, তা' হ'লে বেলুনে চড়ে' আফ্রিকা অতিক্রম করতে সাহসী হতেম না।"

"ইংলণ্ডে ত আপনি এ কথা প্রকাশ করেন নাই।"

"না, তা করি নাই বটে। দশ জনে এ কথাটা নিয়ে—প্রচণ্ড উত্তাপ স্বষ্টি করার সাধারণ কৌশল মাত্র।"

"এ পর্য্যন্ত বুঝলেম, তারপর ?"

"বেলুনের নীচের মুখ এমন করে' বন্ধ করে' দিয়েছি যে, বেলুনের মধ্যে এক বিন্দুও বাতাস যেতে পারবে না। বেলুনের মধ্যে দু'টো নল বসানো আছে। একটা নলের মুখ বেলুন-গর্ভের হাইড্রোজেনের উপরাংশের মধ্যে থাকবে, আর একটা নলের নিম্নাংশে। বেলুন যতই কেন না নড়ুক, গাটাপার্চ্চা দিয়ে যোড়া থাক্‌বে ব'লে কিছুতেই নলে আঘাত লাগবে না। এই দু'টো নল বরাবর বেলুন থেকে নেমে এসে বাহিরে একটা গোলাকার বাক্সর উপরকার ঢাকনার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এটা হ'লো গ্যাসের উত্তাপ দিবার যন্ত্র। সেই গোল বাক্সটা বেশ শক্ত করে' দোলনার সঙ্গে বাঁধা থাক্‌বে।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না—গ্যাসে তাপ দিতে হ'বে কেমন করে' ?"

"বেলুনের উপরাংশ থেকে যে নল নেমে আসবে সেটা এই গোলাকার বাক্সের মধ্যে কুণ্ডলাকারে ঘুরতে ঘুরতে বাক্সের

তলদেশে এসে উপস্থিত হ'বে। শেষে প্লাটিনাম ধাতুর আবরণের ভিতর দিয়া বাহিরে আসবে। এই নলের মধ্যে যে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকবে, তা'তে উত্তাপ দিলেই, গ্যাস লঘু হয়ে' উপরে উঠবে। গ্যাসের ধর্ম্ম এই যে, উত্তাপ দিলেই, গ্যাস লঘু হয় এবং বিস্তার লাভ করে। নলের মধ্যের গ্যাস লঘু হওয়া মাত্রই বেলুনের উপর দিকে উঠে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেলুনের অপেক্ষাও শীতল, কাজেই ভারি, গ্যাস নিচে নেমে আসবে। মুখের কাছে এলেই তাপ লেগে উপরে উঠে যাবে। অমনি আবার শীতল গ্যাস নেমে আসবে।"

"তারপর—তারপর ? এখন দেখছি এটা কত সহজ !"

"গ্যাসের ধর্ম্ম হচ্ছে এই যে, এক ডিগ্রী উত্তাপ পেলে $\frac{১}{৪৮০}$ গুণ বিস্তার লাভ করে। যদি আমি ১৮ ডিগ্রী তাপ দি, তা' হ'লে বেলুনের গ্যাস $\frac{১৮}{৪৮০}$ গুণ বিস্তার লাভ করবে অর্থাৎ ১৬৭৪ ঘন ফিট বাড়বে। কাজেই বেলুনও ফুলে উঠে ততটা বাতাসের স্থান জুড়ে' বসবে—সুতরাং উপরে উঠবে।"

"আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ—আপনি বুদ্ধিবলে একটা আলোচনা করে—"

"সেটা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি অতি গোপনে এ সব পরীক্ষা করে' দেখেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আমি কৃতকার্য্য হ'তে পারবো।"

শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উৎসুক হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—

"অনেকদিন পর্য্যন্তই লোকে চেষ্টা করছে যে, কি করলে গ্যাস নষ্ট না করে' ভার ফেলে না দিয়ে বেলুনকে ইচ্ছামত নামাতে কি তুলতে পারা যায়।"

"এর আগেও তবে এ চেষ্টা হয়েছে ?"

"হাঁ হয়েছে বৈ কি! একজন ফরাসী এবং একজন বেলজিয়মবাসী চেষ্টা করে' বিফল-মনোরথ হয়েছিলেন। আমি তাঁদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছি। ভারের ব্যবহার আমি অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি। সামান্য কিছু থাকবে বটে, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক না হ'লে ফেলতে হ'বে না।"

"এ বড় বিস্ময়কর আবিষ্কার।"

"এতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ নাই। বেলুনে যে গ্যাস থাকবে, যদি আমি ইচ্ছামত সেই গ্যাসকে সঙ্কুচিত কি বিস্তৃত করতে পারি তা' হ'লেই হ'বে। গ্যাস যখন সঙ্কুচিত হ'বে, বেলুন তখন ভারি হয়ে উঠবে আর অমনি নামবে। আবার বিস্তৃত হ'লেই বেলুন উপরে উঠে যাবে।"

"তাই ত—এর মধ্যে কঠিন ত কিছু দেখছি না। আচ্ছা, কি করে' করবেন ?"

"আপনারা বোধ হয় দেখেছেন যে, আমার সঙ্গে পাঁচটা লোহার বাক্স আছে। তার একটাতে থাকবে জল। জলের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে দিলেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন (অম্লজান ও যবক্ষারযান) গ্যাস প্রস্তুত হবে। যাতে সমানে সমানে গ্যাস হয় সে জন্য জলের সঙ্গে খানিকটা সল্‌ফিউরিক য়্যাসিড মিশিয়ে দিব।"

"তার পর ?"

"প্রথম বাক্সে গ্যাস প্রস্তুত হ'বে আর নল দিয়ে ছু'টো স্বতন্ত্র বাক্সে জমা হ'বে। এই তিনটা বাক্সের উপর আর একটা বাক্স থাকবে, সেখানে গ্যাস ছু'টো ভিন্ন ভিন্ন নলের মুখে ফেলিয়ে দিয়ে মিশিয়ে নেবো।"

"এটা আর কিছুই নয় অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।"

"এতে যোগ্যতার কিছুই নাই। শীতের দিনে ইংলণ্ডের কক্ষগুলি যে উপায়ে গরম করা হয়, আমি সেই উপায় অবলম্বন করেছি মাত্র। মনে করুন আমি যদি বেলুনের গ্যাসে ১৮০ ডিগ্রী উত্তাপ দিতে পারি, তা' হ'লে গ্যাসের বিস্তার হ'বে $\frac{১৮০}{৪৮০}$ গুণ, সুতরাং সেই অতি বিস্তৃত গ্যাস বেলুনকে ফুলিয়ে তুলে' ১৬৭৪০ ঘন ফুট বাতাসের স্থান অধিকার করবে। তার ফলে এই হ'বে যে, বেলুন থেকে ২০ মণ ভার ফেলে দিলে বেলুন যত দ্রুত উপরে উঠতো, তত দ্রুত উঠবে। আমার বেলুনে যে পরিমাণ গ্যাস ধরে, আমি তার অর্দ্ধেক সঙ্গে নিয়ে যাব। কাজেই বেলুন উপরে উঠতে পারবে না, শুধু বাতাসের মধ্যে ভেসে থাকবে। আমি যতই উত্তাপ দিব গ্যাসও ততই বিস্তৃত হ'বে, বেলুনও ততই উপরে উঠবে। আবার যখনই নামতে ইচ্ছা হ'বে, তাপ কমিয়ে দিলেই গ্যাস শীতল হ'য়ে কুঞ্চিত হ'য়ে যাবে, বেলুনও নেমে পড়বে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাত্রা

রেজলিউট জাহাজ জান্‌জিবারের বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করিল। হস্তিদন্ত, গোয়ানো, গাম্‌ প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্য জান্‌জিবার প্রাচ্য ভূখণ্ডে পরিচিত। আফ্রিকার আন্তর্জ্জাতিক সমরে যে সকল লোক বন্দীকৃত হয়, তাহারা জান্‌জিবারের বিপণিতে কৃতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে।

জান্‌জিবারের ইংরাজ কন্‌সাল সসম্ভ্রমে বেলুনযাত্রীদিগকে স্বগৃহে অতিথি হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদিগের জিনিষপত্র ধীরে ধীরে নামানো হইতে লাগিল। এদিকে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া গেল যে, একজন খ্রীষ্টান আসিয়া শূন্যে উড়িতে চাহিতেছে। শুনিবামাত্র দ্বীপবাসিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল এই নবাগত খ্রীষ্টান নিশ্চয়ই চন্দ্র এবং সূর্য্য দেবতার অকল্যাণ করিবার জন্যই আকাশ-ভ্রমণে যাইতেছে। তাহাদিগের অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগিল, কারণ সূর্য্য এবং চন্দ্রই তাহাদিগের উপাস্য দেবতা। কাফ্রিরা স্থির করিল যেরূপেই হউক বাধা দিবে এবং বলপ্রয়োগে এই অভিযান বন্ধ করিবে। ইংরাজ কন্‌সাল চিন্তিত হইলেন।

জাহাজের অধ্যক্ষ কহিলেন "কিছুতেই আমরা স্থান ত্যাগ করবো না, কাফ্রির এতদূর ধৃষ্টতা! দেখা যা'ক:কি হয়। আবশ্যক হ'লে আমরা লড়াই করবো।"

ডাক্তার বলিলেন, "যুদ্ধ করলে যে আমাদেরই জয় হ'বে তা'তে আর সন্দেহ কি? কিন্তু হঠাৎ যদি বেলুনটা আক্রান্ত হয় তা' হ'লেই ত সর্ব্বনাশ ঘটবে। এতদূর এসেও আফ্রিকা-দর্শন ঘটবে না!"

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, পূরোবর্ত্তী দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে কোন একটাতে বেলুন নামাইয়া পাহারা দিতে হইবে। জাহাজের অধ্যক্ষ নোঙ্গর তুলিয়া যে দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন তাহার নাম কুম্বেনী। ফার্গুসন্ অতি সতর্কতার সহিত বেলুনটি নামাইয়া উহাতে গ্যাস পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

কাফ্রিগণ দূর হইতে চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ বা অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে লাগিল। কেহ কেহ মন্ত্র পাঠ করিয়া বজ্রকে আহ্বান করিল। কাফ্রি যাদুকরগণ কত রকম কলকৌশল যে অবলম্বন করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তাহাতেও যখন বেলুনের কোনো অনিষ্ট ঘটিল না, বরং উহা গ্যাসে পূর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল, তখন তাহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বিদায়ের সময় ক্রমেই নিকট হইতেছিল। সকলেই হৃদয় মধ্যে বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিলেন অসভ্য

বর্ব্বর জাতিতে পরিপূর্ণ অজ্ঞাত দেশে এই দুঃসাহসিক পর্য্যটকদিগের অদৃষ্টে না জানি কত বিপদ্‌ই লিখিত রহিয়াছে। যদি বেলুন না চলে, তাহাদের হস্তে নিপতিত হইলে না জানি কি দুর্দ্দশাই ঘটিবে। ডাক্তার ফার্গুসনের ললাটে চিন্তার রেখা পর্য্যন্ত ছিল না তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে নানা বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করিয়া বন্ধুদিগকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সবই বৃথা হইল—সান্ধ্য বিদায়ভোজের আনন্দ কেহই অনুভব করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে যখন তাঁহারা জাহাজ হইতে কুম্বেনী দ্বীপে অবতরণ করিলেন, তখন মন্দপবনে দুলিয়া দুলিয়া বেলুন বায়ুমধ্যে ভাসিতেছিল। নাবিকগণ বেলুনের বন্ধন-রজ্জু ধরিয়া টানিয়া রাখিয়াছিল। যাত্রার কাল আগত হইল। কেনেডি তখন অগ্রসর হইয়া বন্ধু ফার্গুসনের করমর্দ্দন পূর্ব্বক কহিলেন—

"ভাই তবে তুমি নিশ্চয়ই যাবে।"

"এখনো কি সন্দেহ আছে ডিক্? আমি নিশ্চয়ই যাব।"

"তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে আমার যতদূর সাধ্য তা' করেছি।"

"করেছ বৈ কি।"

"তবে আর আমার দোষ নাই। আমার মন এখন স্থির হয়েছে। চল আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।"

ফার্গুসনের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "আমি আগেই জানতেম যে তুমি যাবে।"

বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজের অধ্যক্ষ এবং নাবিকগণ সস্নেহে কর মর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন। যাত্রিগণ বেলুনে আরোহণ করিলেন। ফার্গুসন্ অবিলম্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া গ্যাসে উত্তাপ দিতে লাগিলেন। বেলুন ক্রমেই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—ক্রমেই দুলিতে লাগিল—শেষে ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ফার্গুসন্ তখন সহযাত্রীদিগের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া টুপী খুলিয়া কহিলেন—

"বন্ধুগণ, আমাদের এই ব্যোমযানকে একটী মাঙ্গলিক আখ্যায় অভিহিত করা যাক। আসুন আমরা এর নামকরণ করি। আজ থেকে এই বেলুনের নাম ভিক্টোরিয়া।"

সমেবত জনমণ্ডলী উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। নাবিকগণ তখনো রজ্জু ধরিয়া বেলুনকে টানিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর পারিতেছিল না। ফার্গুসন্, কেনেডি এবং জো শূন্য হইতেই পুনরায় সকলের নিকট বিদায় লইলেন। গ্যাস ক্রমেই বেলুন মধ্যে বিস্তার করিতেছিল। ফার্গুসন চীৎকার করিয়া কহিলেন—

"ছাড়ুন—ছাড়ুন—দড়ি ছাড়ুন—হুসিয়ার।"

নাবিকগণ বন্ধনরজ্জু ছাড়িয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ভিক্টোরিয়া শূন্যপথে যাত্রা করিল। রেজলিউট জাহাজ হইতে তৎক্ষণাৎ চারিবার কামান নিনাদিত হইয়া যাত্রীদিগকে শেষবার অভিনন্দিত করিল।

বেলুন ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিল। উপরের বাতাস শীতল ও আকাশ পরিচ্ছন্ন ছিল। বেলুন ১৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল। তখন পদনিম্নে জান্‌জিবার দ্বীপ একটী মসিবর্ণ বিপুল প্রান্তরের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। কর্ষিত শস্যহীন ও কোন স্থানে শস্যসমাচ্ছন্ন বিস্তৃত ভূমি সেই মসিবর্ণ প্রান্তর মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্য ঘটাইতেছিল। জান্‌জিবারের অধিবাসিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল। নাবিকদিগের জয়োল্লাসধ্বনি ক্রমেই অনন্তশূন্যে মিলাইতে লাগিল। কেবল রেজলিউট জাহাজের কামান-গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি তখনো অস্পষ্টভাবে কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। জো পুলকিত হইয়া কহিল—

"আহা, কি সুন্দর!"

ভিক্টোরিয়া ২৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিল। রেজলিউট অর্ণবপোত তখন একখানি ক্ষুদ্র ধীবরতরণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সাগর-বিধৌত আফ্রিকার পশ্চিম তীর শুধু ফেনপুঞ্জ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভিক্টোরিয়া তখন ঘণ্টায় ৮ মাইল বেগে সমুদ্র অতিক্রম করিতেছিল। উহা দুই ঘণ্টার মধ্যে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী হইল। ফার্গুসন্ গ্যাসের উত্তাপ হ্রাস করিলেন। দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়া অনেক নিম্নে নামিয়া পড়িল। অদূরে ঘনসন্নিবিষ্ট বনশ্রেণী তখন বেশ সুস্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইতেছিল। তাঁহারা ফাগুলি গ্রামের উপর আসিলেন। গ্রামবাসীরা দেখিল কি যেন একটা অদ্ভুত পদার্থ রাক্ষসের মত আকাশপথে

বিচরণ করিতেছে। তাহারা প্রথমে ভয়ে এবং শেষে ক্রোধে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদিগের সুদৃঢ় কার্ম্মুক হইতে মুহুর্মুহুঃ বিষবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়া অনেক উপর দিয়া যাইতেছিল বলিয়া কাফ্রির শর বৃথা গেল। ডাক্তার ইহাদিগের জন্য তিলমাত্র চিন্তিত হইলেন না। পর্য্যটক বার্টন্ এবং স্পিকের যাত্রাপথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন বলিয়া তিনি প্রফুল্ল হইলেন।

কেনেডি পুলকিত হইয়া কহিলেন, "কি সুন্দর যান! এর কাছে ঘোড়ার গাড়ী!"

জো কহিল, "ঘোড়ার গাড়ী ত দূরের কথা—ষ্টীমারেও কি কখনো এত আনন্দ হয়?"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি ত রেল অপেক্ষা বেলুনে যেতেই বেশী পছন্দ করি। রেল হু হু করে' চলে' যায়—যে দেশের ভিতর দিয়ে যায় তা'র কিছুই দেখা ঘটে না।"

জো অল্পকাল মধ্যেই কিছু আহার্য্য প্রস্তুত করিল। তিনজনে সেই মহাশূন্যে আনন্দে আহার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমেই তাঁহারা উর্ব্বর ভূমির উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিলেন নিম্নে শীর্ণকায় দীর্ঘ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। অদূরে তামাক, ভূট্টা, ছোলা প্রভৃতির ক্ষেত্র ফলে পত্রে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। ধান্যক্ষেত্র সমুদ্রের ন্যায়

বিস্তৃত—পবন-স্পর্শে ধান্যশীর্ষ দুলিতেছে—ধান্যক্ষেত্র তরঙ্গায়িত হইতেছে। তাঁহারা যখনই কোন গ্রামের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন, তখনই গ্রামবাসীরা দৈত্য মনে করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের বিকট চীৎকারে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ বেলুনটীকে অপেক্ষাকৃত উচ্চে রক্ষা করিলেন। শত্রুর গুণমুক্ত তীর বেলুন স্পর্শ করিতে পারিল না।

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। সূর্য্যকিরণ প্রখর বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশতলে ভিক্টোরিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা আউজ্রামো প্রদেশ অতিক্রম করিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, "দেখ দেশের মূর্ত্তি কেমন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। এখন আর অত ঘন ঘন গ্রাম দেখা যাচ্ছে না, আম্রবণও আর চোখে পড়ছে না। এই খানেই বোধ হয় আফ্রিকার অরণ্যের শেষ। ভূপৃষ্ঠ ক্রমেই কঙ্করময় প্রস্তরবহুল বলে' বোধ হচ্ছে। বোধ হয় নিকটেই কোথাও শৈলমালা আছে।"

চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া কেনেডি কহিলেন "আমার বোধ হচ্ছে পশ্চিম দিকের ওই মেঘমালা আর কিছুই নয়, উন্নত শৈলশ্রেণী।"

ফার্গুসন্ দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিলেন। দেখিয়া কহিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ ডিক। ওগুলি আউরিজারা শৈলমালা।

সম্মুখে যে পর্ব্বত দেখছো ওর নাম ডুখুমি। আজ রাত্রে আমরা ডুথুমির পর পারে যেয়ে বিশ্রাম করবো। ৫০০।৬০০ ফিট উপরে না উঠিলে পর্ব্বত শিখর পার হওয়া যাবে না।"

বেলুন অগ্রসর হইতে লাগিল। জো চীৎকার করিয়া কহিল "ওই দেখুন একটা কি বিরাট বৃক্ষ। এমন বারটা গাছ এক যায়গায় থাকলেই মস্ত একটা বন হ'তে পারে।" ফার্গুসন্ বলিলেন, "ও গাছের নাম বাওবাব্—ওই দেখ, গাছের একটা কাণ্ড দেখ। কি বিশাল! প্রায় ১০০ ফিট ব্যাস হ'বে—কেমন না? কে বলতে পারে যে, এই বৃক্ষতলেই ফরাসী পর্য্যটক মেইজান ১৮৪৫ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হননি। ওই যে দূরে একখানা গ্রাম দেখা যাচ্ছে ওর নাম জিলামোরা। মেইজান একাকী ওখানে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্রামের সর্দ্দার তাঁকে বন্দী করে' একটা বাওবাব্ গাছের শিকড়ের সঙ্গে বেঁধে ধীরে ধীরে টুকরা টুকরা করে' কেটেছিল! কণ্ঠার্দ্ধ কেটে স্কন্ধ থেকে মস্তক টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল। উঃ কি নৃশংস নরহত্যা! হতভাগ্য পর্য্যটক ২৬ বৎসর বয়সে এমনি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছিলেন।"

ফার্গুসন্ গ্যাসের উত্তাপ বৃদ্ধি করিলেন। বেলুন প্রায় ৮ সহস্র ফিট উপরে উঠিল। তাঁহারা অবলালাক্রমে ডুথুমি শৈল অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের অপর পারে নামিলেন। বেলুন হইতে একটা নোঙ্গর নিক্ষিপ্ত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই উহা একটী বৃহদাকার বৃক্ষের শাখার সহিত আবদ্ধ হইয়া গেল।

জো রজ্জু-মই বাহিয়া বৃক্ষোপরি অবতরণ করিল এবং বৃক্ষশাখার সহিত নোঙ্গরটী দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। রাত্রে নিয়মিতরূপে বেলুন পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া তিন জনে আহারে বসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কাফ্রির আক্রমণ

রজনী নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। কিন্তু প্রভাতে কেনেডি অত্যন্ত অসুস্থ হইলেন। তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল। মনে হইতে লাগিল যেন প্রলয়ের বারি বর্ষিত হইবে। ভিক্টোরিয়া তখন জাঙ্গেমেরো জনপদের উপর উড়িতেছিল। জানুয়ারি মাসের এক পক্ষ ভিন্ন সে দেশে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইয়া থাকে। সকলেই গন্ধকের গ্যাসের ন্যায় এক প্রকার গ্যাসের গন্ধ পাইতে লাগিলেন। ফার্গুসন্ কহিলেন—

“বার্টন্ ঠিকই বলেছেন, এ প্রদেশে প্রত্যেক ঝোপের আড়ালেই যেন মানুষ মরে’ আছে বলে’ বোধ হয়। এখানকার বাতাস এমনি বিষাক্ত। তোমার ভয় নাই ডিক। আমি

এখনই উপরে উঠে যাচ্ছি। বিষাক্ত হাওয়া থেকে উপরে গেলেই তোমার অসুখ সারবে।”

ভিক্টোরিয়া ক্রমেই উচ্চে উঠিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘলোকের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। দূরে রুবেহো পর্ব্বতের সমুজ্জ্বল উচ্চ শিখরাবলী তখন তপন-কিরণে ঝলসিতেছিল। এইরূপে তিন ঘণ্টা কাল গমন করিবার পর কেনেডি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “ফার্গুসন্ তোমার এ ঔষধ দেখছি কুইনাইনের চেয়ে ঢের ভাল।”

বেলা দশটার সময় মেঘ অল্পে অল্পে কাটিতে লাগিল। একস্থান হইতে সম্পূর্ণই সরিয়া গেল। পর্য্যটকগণ দেখিলেন পৃথ্বিতল দেখা যাইতেছে। পদনিম্নে শত শত পর্ব্বতচূড়া রৌদ্রে জ্বলিতেছে। ফার্গুসন্ বিশেষ সতর্কতার সহিত ভিক্টোরিয়াকে পরিচালিত করিতে করিতে বলিলেন—

“যদি জঙ্গেমেরোর কর্দ্দমাক্ত সিক্ত ভূমি পদব্রজে অতিক্রম করে’ আসতে হতো, তা’ হ’লে এতক্ষণ কষ্টের অবধি থাকতো না। আমাদের ভারবাহী পশুগুলির অর্দ্ধেক হয় ত এতক্ষণ মরে’ যেত। আমরাও জীবন্মৃত হ’য়ে পড়তেম। নিরাশা, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, জ্বর এতক্ষণ আমাদের বুক ভেঙ্গে দিত। পথ-প্রদর্শকেরা সুযোগ পেয়ে লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করতো। তাদের সে নিষ্ঠুরতা অবর্ণনীয়। দিবসে সূর্য্যকিরণ অসহ্য জ্বালাময়—রাত্রে নিদারুণ শীত। সে শীতে যেন অস্থি পর্য্যন্ত

চূর্ণ হ'য়ে যায়। এ দেশে এমন কতকগুলি পোকা মাকড় আছে যে, যতই কেন মোটা কাপড় পর না, সে সব ভেদ করে' তারা তোমাকে কামড়াবেই কামড়াবে। উঃ সে দংশনের কি দুঃসহ জ্বালা! মানুষ যেন পাগল হয়। তা' ছাড়া হিংস্র পশু, আরণ্য মনুষ্য—এ সব ত আছেই! এ অঞ্চলে যাঁরা ভ্রমণ করে' গেছেন তাঁদের কাহিনী যদি পড়, তা' হ'লে চোখের জল রাখতে পারবে না!"

তখন অদূরে বহু উচ্চে রুবেহো শৈলমালা দেখা যাইতেছিল। আফ্রিকার ভাষায় রুবেহো অর্থে বাতাসের গতি বুঝায়। এই পর্ব্বতমালা এত উচ্চ যে, বায়ুপ্রবাহ এখানে প্রতিবাহিত হ'য়ে অন্য দিকে ধাবিত হয়। ফার্গুসন্ কহিলেন, "হুসিয়ার, আমরা রুবেহো পর্ব্বতের অতি নিকটে এসেছি। পর্ব্বতশিখর ছেড়ে অনেকটা উঁচু দিয়ে যেতে হ'বে।" বেলুনের গ্যাস উত্তপ্ত হইয়া ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, বেলুন ক্রমেই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। কেনেডি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এত উপরে কি বেশীক্ষণ থাকা চলে?"

"বেলুন বড় হ'লে খুব উপরেও যাওয়া যেতে পারে। পর্য্যটক ব্রিয়োস এবং গেফুসাকের নাম কি শোন নি? তারা এত উপরে উঠেছিলেন যে, কান দিয়ে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। আমরা এখন প্রায় ছ'হাজার ফিট উঠেছি। দেখছ না কোন জিনিষ আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।"

বাতাস প্রবল বেগে বহিতেছিল। ভিক্টোরিয়া অল্পকাল

মধ্যেই তুষার-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ অতিক্রম করিল। ফার্গুসন্ পর্ব্বতের চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইলেন। রুবেহো পর্ব্বতের পর পারে পৃথিবীতল কানন-সমাচ্ছন্ন—পত্রবহুল বৃক্ষলতায় সুশোভিত। তাহার পরই একটি মরুভূমি। দূরবিস্তৃত তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে স্থানে স্থানে নৃত্যশীলা পার্ব্বত্যতরঙ্গিণী প্রবাহিতা। আরও দূরে ঘন কণ্টক বন ও লবণাক্ত বৃক্ষলতা। কেনেডি ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখার সহিত বেলুনের নোঙ্গর আবদ্ধ হইল। জো অবিলম্বে রজ্জু-মই বাহিয়া বৃক্ষোপরি অবতরণ করিল এবং শাখার সহিত নোঙ্গর দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিল।

ফার্গুসন্ কহিলেন, "তোমরা দুইজনে বন্দুক নিয়ে নাম। দেখ যদি কিছু পাও।"

মৃগয়ালোলুপ কেনেডি বিপুল আনন্দে অবতরণ করিলেন। জো সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ফার্গুসন্ বন্ধুকে সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন; "বেশী বিলম্ব করো না। আমি উপর থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। যদি কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখি, বন্দুক আওয়াজ করবো।"

সানুচর কেনেডি শিকারের সন্ধানে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেই পথে বহুদিন পূর্ব্বে কোনো যাত্রীর দল গিয়াছে। কোথাও মৃত মনুষ্যের কঙ্কাল, কোথাও পশুর কঙ্কাল তাহার চিহ্নস্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা একটী অপেক্ষাকৃত নিবিড়

বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই অব্যর্থ-সন্ধান কেনেডির গুলি একটী মৃগের বক্ষ ভেদ করিয়া দিল। তখন জো মৃগমাংস দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন—

"আমার মনটা বড় অস্থির হয়েছে।"

"কেন ?"

"ভয় হচ্ছে, আমরা ফিরে যেয়ে যদি বেলুন্ দেখতে না পাই।"

"পাগল আর কি! তুমি কি মনে কর ফার্গুসন্ আমাদের এখানে ফেলেই চলে' যাবে ?"

"না তা' নয়। মনে করুন যদি কোন কারণে নোঙ্গরটা খুলে যায়।"

"সেটা সম্ভব নয়—অমন শক্ত করে বাঁধা আছে। আর ধরই না যদি খুলে যায়, ফার্গুসন্ ইচ্ছা করলেই নামতে পারবে।"

"নামতে পারবেন—তা' ঠিক। কিন্তু যদি প্রবল বাতাসে বেলুনটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তা' হ'লে ত আর তিনি এদিকে ফিরতে পারবেন না।"

"ও সব অশুভ কথায় কাজ নাই—"

বাধা দিয়া জো কহিল, "সকল বিপদের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয়।"

কেনেডি চমকিয়া কহিলেন, "ওই না ফার্গুসনের বন্দুকের শব্দ ?"

"হাঁ তাই ত! বুঝি কোন বিপদ্ ঘটেছে!"

জো আর কাল বিলম্ব করিল না। দগ্ধ মাংসখণ্ডগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সংগ্রহ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ভিক্টোরিয়ার দিকে ছুটিল। কেনেডিও দৌড়াইলেন। ঘন বন—তাঁহারা বেলুন দেখিতে পাইতেছিলেন না। আবার বন্দুকের শব্দ হইল। তাঁহারা আরও দ্রুত দৌড়াইলেন। কাননপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বেলুন স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। কেনেডি তখন বিস্মিত হইয়া কহিলেন,

"ব্যাপার কি! বেলুন ত ঠিকই আছে।"

ইতস্ততঃ চাহিয়া জো বলিয়া উঠিল "সর্ব্বনাশ!"

"কি! কি! কি হয়েছে?"

"ওই দেখুন কাফ্রিরা এসে বেলুন আক্রমণ করেছে।"

ভিক্টোরিয়া তখনো অনেক দূর ছিল। তাঁহারা দেখিলেন প্রায় ৩০টী প্রাণী উহার তলদেশে নৃত্য করিতেছে—চীৎকার করিতেছে—অঙ্গভঙ্গী করিতেছে। কেহ বা বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিয়াছে। এমন সময় আবার বন্দুকের শব্দ হইল। তাঁহারা দেখিলেন আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে যে বেলুনের বন্ধনরজ্জু বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল, সে আহত হইয়া পড়িতে পড়িতে ভূমি হইতে প্রায় ১০।১২ হস্ত উপরে বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়া রহিল।

জো কহিল, "কি আশ্চর্য্য, কাফ্রিটা পড়ছে না কেন—গুলি বুঝি লাগে নাই।"

পরক্ষণেই সে উচ্চহাস্য কারয়া কহিল "দেখেছেন ওটা

কেমন করে’ লেজ দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে ধরেছে। আমরা ভেবেছিলাম কাফ্রি—কিন্তু এখন দেখছি তা নয়! সবগুলোই হনুমান!”

আশ্বস্ত হইয়া কেনেডি কহিলেন, “যাক, বাঁচা গেল! কাফ্রি না হ’লেই ভাল।”

গোটাকতক পিস্তলের আওয়াজেই শাখামৃগের দল পলায়ন করিল। জো এবং কেনেডি বেলুনে উঠিলেন। জো কহিল, “কি ভয়ানক আক্রমণ!”

“ফার্গুসন্, আমরা মনে করেছিলাম তোমাকে বুঝি কাফ্রিরাই আক্রমণ করেছে!”

“আমাদের সৌভাগ্য যে ওগুলো সব হনুমান—কাফ্রি নয়। দেখতে বড় বেশী তফাত নাই! যদি নোঙ্গরটা হঠাৎ ছিড়ে দিত তা’ হ’লেই বিপদে পড়েছিলাম আর কি!”

জো তখন গম্ভীর ভাবে কহিল, “কেমন মিঃ কেনেডি, মাংস পোড়াতে পোড়াতে এ কথা আমি বলেছিলাম কি না।”

বেলুন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। সন্ধার পূর্ব্বে মাবুংগুরু নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জিহোলামোরা গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পারে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে মানচিত্র দেখিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—

“ডিক, কাজে নগর এখান থেকে প্রায় ১০০ মাইল হইবে। বাতাস যদি ঠিক থাকে, তা’ হ’লে আমরা আজই সেখানে যেতে পারবো।”

নবম পরিচ্ছেদ

—:o:—

কাজে

মধ্য আফ্রিকায় কাজে একটি বিখ্যাত নগর। নগর বলিলে আমরা যাহা বুঝি, কাজে সেরূপ ছিল না। ছয়টী প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে কতকগুলি কুটীর লইয়া কাজে নগর। সুবৃহৎ গৃহগুলির পার্শ্বে কৃতদাসদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও মুক্ত উদ্যান এবং উদ্যান-মধ্যে পলাণ্ডু, আলু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ক্ষেত্র কাজে নগরকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে কালে কাজেই আফ্রিকাবিহারী বণিক্‌দিগের একটী অন্যতম প্রধান মিলনকেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ হইতে কৃতদাস ও হস্তিদন্ত লইয়া বণিক্‌গণ তথায় আগমন করিত। পশ্চিমের বণিক্‌গণ তথা হইতে তুলা ও কাচনির্ম্মিত দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। তাই তখন কাজের বিপণী সর্ব্বদা কোলাহলচঞ্চল থাকিত, শিঙ্গা দামামা প্রভৃতির ধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত হইত—এখানে খচ্চর ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পণ্য বোঝাই করিয়া এক দল বণিক্ অপেক্ষা করিতেছে, সেখানে কেহ বা দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত, স্থানান্তরে কাচের বিনিময়ে হস্তিদন্ত বিক্রীত হইতেছে।

ধনাঢ্য বণিক্‌গণ পুত্র-কলত্র ও কৃতদাস লইয়া তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত। ইহারাই আফ্রিকার অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। কেহ কেহ বা পণ্যাদি লইয়া আরবে পর্য্যন্তও গমন করিত।

অকস্মাৎ সেই কোলাহলচঞ্চল বিপণী নীরব হইল। ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া কুটীর মধ্যে আশ্রয় লইল—পণ্য পৃষ্ঠে করিয়া অশ্ব গর্দ্দভ বা খচ্চর মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া রহিল। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল কি একটা বিরাট পদার্থ স্বর্গ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

ভিক্টোরিয়া ক্রমেই নিম্নে আসিল। শেষে একটী বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় নোঙ্গর আবদ্ধ করা হইল। নাগরিকগণ সশঙ্কচিত্তে একে একে, দুইয়ে দুইয়ে অদূরে সমবেত হইতে লাগিল। কেহ বা যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। কেহ বা যোদ্ধার ন্যায় দৃঢ় মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ করিল। কেহ বণিক্—পণ্যসম্ভার রক্ষায় নিযুক্ত হইল। স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ সকলেই বিস্মিত হইয়া বেলুন ও বেলুনযাত্রীদিগকে দেখিতে লাগিল। দামামাগুলি বিপুল নিনাদে বাজিয়া উঠিল। নাগরিকগণ শেষে ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া নবাগত যাত্রীদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল।

ফার্গুসন্ বলিলেন, “ওই দেখ ওরা আমাদের পূজা করছে। ওদের পূজা-পদ্ধতিই এই রকম।”

অকস্মাৎ একজন যাদুকরের নির্দ্দেশে বাদ্যধ্বনি থামিয়া

গেল। যাত্রীদিগের উদ্দেশে সে কি যেন বলিল। কেহই তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। ফার্গুসন্ তখন দুই চারিটী আরব্য শব্দ উচ্চারণ করিলেন। যাদুকরও তখন আরব্য ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিল। ফার্গুসন্ সঙ্গীদিগকে কহিলেন—

"ওরা মনে করেছে বেলুনটা চন্দ্র। আমরা তিন জন চন্দ্রের তিনটী ছেলে। ওদের দেশে সূর্য্যের পূজা হয়। চন্দ্র যে অনুগ্রহ করে' সূর্য্যের দেশে এসেছেন তা'তে ওরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে।"

নীরব থাকা উচিত নহে বিবেচনায় ফার্গুসন্ও আরব্য ভাষায় কহিলেন,—"সহস্র বৎসর পর চন্দ্র একবার করে' তাঁর রাজ্য দেখতে আসেন। তাঁকে যারা পূজা করে, তাদেরও দেখে যান। তোমাদের যদি কোন বর থাকে প্রার্থনা কর।"

যাদুকর কহিল, "আমাদের সুলতান অনেকদিন থেকে পীড়ায় শয্যাশায়ী। আপনারা তাঁকে রক্ষা করুন।"

ফার্গুসন্ কহিলেন, "তথাস্তু।"

কেনেডি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি তবে সেই সুলতানকে দেখতে যাবে?"

"হাঁ যাব। লোকগুলো ভাল বলেই বোধ হচ্ছে। কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

"কি জানি ভাই—বলা যায় কি!"

"কোন ভয় নাই ডিক্। বার্টন্ এবং স্পিক্ এখানে

এসেছিলেন। তাঁরা লিখে গেছেন যে, এরা খুব যত্ন করে অতিথি সৎকার করেছিল।”

“তুমি যেয়ে কি করবে?”

“একটু ঔষধ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।” এই বলিয়া ফার্গুসন সেই চঞ্চল জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

“সুলতানের উপর চন্দ্রের দয়া হয়েছে; চল, পথ দেখাও।”

মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে বিপুল উল্লাসের চিহ্ন দেখা গেল। চীৎকার, গীত-বাদ্য প্রভৃতি মুহূর্ত্তে সেই নীরব স্থানকে ধ্বনিত করিয়া তুলিল। নাগরিকগণ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ অগ্রসর হইল।

ফার্গুসন্ বন্ধুকে কহিলেন, “যে কোন বিপদ্ মুহূর্ত্তে আসতে পারে। চক্ষের নিমেষে যাতে আমরা যেতে পারি তা’র জন্য প্রস্তুত থাক। তুমি গ্যাস-নলে অল্পে অল্পে তাপ দাও যেন বেলুন নিমেষে বহু উচ্চে উঠতে পারে। নোঙ্গরটা শক্ত করে’ই বাঁধা আছে—গ্যাস উত্তপ্ত হ’বে বলে’ ভয় নাই। জো নীচে নেমে যাও। তুমি মইটার কাছে থাকবে।”

কেনেডি কহিলেন, “ফার্গুসন্, সেই বুড়ো কাফ্রিটাকে দেখতে তুমি তবে একাই যাবে?”

জো কাতরকণ্ঠে কহিল, “আমাকেও কি সঙ্গে নেবেন না?”

“আমি একাই যাই। আমার জন্য ভেব না। তোমরা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমার উপদেশ মত সব ঠিক রাখ।”

কাফ্রিদিগের চীৎকার ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছিল। তাহারা যেন ক্রমেই অধৈর্য্য হইতে লাগিল। ফার্গুসন

আর বিলম্ব না করিয়া ঔষধের বাক্সটী লইয়া বেলুন হইতে অবতরণ করিলেন। রাজ-কুটীর নগর হইতে একটু দূরে অবস্থিত ছিল। বেলা তখন ৩টা বাজিয়াছিল। ফার্গুসন্ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই স্থলতানের পুত্র আসিয়া তাঁহাকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। ফার্গুসন্ ললিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে ভূমিতল হইতে উঠিতে বলিলেন।

শোভাযাত্রা ছায়াচ্ছন্ন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে রাজপুরীর নিকটবর্ত্তী হইল। উহা শৈলপার্শ্বে নির্ম্মিত। গৃহপ্রাচীর রক্তাভ মৃত্তিকায় চিত্রিত সর্প ও মনুষ্যের মূর্ত্তিতে সুশোভিত। গৃহের ছাদ প্রাচীরের উপর ন্যস্ত ছিল বলিয়া গৃহমধ্যে উপর দিয়া বাতাস খেলিতেছিল। কক্ষমধ্যে বায়ু-প্রবেশের আর অন্যপথ ছিল না।

রাজরক্ষিগণ, রাজপরিষদবর্গ এবং রাজাত্মীয়গণ ও সমবেত জনমণ্ডলী ফার্গুসন্‌কে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। তিনি দেখিলেন তাহাদিগের কেশদাম বেণীর ন্যায় অংসোপরি পতিত হইয়া দুলিতেছে। গণ্ডদেশ কালো লাল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। তাহাদিগের কর্ণ অতি বৃহৎ। সেই বৃহৎ কর্ণের ছিদ্রে কাষ্ঠের চাকতি ঝুলিতেছে। উজ্জ্বলবর্ণের বসন পরিধান করিয়া কেহ বা সসম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সৈনিকগণ তীক্ষ্ণ বিষবাণ এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরবারি লইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কাহারো বক্র দীর্ঘ তরবারি এবং

সুশোভিত কুঠার তপন-কিরণে জ্বলিতেছে। ফার্গুসন্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজরমণীগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। পিত্তল-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র 'উপাতু' অমনি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে লাগিল। জয়ডঙ্কা 'কিলিন্দো'র গভীর নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল। রমণীগণ দেখিতে সুশ্রী। তাহারা দীর্ঘ নলে ধূমপান করিতে করিতে হাসিতেছিল। ছয়টী রমণী অন্যান্য রমণীদিগের নিকট হইতে একটু দূরে স্বতন্ত্রভাবে বসিয়াছিল। সুলতানের মৃত্যুর পর তাহার সহিত ইহারাও জীবন্ত সমাহিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মৃত্যুর পর পরলোকেও সুলতানের তৃপ্তির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল!

ফার্গুসন্ রোগকাতর সুলতানের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন ৪০ বর্ষ বয়স্ক একটী অতিরুগ্ন লোক কাষ্ঠনির্ম্মিত একখানি অতি সাধারণ পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছে। ফার্গুসন্ দেখিয়াই বুঝিলেন দার্ঘকালের ব্যসনে ও অপরিমিত সুরাপানে তাহার জীবনাশক্তি ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাহার সে শক্তিহীন দেহে নব বল দিতে পারে এমন সাধ্য কাহারো ছিল না। সুলতানকে যে শীঘ্রই মরিতে হইবে সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। ফার্গুসন্ তাহাকে তীব্র ঔষধ পান করাইলেন। অল্পক্ষণের জন্য তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সুলতান দুই একবার হস্তপদ সঞ্চালন করিল দেখিয়া রাজপরিবারের আনন্দের সীমা রহিল না।

ফার্গুসন্ আর অপেক্ষা না করিয়া ত্বরিতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

জো এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেলুনের রজ্জু-মইয়ের নিকট অবস্থিত থাকিয়া কৌতূহলী কাফ্রিদিগের নিকট দেবপূজা লাভ করিতেছিল। যুবতীরা তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা গান গাহিতে আরম্ভ করিল। স্বর্গের নৃত্য নরলোকে দেখাইবার মানসে জো-ও সেই তালে তালে নাচিতে লাগিল। তাহার হস্তভঙ্গী. চরণবিক্ষেপ, মুখভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালন দেখিয়া কাফ্রিগণ মনে করিল আহা! স্বর্গের নৃত্য কি সুন্দর! তাহারাও জো'র অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে ভীষণ কোলাহল শ্রুত হইল। জো দেখিল নাগরিকগণ ও যাদুকরগণ উত্তেজিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে বেলুনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ফার্গুসন্ সকলের অগ্রে অতিশয় ক্ষিপ্রচরণে আগমন করিতেছেন। জো প্রমাদ গণিল।

ফার্গুসন্ ও জো অবিলম্বে বেলুনে উঠিলেন। কুসংস্কার-সঞ্জাত ভীতি সেই উত্তেজিত নাগরিকদিগকে তখনো বেলুন হইতে দূরে রাখিয়াছিল। কেনেডি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন—

"ফার্গুসন্ ব্যাপার কি? সুলতান মরেছে না কি?"

"না মরে নাই। ডিক্, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—নোঙ্গর খোলার আর সময় নাই—বেলুন ছাড়—নোঙ্গর কেটে দাও।"

"কেন? হয়েছে কি?"

কেনেডি আপন বন্দুক তুলিয়া লইলেন।

ফার্গুসন্ কহিলেন "রাখ—রাখ—বন্দুক রাখ।" তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওই দেখ।"

"কি দেখব ?"

"আকাশে চন্দ্র দেখছ না ?"

চন্দ্রদেব তখন নির্ম্মল আকাশতল আলোকিত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছিলেন।

কাফ্রিগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আকাশে কখনো দুইটা চন্দ্র দেখা যায় না। সুতরাং তাহারা যে প্রতারিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহাদের আর বিলম্ব হইল না। পলায়মান প্রতারকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাহারা রোষদীপ্ত হইয়া উঠিল। কেহ ধনুকে শর সংযোগ করিল, কেহ বা বন্দুক উঠাইল। একজন যাদুকর ইঙ্গিতে সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া বেলুনের নোঙ্গরটি ধরিবার জন্য বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে লাগিল।

জো দড়ি কাটিবার জন্য অস্ত্র উঠাইল।

ফার্গুসন্ কহিলেন—"থাম।"

"কাফ্রিটা যে উঠছে—"

"উঠতে দাও। নোঙ্গরটা বাঁচাতে পারি কি না দেখি। কাটার ঢের সময় পাওয়া যাবে। ঠিক—হুসিয়ার! গ্যাস ঠিক আছে ?"

"আছে।"

যাদুকর নোঙ্গরের নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া কাফ্রিগণ উল্লাসে

জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সে উৎসাহিত হইয়া নোঙ্গরটি বন্ধনমুক্ত করিল। মুক্ত হইবামাত্র ভিক্টোরিয়া একবার কম্পিত হইল, তাহার পর কাফ্রিকে লইয়াই শূন্যে উঠিল। যাহারা রোষে গর্জ্জন করিতেছিল, তাহারা সঙ্গীর অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

ভিক্টোরিয়া যতই উচ্চে উঠিতে লাগিল, জো ততই আনন্দে করতালি দিতে দিতে হাসিতে লাগিল—হি হি হি।

কেনেডি কহিলেন "লোকটা ত নোঙ্গর ধরে' বেশ ঝুলে আছে দেখছি।"

জো বলিল, "আর কেন, ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক—দড়িটা কেটে দি।"

বাধা দিয়া ফার্গুসন্ বলিলেন, "না—না—কাজ নাই, আর কিছু দূর গিয়া ওকে নামিয়ে দিলেই চলবে, স্বজাতিদের মধ্যে তা' হ'লে ওর জহুরী বেড়ে যাবে।"

দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়া কাজে নগর অতিক্রম করিল। কাফ্রি তখনো নোঙ্গর ধরিয়া ঝুলিয়া ছিল। ফার্গুসন্ যখন দেখিলেন নিকটে আর গ্রাম বা মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, তখন ধীরে ধীরে উত্তাপ হ্রাস করিতে লাগিলেন। বেলুনের গ্যাস ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। বেলুন অল্পে অল্পে নামিতে আরম্ভ করিল—শেষে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৫।১৬ হস্ত মাত্র উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। কাফ্রি যাদুকর তখন নোঙ্গর ছাড়িয়া ভূতলে লম্ফ প্রদান করিল এবং ভূমিস্পর্শ করিবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

⁂

অনল-মধ্যে

আকাশ ক্রমেই মেঘাচ্ছন্ন হইতেছিল। বাতাস প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। বায়ুতাড়িত হইয়া ভিক্টোরিয়া ঘণ্টায় ৩৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতেছিল। ফার্গুসন্ কহিলেন—

"আমরা এখনো চন্দ্ররাজ্যেই আছি। এ দেশে চন্দ্র পূজিত হ'য়ে থাকেন বলে' দেশের নামও চন্দ্ররাজ্য। এমন উর্ব্বর ভূমি পৃথিবীতে বিরল।"

জো দুঃখ করিয়া কহিল, "ভগবানের কি বিচার! এমন অসভ্য দেশেও এমন স্থান থাকে!"

ফার্গুসন্ বলিলেন "কে জানে যে এই দেশ একদিন শিক্ষায় সভ্যতায় পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশের সমান হ'বে না!"

কেনেডি হাসিয়া বলিলেন "তুমি কি তাই বিশ্বাস কর?"

"করি বৈ কি! কালের স্রোত কেমন করে' বয়ে' যাচ্ছে দেখ। পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ—মানুষ কেমন করে' এক দেশ থেকে আর এক দেশে এক রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে ভ্রমণ করে' বেড়াচ্ছে। এসিয়াই কি একদিন সমগ্র মানবজাতির আবাসভূমি ছিল না? চার হাজার বৎসর ধরে'

এসিয়াই কি সমগ্র মানবজাতিকে পুত্রের মত স্নেহে লালন পালন করে নাই? এসিয়ার অরণ্য এসিয়ার উষর ক্ষেত্র কি একদিন এই মানবজাতিই উর্ব্বর করে' তোলে নি? কিন্তু এসিয়ার স্বর্ণখনি যখন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল—যখন সেখানে সোণা তুলতে পাথর উঠতে লাগল, তখন এসিয়ারই বড় আদরের সন্তান-সন্ততি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। এখন দেখ ইউরোপও দিন দিন উষর ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে—আর সেখানে আগেকার মত শস্য ফলে না। তার বৃক্ষে আর এখন আগেকার মত মধু-ফল হয় না—তার বুকে আর এখন আগেকার মত মাণিক জ্বলে না। ইউরোপের জীবনী-শক্তি ফুরিয়ে আসছে দেখে গতিশীল মানবজাতি আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকারও আবার এই দশাই ঘটবে। আর অরণ্য উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র হ'বে—তার বক্ষ চিড়ে মানুষ এখন যে ক্ষীর পান করছে, তা এক সময়ে ফুরিয়ে যাবেই যাবে। আজ তার যে ক্ষেত্রে বৎসরে দু'বার শস্য ফলে, কালে সেখানে তৃণও জন্মাবে না। তখন দেখো আফ্রিকাই মানবের আশ্রয়স্থল হ'বে। আজ আফ্রিকার জলে বিষ, স্থলে বিষাক্তবাণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—আজ তার বিপুল অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক অবাধে বিচরণ করছে, কিন্তু কালে সেই বিষ অমৃত হ'বে, অরণ্য সুসংস্কৃত নগরে পরিণত হ'বে, মরুভূমে উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র হাসবে। এখন আমরা যে জনপদের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি, কে জানে কালে সেখানে এমন মানুষ আসবে না যে, তাদের নব নব আবিষ্কারের কাছে

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিশুর খেলার মত বোধ হ'বে না ?”

উত্তেজিত কণ্ঠে জো কহিল, “হায়, সেদিন যদি দেখে যেতে পারি !”

“এখনো তার অনেক দেরি আছে জো—অনেক দেরি।” পর্য্যটকদিগের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন উজ্জ্বল তপন-কিরণে মেঘমণ্ডল স্তরে স্তরে আলোকিত হইতেছিল। মেঘরাশির প্রান্তদেশ আলোক-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইতেছিল। সুবৃহৎ বৃক্ষ, বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ লতা মসৃণ গালিচার ন্যায় সুবিস্তৃত শৈবালাচ্ছন্ন ভূমিতল সবই যেন কি এক অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূপৃষ্ঠ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুর্ভেদ্য কানন, দুরতিক্রম্য কণ্টকময় বনভূমি, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ যন্ত্রচালিত চিত্রের পর চিত্রের ন্যায় চক্ষের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল।

জগানিকা হ্রদ হইতে জন্মলাভ করিয়া যে মালাগাজারি নদী কত ক্ষেত্র ধৌত করিয়া, কত প্রান্তরের পার্শ্ব দিয়া, কত অরণ্যের চরণ চুম্বন করিয়া খরবেগে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা যেন প্রবহমান জল-প্রপাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহারই তীরে শত সহস্র স্থূলকায় গো-মেষ-মহিষাদি নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতেছিল, কখনো বা সুদীর্ঘ তৃণের মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছিল। কোথাও আবার সুগন্ধময় বৃক্ষ-লতাপরিপূর্ণ বিস্তৃত ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র

কুসুমস্তবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। তাহার মধ্যে নানাস্থানে কোথাও সিংহ, কোথাও ব্যাঘ্র, কোথাও হায়েনা প্রভৃতি অনায়াসে গমনাগমন করিতেছিল। কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি চূর্ণ করিয়া, লতাগুল্মাদি পদ-দলিত করিয়া, সুবৃহৎ বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখা-প্রশাখাগুলি অবনত করিয়া, কম্পিত করিয়া করিযূথ আহারান্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিল।

কেনেডি উল্লাসভরে কহিলেন "মৃগয়ার উপযুক্ত দেশ। এখানে শিকার করলে হয় না ফার্গুসন্?"

"না ডিক্ আজ কাজ নাই। রাত্রি হ'য়ে আসছে। মেঘের অবস্থা দেখে বোধ হচ্ছে ঝড়ও হ'বে। এদেশের ঝড় বড় ভয়ানক। এখানকার ভূমি যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের আকর। বায়ুস্তরও বৈদ্যুতিক প্রবাহে পূর্ণ হয়েছে!"

"নিচে নামলে হয় না?"

"নিচে নামলেই বিপদ্ বেশী। বরং উপরে যাওয়াই ভাল। আমার কেবলই শঙ্কা হচ্ছে, প্রবল বাতাস এলে পথ-ভ্রষ্ট হ'য়ে না যাই।"

"তবে কি করবে?"

"যদি পারি, আরো উপরে উঠব।"

প্রকৃতি ক্রমেই স্তব্ধ হইতেছিল দেখিয়া ফার্গুসন্ বুঝিলেন অবিলম্বে ঝড় হইবে। নিষ্কম্প বৃক্ষপত্র, নিশ্চল মেঘমালা, নিস্তব্ধ প্রকৃতি তাঁহাকে একান্ত শঙ্কান্বিত করিয়া তুলিল। বিমান-বিহারী পক্ষিগণ দেখিতে দেখিতে বৃক্ষকোটরে আশ্রয়

লইল। রাত্রি নয়টার সময় দেখা গেল বেলুন আর চলিতেছেই না।

উদ্বিগ্ন হইয়া ফার্গুসন্ কহিলেন, "ডিক্, ঝড় ত আসবেই, এখন কি করি ?"

জো বলিল, "এখনো মেঘ উঁচুতে আছে, আমার মনে হয় আজ রাত্রে ঝড় হ'বে না।"

"মেঘেরই চেহারা ভাল নয়। হয়ত ঘূর্ণী বাতাসও হ'তে পারে। তা' হ'লে দেখছি এই মহাশূন্যে আমাদের বন্ বন্ করে' ঘুরতে হ'বে। মেঘে বিদ্যুৎ ভরা। বেলুনে আগুনও লেগে যেতে পারে! যদি গাছের সঙ্গে নোঙ্গর বাঁধি, তা' হ'লে বাতাসের বেগে হয় ত গাছের উপরই আছাড় খেয়ে পড়বো !"

ভিক্টোরিয়া তখন মেনে হ্রদের উপর নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ মৃতবৎ সুপ্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সেই বিপুল অন্ধকার ভেদ করিয়া কদাচিৎ দুই একটা আলোকরশ্মি হ্রদের মধ্যে জলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল।

কেনেডি চিন্তিত হইয়া কহিলেন, "তবে উপায় ?"

"ভিক্টোরিয়াকে এখন মাঝামাঝি পথে রাখতে হ'বে। তোমরা ঘুমাও। আমিই জেগে আছি।"

"আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে জেগে থাকি। কি জানি হঠাৎ যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়।"

জো কহিল "এখনো তো কোনো বিপদ্ আসে নাই, আমি বেলুন পাহারা দি—আপনারা বিশ্রাম করুন।"

ফার্গুসন্ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "আমাকে পাহারা দিতেই হ'বে। তোমরা নিদ্রা যাও। আবশ্যক হ'লেই ডেকে তুলবো।"

কেনেডি এবং জো শয়ন করিলেন, ফার্গুসন্ একাকী প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পর ঊর্দ্ধে সঞ্চিত মেঘরাশি ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে লাগিল। অন্ধকার আরও গভীর হইয়া উঠিল। আঁধার—আঁধার—আঁধার! সূচীভেদ্য অন্ধকারে বিশ্ব ছাইল। ফার্গুসন্ আরো চিন্তিত হইলেন।

অকস্মাৎ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ঝলসিল। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল।

ফার্গুসন্ ডাকিলেন, "ওঠো—হুসিয়ার হও।"

কেনেডি ত্রস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমরা কি তবে বেলুন ছেড়ে নিচে নামবো?"

"না—না—তা' হ'লে বেলুন টিকবে না, ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে মেঘ নামতে না নামতে চল আমরা উপরে উঠি।"

ফার্গুসন্ অবিলম্বে গ্যাস-নলে তাপ দিতে আরম্ভ করিলেন। আবার বিদ্যুৎ খেলিল। আবার গভীর শব্দে মেঘ ডাকিল। ঐ আবার—ঐ আবার—ঐ আবার! মুহূর্ত্তে ২০।২৫ বার বিদ্যুৎ জ্বলিল—গগন বিদীর্ণ করিয়া বিপুল নিনাদে

মেঘ গর্জ্জিল! পর্য্যটকগণ প্রমাদ গণিলেন। বৃষ্টি নামিল—মুষলধারে বৃষ্টি। এক একটা ফোঁটা যেন শিলার ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া দারুণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল!

ফার্গুসন্ বলিলেন, "আমাদের অনেক আগেই উপরে যাওয়া উচিত ছিল। এখন দেখছি এই অগ্নিস্তর ভেদ করে' উঠতে হ'বে। বেলুন ত দাহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ—মুহূর্ত্তে আগুন ধরে' যেতে পারে—"

"তবে চল ফার্গুসন্, নামি।"

"তা'তে কি ভাই বজ্রাঘাতের ভয় যাবে? গাছের ডালে লেগে কেবল বেলুনটা ছিঁড়বে।"

অবিলম্বে ভীম বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি বায়ুতাড়িত হইয়া কেবল অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। বেলুন ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। কখনো ঘুরিতে আরম্ভ করিল—কখনো বা ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, বাতাস প্রবলবেগে বেলুন-গাত্রে প্রহত হইয়া ফিরিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বেলুনের সে রেশমের আবরণ এখনই ছিন্ন হইয়া যাইবে। উহা দমিতে লাগিল—কুঞ্চিত হইতে লাগিল—স্থানে স্থানে চাপিয়া বসিতে লাগিল! তখন শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ফার্গুসন্ তখনো গ্যাসে তাপ দিতেছিলেন—ভিক্টোরিয়া তখনো উপরে উঠিতেছিল। বেলুনের ঊর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে

বায়ে তখনো লকলক করিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিতেছিল। দশদিক্ কম্পিত করিয়া তখনো বজ্র ডাকিতেছিল!

ফার্গুসন্ ক্ষান্ত হইলেন না। কহিলেন, "এখন ভগবান্ ভরসা। তিনি রাখেন বাঁচিব—নহিলে আর কোনো উপায় নাই।"

ফার্গুসনের সঙ্গীদ্বয় তখন একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিল না। বেলুন ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল। সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া দারুণ শিলাবৃষ্টি কর্তৃক প্রহৃত হইয়া ভিক্টোরিয়া অগ্নি-রাজ্যের ভিতর দিয়া ক্রমেই উচ্চে—আরো উচ্চে উঠিতেছিল।

পনের মিনিটের মধ্যেই উহা ঝড়ের সীমা অতিক্রম করিল। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! মস্তকের উপর উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিল নির্ম্মল আকাশ, আর পদতলে প্রলয়ের বায়ুপ্রবাহ সহস্র মুখে অগ্নি ঢালিতে ঢালিতে দিক্ হইতে দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে! চন্দ্রের শীতল উজ্জ্বল কনক কিরণরাশি কালো মেঘের উপর পতিত হইয়া আলো করিয়া তুলিয়াছে। এ দৃশ্য মানব-নয়নের অতীত।

তাঁহারা নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নবীন বাহন

রজনী নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। প্রভাতে মেঘনির্ম্মুক্ত পরিচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্য উদিত হইল। মন্দ মন্দ পবন বহিল। ফার্গুসন্ নিম্নে অবতরণ করিয়া উত্তরমুখগামী বায়ুপ্রবাহের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কখনো উচ্চে উঠিয়া কখনো নিম্নে নামিয়া, তিনি কিছুতেই অভীপ্সিত প্রবাহের সন্ধান পাইলেন না। বাতাস তাঁহাকে পশ্চিম মুখে লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দূরে চন্দ্র-পর্ব্বতের ধূসরবর্ণ শৃঙ্গ দেখা দিল। এই পর্ব্বতমালা টাঙ্গনিকা হ্রদ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

ফার্গুসন্ কহিলেন—

"এখন আমরা আফ্রিকার যে স্থানে এসে পড়েছি কোনো দিন সেখানে কেউ আসেনি।"

ডিক্ কেনেডি বলিলেন, "আমরা কি চন্দ্র-পর্ব্বতমালা অতিক্রম করবো?"

"না—বোধ হয় দরকার হ'বে না। আমরা যাতে আবার ফিরে বিষুবরেখার দিকে যেতে পারি, তারই চেষ্টা করতে হ'বে।

যদি আবশ্যক হয়, নোঙ্গর করে' এখানেই সুবাতাসের অপেক্ষা করা যাবে।”

সত্বরেই ফার্গুসনের আশা পূর্ণ হইল। তিনি যে বায়ুপ্রবাহের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন, তাহা মিলিল। ভিক্টোরিয়া দ্রুতগতি অগ্রসর হইল। ফার্গুসন্ হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, “আমরা এখন ঠিক পথেই চলেছি। বেশ হয়েছে। এই অপরিজ্ঞাত জনপদটা দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।”

“আমরা কি দীর্ঘকাল ধরে' এমনি করে' উড়ে উড়েই যাব ?”

“ডিক্, নীল নদীর জন্মস্থান ত দেখতেই হ'বে। সেই তীর্থদর্শনের জন্যই ত আমাদের এত আয়োজন। আমার বোধ হয়, আরো ছয় শ' মাইল যেতে হ'বে।”

“তা' যাও না—ছয় শ' কেন ছ' হাজার মাইল চল না। কিন্তু ধরার ধূলায় দু'একবার কি নামবে না ? হাত পা সব আড়ষ্ট হয়ে গেল !”

ফার্গুসন্ হাসিয়া বলিলেন, “নামতে ত হ'বেই, হাওয়ায় ত পেট ভরে না—রসদ সংগ্রহ করা চাই। তোমার হাতে বন্দুক, আর কাননপথে নিঃশঙ্ক বন্যপশু। কিছু মাংসের যোগাড় হবে না ?”

“কেন হবে না ? আমি ত প্রস্তুত।”

“কিছু জলও নিতে হ'বে।”

দ্বিপ্রহর কালে বেলুন কতকগুলি গ্রাম অতিক্রম করিয়া

চলিয়া গেল। এ স্থানের কাফ্রিরা কতকাংশে সভ্য। তাহাদের মধ্যে রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রচলিত। রাজার ক্ষমতা অসীম। ফার্গু সন্ ধীরে ধীরে বেলুনের উত্তাপ কমাইলেন এবং নোঙ্গর নিক্ষেপ করিলেন। ভাবিলেন কোনো অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অথবা বৃক্ষশাখায় নোঙ্গর অবশ্যই আবদ্ধ হইবে। উহা সুদীর্ঘ তৃণের ভিতর লুক্কায়িত হইল। তৃণের শির স্পর্শ করিয়া বেলুন দুলিয়া ভাসিয়া চলিল।

কেনেডি ক্রমেই অধীর হইতে লাগিলেন। শেষে হতাশভাবে বলিলেন, "নোঙ্গর ত ধরে না দেখছি, শিকার করা আর হ'লো না।"

যোজনের পর যোজনবিস্তৃত সুদীর্ঘ শ্যামতৃণাকীর্ণ ভূমি যেন বাতান্দোলিত শ্যামসাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কোথাও বা নানা বর্ণের বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া উড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কোথাও গুচ্ছ গুচ্ছ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি ছিন্ন করিয়া বেলুনের সঙ্গে সঙ্গে নোঙ্গর চলিতেছিল, অকস্মাৎ একটী ধাক্কা লাগিল। জো কহিল, "পাহাড়ের গায়ে নোঙ্গর ধরেছে।" কেনেডি বলিলেন, "মই ফেল।"

কেনেডির কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই তাঁহারা একটী গভীর চিৎকারধ্বনি শুনিলেন। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি ?"

"কি ভয়ানক চিৎকার—এমন ত কখনো শুনি নাই !"

কেনেডির কথায় বাধা দিয়া জো বলিল, "এ কি আমরা যে আবার চলতে আরম্ভ করলেম।"

"নোঙ্গরটা বুঝি খুলে গেছে।"

জো রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কহিল, "না—খোলে নাই।"

"তবে কি পাহাড়টাই চলছে?"

নিম্নের তৃণরাশি তখন যেন মথিত হইতেছিল। অকস্মাৎ জো দেখিল তাহার মধ্যে কি যেন একটা নড়িয়া উঠিল। সে ভীত কণ্ঠে কহিল, "বাপরে! প্রকাণ্ড সাপ!"

কেনেডি বন্দুক তুলিলেন। কহিলেন, "সাপ! কৈ দখি।" ফার্গুসন্ বলিলেন, "সাপ নয়—সাপ নয়—হাতীর শুঁড়!"

"হাতী?" কেনেডি পুনরায় লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইলেন।

"ডিক্, থাম থাম। একটু অপেক্ষা কর।"

"হাতীটা যে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে!"

"ভয় কি তাতে। আমরা যেদিকে যাব, সেই দিকেই ত নিয়ে যাচ্ছে।"

হস্তী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল এবং সত্বরেই তৃণের বন পার হইয়া একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। ফার্গুসন্ দেখিলেন উহার শ্বেত দন্তদ্বয় প্রায় পাঁচ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, তাহাদের মধ্যে নোঙ্গরটী বাধিয়া গিয়াছে!

নোঙ্গর খুলিয়া ফেলিবার জন্য হস্তী নানারূপ চেষ্টা করিল। শুণ্ড আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু নোঙ্গর খুলিল না।

জো হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ অবার

এক নূতন বাহন! আর ঘোড়া চাই না—এখন হাতীতেই যাতায়াত চলবে।”

কেনেডি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বারংবার বন্দুক নাড়িতে লাগিলেন।

হস্তী ক্ষিপ্র চরণে যাইতেছিল, দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণে ও বামে শুণ্ডদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। আবশ্যক মাত্রেই যাহাতে নোঙ্গরের দড়ি কাটিয়া দিতে পারেন, ফার্গুসন্ সেইজন্য কুঠার হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। কহিলেন, “নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে আর নোঙ্গরের আশা ছাড়ছিনে।”

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলিয়া গেল। হস্তী ছুটিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বেলুনও ছুটিল। ফার্গুসন্ দেখিলেন দূরে একটী নিবিড় বন দেখা যাইতেছে, সুতরাং বেলুনটা রক্ষার নিমিত্তই হস্তিদন্ত হইতে নোঙ্গর মুক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

কেনেডি আর অপেক্ষা করিলেন না—পলায়মান হস্তীকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন। গুলি উহার শিরে লাগিয়া অন্যদিকে ছুটিয়া গেল, শির ভেদ করিল না। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া হস্তী অধিক বেগে দৌড়াইতে লাগিল।

কেনেডি উহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। হস্তীর আর্ত্তনাদে প্রান্তর কম্পিত হইয়া উঠিল। উহা আরো বেগে ধাবিত হইল।

জো কহিল—“আপনি একা পারবেন না, আমিও মারি।” তখন উভয়ে হস্তীকে আহত করিলেন। দুইটী গুলি উহার দুই পার্শ্ব ভেদ করিল।

হস্তী মুহূর্ত্তের জন্য থামিল এবং পরক্ষণেই শুণ্ড উত্তোলন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে দৌড়াইল। উহার ক্ষতমুখে হুহু করিয়া রুধিরস্রোত ছুটিল।

ফার্গুসন্ দেখিলেন বনভূমি সন্নিকট হইয়াছে, এখনই হয় ত বেলুন যাইয়া কোন বৃক্ষশাখায় প্রহত হইবে। তবেই সর্ব্বনাশ! তিনি উৎকন্ঠিত হইয়া কহিলেন, "মার মার—আরো গুলি লাগাও। আমরা যে বনের কাছে এসে পড়েছি!"

কেনেডি এবং জো হস্তীকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। দশটী গুলি উহার দেহ বিদ্ধ করিল। চীৎকারে বনভূমি কাঁপিতে লাগিল। শির ও শুণ্ড সঞ্চালনে মনে হইতে লাগিল, বেলুন হইতে দোলনাটী ছিঁড়িয়া পড়িবে—বেলুন টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে প্রবল ধাক্কা লাগিতেছিল। হঠাৎ একটী ধাক্কায় ফার্গুসনের হস্ত হইতে কুঠারখানি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন তিনি ছুরি দিয়া নোঙ্গরের বন্ধন-রজ্জু কাটিতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা বিফল হইল। বেলুন তখন অতিবেগে বনের দিকে চালিত হইতেছিল।

কেনেডি পুনরায় বন্দুক ছুড়িলেন। একটি গুলি হস্তীর নয়ন বিদ্ধ করিল। এইবার উহা থামিল। কোন্ দিকে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কেনেডির গুলি তখন হস্তীর হৃদয় বিদ্ধ করিল।

অসহ্য যন্ত্রণায় হস্তী চীৎকার করিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তমাত্র দণ্ডায়মান থাকিয়াই শৈলচ্যুত বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ভুতলে

পতিত হইল। সেই পতনেই উহার বৃহৎ দন্ত দুইটী দ্বিধাভগ্ন হইয়া গেল। হস্তীর জীবলীলা ফুরাইল।

সকলেই বেলুন হইতে অবতরণ করিলেন। জো হস্তি-শুণ্ডের কোমল অংশ কাটিয়া লইয়া রন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পর কেনেডি যখন কতকগুলি পক্ষী শিকার করিয়া ফিরিলেন, তখন জো'র রন্ধন-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। ফার্গুসন্ ততক্ষণ বেলুনটী পরীক্ষা করিতেছিলেন। সেই মুক্ত আকাশ-তলে, অজ্ঞাত দেশের নীরব প্রান্তর পাশ্বে, সেই মনুষ্য-সমাগম-বিরহিত অরণ্য-পরিবেষ্টিত পরিচ্ছন্ন ভূমিতলে বসিয়া তিনজনে তখন আহার করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নীল নদী

প্রভাতে জো ফার্গুসনের হস্তমুক্ত কুঠার-খানি খুঁজিয়া বাহির করিল। ফার্গুসন্ বেলুন ছাড়িলেন। উহা ঘণ্টায় ১৮ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। তিনি আজ বড় চঞ্চল হইলেন। ক্ষণে ক্ষণেই দূরবীক্ষণ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন।

ভিক্টোরিয়া রুবেমি-পর্ব্বত-শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া কারাগোয়া শৈলমালার প্রথম পর্ব্বত টেঙ্গার সমীপবর্ত্তী হইল। প্রাচীন কাহিনী পাঠে ফার্গুসন্ জানিয়াছিলেন যে, কারাগোয়া শৈলমালাই নীল নদীর প্রথম ক্রীড়া-ক্ষেত্র। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এ কাহিনী সত্য, কারণ এই সকল পর্ব্বতই ইউকেরিউ হ্রদ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ফার্গুসনের বোধ হইল যেন দূরে দিগ্বলয়ের নিকটে সেই বিশ্ববিশ্রুত হ্রদের উজ্জ্বল বারিরাশি দেখা যাইতেছে!

ফার্গুসন্ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেই প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন চরণনিম্নে অনুর্ব্বর ক্ষেত্র। কয়েকটী গিরিসঙ্কটে সামান্য কিছু শস্য জন্মিয়াছে। ক্রমেই উচ্চভূমি পর্ব্বত-শিখরবৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কারাগোয়ার প্রধান নগর নিকটবর্ত্তী হইল। ৫০ খানি কুটীর লইয়া নগর। পীত ও পিঙ্গল বর্ণের কাফ্রিগণ বিস্মিত হইয়া ভিক্টোরিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেশের রমণীগণ অস্বাভাবিক রূপে স্থূলাঙ্গী। তাহারা কোন প্রকারে আপন আপন স্থূল দেহ বহন করিয়া উপনিবেশ মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। ফার্গুসন্ সঙ্গীদিগকে কহিলেন, "স্থূলাঙ্গই এ দেশের রমণী-কুলের লাবণ্যের লক্ষণ। রমণীদিগকে স্থূলাঙ্গী করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ঘোল পান করিতে দেওয়া হয়।"

বেলুন ভিক্টোরিয়া-নায়াঞ্জা হ্রদের নিকট দিয়া উত্তরদিকে যাইতেছিল। পর্য্যটকগণ দেখিলেন সেদিকে জন-মানবের চিহ্ন

পর্য্যন্তও নাই। হ্রদের তীর কণ্টকবনে সমাকীর্ণ। কোটী কোটী পিঙ্গল বর্ণের মশক সেই সকল কণ্টক বৃক্ষ ও লতাদি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শত শত সিন্ধুঘোটক হ্রদের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। হ্রদ পশ্চিমদিকে সমুদ্রতুল্য বিস্তৃত।

সন্ধ্যা-সমাগমে ফার্গুসন্ একটী দ্বীপের উপর নোঙ্গর করিয়া বলিলেন, "এই হ্রদের মধ্যে যে সকল দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, সে সমস্তই হ্রদগর্ভস্থ পর্ব্বতের চূড়া। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা একটা পাথরের গায়ে নোঙ্গর বাঁধতে পেরেছি। হ্রদের তীরে যে সকল জাতি বাস করে, তারা বন্য পশুর চেয়েও হিংস্র। এখন তোমরা নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাও। রাত্রে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখছিনে।"

কেনেডি বলিলেন, "তুমি ঘুমুবে না?"

"আমার ঘুম আসবে না ডিক্। চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত হচ্ছে। যদি সুবাতাস পাই, তা' হ'লে নিশ্চয় কালই নীল নদীর জন্মক্ষেত্র দেখতে পাব। যে তীর্থ দর্শন করতে বেরিয়েছি, তার সিংহদ্বারের নিকট এসে কি আর আমার ঘুম আস্বে।"

কেনেডি এবং জো নীল নদীর জন্মস্থান দেখিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত ছিলেন না। ফার্গুসনকে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ভোর চারিটার সময় বেলুন আবার চলিতে লাগিল। বাতাস তখন প্রবল বেগে উত্তর মুখে বহিতেছিল। বেলুন

ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলিতে লাগিল। তখন পদনিম্নে বায়ুতাড়িত নায়াঞ্জা হ্রদে বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতেছিল। তরঙ্গশিরে ফেনপুঞ্জ তপন কিরণে বড় উজ্জল দেখাইতেছিল। বেলুন বেলা ৯টার সময় হ্রদের পশ্চিম তীরে উপনীত হইল। সেদিকে কেবল মরুভূমি ও কোন স্থানে ঘন বন ভিন্ন আর কিছুই ছিল্ না। বেলুন আরো অগ্রসর হইল। তখন দূরে নায়াঞ্জা হ্রদের প্রান্তদেশে উচ্চ গিরিমালার শুষ্ক কঠিন চূড়াগুলি দেখা যাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন তথা হইতে একটী বেগশালী নদী বক্রপথে প্রবাহিত হইয়াছে। ফার্গুসন্ বলিলেন "দেখ—দেখ। আরবরা যা বলছে তা' ঠিক। তারা বলেছে একটা নদী আছে, ইউকেরিও হ্রদের বারিরাশি সেই নদী দিয়ে উত্তরমুখে বয়ে যায়। ওই ত সে নদী। নিশ্চয়ই এই নদী নীল নদী।"

"নীল নদী!" কেনেডি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "নীল নদী।"

বেলুন তখন নদীর উপর দিয়া শূন্য-পথে ভাসিয়া যাইতেছিল। বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী স্থানে স্থানে নদীর মুক্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। প্রহত বারি-রাশি ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জ্জন করিয়া কখনো ভীম জলপ্রপাতবৎ কখনো বা পর্ব্বতরন্ধ্রের ভিতর দিয়া সহস্র ধরে' বহিয়া যাইতেছিল। পর্ব্বত হইতে শত সহস্র ধারা নামিয়া সেই বেগশালী বারিপ্রবাহের সহিত মিলিত হইতেছিল।

ফার্গুসন্ বলিলেন, "এইটাই নীল নদী। নদীর নাম নিয়েও যেমন গোলযোগ, উৎপত্তি-স্থান নিয়েও তেমনি গোলযোগ।"

কেনেডি বলিলেন, "এটা যে সত্যই নীল নদী তার প্রমাণ কি ?"

"তার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে।"

"এখানে অবতরণ করা সম্ভব হ'বে না। ওই দেখ কাফ্রিরা বেলুন দেখে কেমন কুপিত হয়েছে।"

"তা' হো'ক্। আমাকে নামতেই হ'বে।"

"এখানে নামলে বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

"যদি ঘটে, তার উপায় নাই। যদি বন্দুকের মুখে শত্রু তাড়িয়েও নামতে হয়, তাও স্বীকার।"

ফার্গুসন্ বেলুনকে ঊর্দ্ধে তুলিলেন। ২৫০০ ফিট উপরে উঠিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিক্ হইতে শত সহস্র ক্ষুদ্র-শরীরা তরঙ্গিণী আসিয়া নীল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই পশ্চিমদিকের শৈলমালা হইতে বহির্গত হইয়াছে। ফার্গুসন্ মানচিত্র আলোচনা করিয়া বলিলেন "উত্তর থেকে যাঁরা এ দিকে এসেছিলেন, আমরা এখনো তাঁদের আবিষ্কৃত স্থানে যেতে পারিনি। গণ্ডরোকা এখান থেকে ৯০ মাইল হ'বে। এখন ধীরে ধীরে নামা যাক। তোমরা সাবধান হও।"

বেলুন নামিতে লাগিল। এখানে নীল নদীর বিস্তার অধিক ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ বেলুনকে একটা দৈত্য মনে করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ফার্গুসন্ দেখিলেন অল্প দূরেই নীল নদী ৭।৮ হস্ত মাত্র গভীর জল-ধারা বহিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ওই তো সেই জলপ্রপাত! পর্য্যটক ডিবোনা ওর কথাই বলে গেছেন।"

বেলুন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, নদীর বিস্তার ততই অধিক হইতে লাগিল। ক্রমেই নদীমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জ দেখা যাইতে লাগিল। ফার্গুসন্ বিশেষ মনোযোগের সহিত দ্বীপগুলি দেখিতে লাগিলেন। কতকগুলি কাফ্রি একখানি ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া বেলুনের তলদেশে আসিবামাত্র কেনেডি বন্দুকের গুলি চালাইয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

ফার্গুসনের দৃষ্টি এদিকে ছিল না। তিনি দূরবীক্ষণ লইয়া নদীর ঠিক মধ্যস্থলে স্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে কহিলেন,

"ওই না চারটা গাছ দেখা যাচ্ছে? ওই দ্বীপের নাম বেঙ্গল দ্বীপ। আমাদের ওইখানে নামতে হ'বে।"

"কতকগুলো কাফ্রিদের ওখানে বাস আছে ব'লে বোধ হচ্ছে না?"

"তা' হো'ক ডিক্। ওরা দেখছি জন কুড়ি হ'বে। বন্দুক থাকতে কুড়ি জন কাফ্রি তাড়িয়ে দিতে কত সময় লাগবে!"

তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল। বেলুন দ্বীপের সমীপবর্ত্তী হইতেছে দেখিবামাত্রই কাফ্রিগণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে এক জন বৃক্ষ-ত্বচে নির্ম্মিত টুপী আপন মস্তক হইতে লইয়া নাড়িতে লাগিল।

কেনেডি টুপী লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। উহা শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। কাফ্রিগণ ক্ষিপ্রচরণে পলায়ন করিল। কতক বা নদী মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল। নদীর উভয় তীর হইতে শত সহস্র গুণমুক্ত শর বৃষ্টির ধারার ন্যায় পতিত হইতে লাগিল।

কেনেডি ও ফার্গুসন্ অবতরণ করিলেন।

দ্বীপের প্রান্তদেশে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল। ফার্গুসন্ বন্ধুকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া গেলেন। তথাকার কণ্টকময় লতা-গুল্মাদি সরাইতে সরাইতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ফার্গুসন্ একবার হর্ষে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"এই দেখ ডিক্—প্রমাণ দেখ।"

"তাই ত পাথরের গায়ে লেখা দেখছি।"

"দেখ, দেখ। দু'টী অক্ষরই ইংরাজী!"

ডিক্ অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করিলেন—"এ, ডি।"

ফার্গুসন্ বলিলেন, "এ ডি আর কিছুই নয়, আন্দ্রিয়া ডিবোনো। ইনিই নীল নদীর সর্ব্ব উত্তর সীমা দেখে গেছেন।"

দুই বন্ধু আনন্দে কর মর্দ্দন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাক্ষসের রাজ্য

নির্ব্বিঘ্নে দুই দিবস অতিবাহিত হইল। পর্য্যটকগণ নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে হইতে তৃতীয় দিবসে একটী গ্রামের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। গ্রামটী বৃত্তাকার। তাহার মধ্যস্থলে একটী বিরাট বৃক্ষ আকাশে মস্তক ঠেকাইয়া দণ্ডায়মান ছিল। তাহার পত্র-বহুল অগণিত শাখার নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত ছিল।

জো কহিল, "দেখুন দেখুন—গাছের ডালে ডালে কত সাদা ফুল ফুটেছে।"

মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়া ফার্গুসন্ বলিলেন, "ও সব ফুল নয় জো—ফুল নয়। নর-কঙ্কাল! মানুষের মাথা! ছোরা দিয়ে গাছের গায়ে বিদ্ধ করে' রেখেছে!"

জো শিহরিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সে গ্রামখানি চক্ষুর অন্তরাল হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আর একখানি দেখা দিল। ফার্গুসন্ দেখিলেন অর্দ্ধভুক্ত নরদেহ, ছিন্ন নরবাহু, খণ্ডিত চরণ-সমূহ, শুভ্র নরকঙ্কাল গ্রামের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! বন্য জন্তুগণ

সেই সকল নরদেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে। ফার্গুসন্ বলিলেন—

"ওই যে নরকঙ্কাল দেখছ, ও সমস্তই দণ্ডিত অপরাধীদের শেষ চিহ্ন। বন্দীদের ধরে' এনে বনে ছেড়ে দেয়। অমনি হিংস্র পশুরা এসে তাদের আক্রমণ করে। আফ্রিকার দক্ষিণাংশে কি করে জান? অপরাধীদের ধরে' একটা ঘরে বন্ধ করে। তারপর তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার—এমন কি পালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত সেই ঘরের ভিতর বন্ধ করে' আগুন জ্বালিয়ে দেয়।"

কেনেডি বলিলেন, "কি নিষ্ঠুর প্রথা! এও ফাঁসীর মতই নৃশংস ব্যাপার।"

জো এতক্ষণ নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। কতকগুলি পক্ষী দেখাইয়া বিস্ময়ের সহিত কহিল—"ওগুলো কি পাখী? কত উপরে উঠছে দেখুন।"

কেনেডি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিয়া কহিলেন—"ও সবই ঈগল পাখী। কি সুন্দর পাখী। আমারাও যেদিকে যাচ্ছি ঈগলও সেই দিকেই যাচ্ছে।"

ফার্গুসন্ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ভগবান্ যেন ওদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেন। নরমাংসভুক্ কাফ্রিদের হাতে পড়লেও আমাদের তত চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু ঈগলের কাছে আমাদের নিস্তার নাই, ডিক্!"

"পাগল আর কি!" হাসিয়া কেনেডি বলিলেন, "পাগল আর কি! আমাদের হাতে বন্দুক থাকতে আবার ভয়!"

কেনেডি বন্দুক উঠাইলেন।

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, "থাম ডিক্, থাম, তুমি খুব শিকারী তা' জানি। ঈগলের ঠোট কত ধারালো তা' জান? একবার ঠোকর দিলেই বেলুন ছিঁড়ে যাবে।"

জো হাসিয়া কহিল, "বেলুনের সঙ্গে কতকগুলো ঈগল পাখী বেঁধে দিলে হয়। আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে।"

জো'র কথা শুনিয়া ফার্গুসন্ এবং কেনেডি উভয়ে হাস্য করিয়া উঠিলেন। কেনেডি বলিলেন—

"তোমার প্রস্তাবটা বেশ ভাল বটে, কিন্তু ঈগল কি আর পোষ মানবে!"

"মান্‌বে না? শিখিয়ে নিতে হ'বে। ঘোড়ার যেমন লাগাম থাকে, তার বদলে ঈগলের চোখে ঠুলি দিয়ে দিলেই হয়। যখন যে চোখ খোলা থাকবে, ঈগল নিশ্চয়ই সেই দিকে যাবে।"

যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছিল। বাতাস মৃদু ছিল বলিয়া ভিক্টোরিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে যাইতেছিল। হঠাৎ বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। সকলে বিস্মিত হইয়া নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। উভয় পক্ষের শরজালে তখন আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। যুদ্ধে মত্ত ছিল বলিয়া কাফ্রিগণ বেলুন দেখিতে পাইয়াছিল না। বেলুনের উপর দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ থামিয়া গেল। চীৎকার প্রবল হইল। অবিলম্বে বেলুন লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষিপ্ত হইল। একটা তীর

বেলুনের এত নিকটে আসিয়াছিল যে, জো ক্ষিপ্র করে উহা ধরিয়া ফেলিল।

ফার্গুসন্ বলিলেন—"চল আরো উপরে উঠি। যুদ্ধ দেখতে যেয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ ঘটা'তে পারি না।"

তখন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎ শোণিত-স্রোত ছুটিতেছিল। একজনের অস্ত্রাঘাতে পূর্ব্ববৎ অপরের ছিন্নশির ভূতলে পড়িতেছিল। একজন ধরাশায়ী হইবামাত্র তাহার শত্রু আসিয়া শির কাটিয়া লইতেছিল। রমণীগণও যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। তাহারা সেই সকল ছিন্নশির আহরণ করিয়া সমর-প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে রক্ষা করিতেছিল। একজন অপরের নিকট হইতে ছিন্ন নরশির সবলে কাড়িয়া লইতেছিল। আবশ্যক হইলে তাহার জন্য অস্ত্রাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছিল না।

কেনেডি কহিলেন—"কি ভয়ানক দৃশ্য!"

ফার্গুসন্ বলিলেন—"ওদের যদি একটা করে' পোষাক থাকতো, তা' হ'লে এই অসভ্য কাফ্রি আর অন্য দেশের সুসভ্য সৈনিকের মধ্যে প্রভেদ কোথায়?"

বন্দুক তুলিয়া কেনেডি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে যুদ্ধে বাধা দি।"

বাধা দিয়া ফার্গুসন্ বলিলেন—"সে সবে কাজ নাই ডিক্। এস, আমরা নিজের পথ দেখি। এ দৃশ্য—এ নরহত্যা—আর দেখা যায় না। যারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, তা'রা যদি এমনি করে'

বেলুনে উঠে’ নরহত্যা দেখতো, তা হ’লে বোধ হয় তাদের শোণিত-তৃষ্ণা, রাজ্যজয়ের স্পৃহা সবই মুহূর্ত্তে দূর হ’য়ে যেত।”

যুদ্ধরত দুই দলেরই নেতা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অতিশয় বলশালী ও স্থূল। যে দিকে শত্রুসংখ্যা অধিক, সে ক্ষিপ্ত হস্তে সেই দিকেই তীক্ষ্ণ বর্শা চালিত করিতেছিল এবং অপর হস্তে ক্ষুরধার কুঠারের আঘাতে শত্রু নিপাত করিতেছিল। কখনো বা রুধিরাক্ত দেহে আহত শত্রুর উপর পতিত হইয়া কুঠারের আঘাতে তাহার বাহু ছিন্ন করিয়া সে সগর্ব্বে চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

কেনেডি এই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—“রাক্ষস! রাক্ষস! ওই দেখ ফার্গুসন্! মানুষ খাচ্চে!”

তন্মুহূর্ত্তেই কেনেডির বন্দুকের গুলিতে সেই নরখাদক সর্দ্দারের মস্তক বিচূর্ণিত হইয়া গেল।

অকস্মাৎ সর্দ্দারকে নিহত হইতে দেখিয়া যোদ্ধাদিগের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বিপক্ষদলের উৎসাহ ও উত্তেজনা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অপর পক্ষ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

ফার্গুসন্ তখন বেলুন লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিলেন। উঠিতে উঠিতে দেখিলেন বিজয়িগণ অপর পক্ষের আহত ও নিহত যোদ্ধৃগণের হস্ত পদ প্রভৃতি লইয়া নিজেদের মধ্যেই বিবাদ বাধাইয়াছে এবং রুধিরসিক্ত নরদেহ পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"রক্ষা কর, রক্ষা কর"

রজনী ভীষণ অন্ধকার। কিছুই নয়নগোচর হইতেছিল না। ফার্গুসন্ একটী বৃক্ষ-শিরে বেলুন আবদ্ধ করিলেন!

রাত্রি বারটার সময় যখন কেনেডি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তখন ফার্গুসন্ কহিলেন—

"ডিক্, বেশ সাবধানে থাক—বড় অন্ধকার।"

"কেন? কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে কি?"

"এখনো কিছু নাই বটে—কিন্তু হ'তে কতক্ষণ! আমার বোধ হয়, কি একটা গুণ্ গুণ্ ধ্বনি হচ্ছে। বাতাসে আমাদের কোথায় যে টেনে এনেছে অন্ধকারে তা' কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।"

"ও সব কিছু নয়। বোধ হয় বন্যপশুর দূরাগত হুঙ্কার মাত্র।"

"তা' যা' হোক—খুব সাবধানেই পাহারা দিও। সামান্য শঙ্কার কারণ দেখলেই আমায় ডেকে তুলো।"

"আচ্ছা। তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও।"

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাতাসের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কেনেডি সেই নীরব অন্ধকার মধ্যে বিশেষ মনোযোগের সহিত ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। চিত্ত যখন উৎকণ্ঠিত থাকে, তখন মানুষ কত কি দেখে—তাহাদের কোনোটার অস্তিত্ব থাকে—কাহারো কিছুই থাকে না। হঠাৎ একবার বোধ হইল কেনেডি যেন একটী ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখিতে পাইলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক চাহিয়া রহিলেন। আলোক-রশ্মি আর দেখা গেল না। কেনেডি ভাবিলেন, এ কি তবে মায়া?

তিনি উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ গেল। আলোক-রেখা আর দেখা গেল না। কেনেডি তখন নিচিন্ত হইলেন।

ও কি—ও? কেনেডি চমকিয়া উঠিলেন। এ বংশীধ্বনি কোথা হইতে হইল? নিশ্চয়ই বংশীধ্বনি। তাই কি? এ কি কোন নিশাচর পক্ষীর কণ্ঠ? বন্যপশুর চিৎকার নয় ত? আবার মনে হইল, এ বুঝি মনুষ্যের কণ্ঠ! কেনেডি বন্দুকটী পরীক্ষা করিয়া হাতের কাছে রাখিলেন। ভাবিলেন পশু হোক, পক্ষী হোক, মনুষ্য হোক, বেলুন অনেক উপরে আছে। চিন্তা কি?

মুহূর্ত্তের জন্য মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে তিনি দেখিলেন, কতক গুলি অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি নড়া-চড়া করিতেছে! ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতেই মেঘে চন্দ্র ঢাকিয়া গেল। কেনেডি আর বিলম্ব না করিয়া ফার্গুসনের গাত্র স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন। কহিলেন, "চুপ, ধীরে কথা কও।"

"কি হ'য়েছে, ডিক্ ?"

"জোকে ডেকে তোল।"

জো উঠিল। কেনেডি সকল কথা প্রকাশ করিলেন। জো বলিল, "ও কিছু নয়। সেই যে একবার বানর দেখেছিলাম, বোধ হয় তাই।"

কেনেডি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"হ'তে পারে। কিন্তু সাবধান হওয়াই ভাল। আমি আর জো মই ব'য়ে নীচে নামি। গাছের উপর গেলেই বোঝা যাবে!"

ফার্গুসন্ কহিলেন, "আচ্ছা নাম। আমি গ্যাসটা ঠিক করে' নি। নিতান্ত দরকার না হ'লে বন্দুক আওয়াজ করো না।"

উভয়ে বৃক্ষোপরি অবতরণ করিয়া একটী সুদৃঢ় শাখার উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরই জো ধীরে ধীরে কহিল—

"শুন্‌ছেন ?"

"হাঁ—শুন্‌ছি। কিসে যেন গাছটা আঁচড়াচ্ছে না ?"

"শব্দটা নিকটে আসছে না ? বোধ হয় বড় একটা সাপ!"

"সাপ! না—তা' নয়। ওই শোন শব্দটা বেশী হচ্চে। বোধ হয় মানুষ!"

জো মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া কহিল, "আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। কে যেন গাছে উঠছে।"

"তুমি গাছের ওদিক্‌টা দেখ—আমি এদিক্ দেখি।"

উভয়ে বন্দুক হস্তে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একেই মেঘের জন্য চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার ছিল। ঘন বৃক্ষপত্র সে অন্ধকারকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই জো বেশ দেখিল যে, কয়েকজন কাফ্রি গাছে উঠিতেছে। জো কেনেডির বাহু টিপিয়া সঙ্কেত করিল। তখন কাফ্রিদিগের মৃদু কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছিল। জো বন্দুক তুলিয়া সন্ধান করিল।

কেনেডি কহিলেন—"থাম।"

কতকগুলি কাফ্রি সত্যই বৃক্ষারোহণ করিতেছিল। ধীরে—অতি ধীরে—ঠিক যেন সরিস্থপের ন্যায় তাহারা উঠিতেছিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। জো বৃক্ষের সেইদিকে বসিয়াছিল।

কেনেডি হাকিলেন—"মার!"

উভয়ের বন্দুক বজ্রের ন্যায় একসঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিল। আহত কাফ্রিদিগের আর্ত্তনাদের সহিত মিশিয়া সেই ধ্বনি কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশে মিলাইয়া গেল। অন্যান্য কাফ্রিগণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল এবং বোধ হইল যেন পলায়ন করিল। কিন্তু সেই হুঙ্কার ও আর্ত্তনাদের মধ্যে জো এবং কেনেডির কর্ণে এ কার কণ্ঠ বাজিল? তাঁহাদের সন্দেহ হইল, বুঝি শুনিতে ভ্রম হইয়াছে! নতুবা ইহাও কি সম্ভব? আফ্রিকার মহারণ্যে—এই নরখাদক অসভ্যদিগের মধ্যে—সুসভ্য ফরাসীর কণ্ঠ! ইহাও কি সম্ভব? না—ভ্রম নয়! ওই যে আবার সেই ঘোরতর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল—"রক্ষা কর—রক্ষা কর!"

কেনেডি এবং জো ক্ষিপ্র চরণে মই বহিয়া বেলুনে উঠিলেন। ফার্গুসন্ কহিলেন—

"ডিক্, শুন্‌লে ?"

"ফার্গুসন্ এ কি সত্য ? যেন কোন ফরাসী ডাকছেন—রক্ষা করো—রক্ষা কর।"

"নিশ্চয়ই কোনো ফরাসী পাদরী। বোধ হয় কাফ্রিরা তাঁকে হত্যা করছে!"

কেনেডি রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ফার্গুসন্ বল কি! যাতে তাঁ'র রক্ষা হয় তাই কর। আমরা তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছি।"

"ওরা যেমন করে' পালালো তা' দেখে মনে হয়, কখনো বন্দুকের শব্দ শোনেনি। কিন্তু কি করি—দিন না হ'লে ত কোনো উপায় হয় না!"

"পাদরী যে বড় বেশী দূরে আছেন তা' ত বোধ হচ্ছে না। কারণ—"

ও কি! আবার সেই করুণ কণ্ঠের কাতর প্রার্থনা—"রক্ষা কর—রক্ষা কর।" সে ধ্বনি আকাশে বাতাসে কম্পিত হইতে লাগিল। স্বর শুনিয়া মনে হইতে লাগিল তাঁহার দেহ যেন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে!

জো দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিল—"যদি এই রাত্রেই কাফ্রিরা তাঁকে হত্যা করে—"

ফার্গুসনের হস্ত সজোরে ধরিয়া কেনেডি কহিলেন—

"ফাগুর্সন্ শোন—শোন। যদি আজ রাত্রেই তিনি নিহত হন!"

"সেটা সম্ভব নয় ডিক্। কাফ্রিরা উজ্জ্বল সূর্য্যালোকেই বন্দীদের হত্যা করে' থাকে। বধ করার সময় সূর্য্য চাই-ই চাই।"

কেনেডি উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমি যদি এখনই বন্দুক নিয়ে যাই—"

জো কহিল. "আমিও যাব—আমিও যাব।"

ফাগুর্সন্ বাধা দিয়া কহিলেন "তোমরা থাম—অত উত্তেজিত হ'য়ো না। তোমরা গেলে ফল ত কিছুই হ'বে না, বরং আমরা যে এখানে আছি তা' প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। আমাদের ত বিপদ্ হ'বেই, আর যাঁকে বাঁচাতে চাও—তাঁরও বিপদ্ হবে।"

"কেন? কাফ্রিরা ত ভয়ে পালিয়েছে। তা'রা কি আর ফিরবে?"

"ডিক্ একটিবার দয়া করে' আমার কথা মান। তোমরা যদি বন্দী হও, তবেই ত সর্ব্বনাশ!"

"কিন্তু ভাব দেখি ফাগুর্সন্—একবার পাদরীর কথা ভাব দেখি। তিনি যে সাহায্যের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে আছেন। আমরা এখানে মরার মত নীরব হয়ে পড়ে' থাকবো? তাঁর করুণ রোদন বিফল হ'বে? তিনি ভাববেন মরার আগে পাগল হয়েছেন—যাকে বন্দুকের শব্দ মনে করে' আশান্বিত হয়েছিলেন, সেটা বন্দুকের শব্দ নয় তাঁর বিকৃত মস্তকের—"

বাধা দিয়া ফাগুর্সন্ কহিলেন, "আমরা এখনই তাঁকে অভয় দিচ্ছি।"

মুখের উভয় পার্শ্বে করতল স্থাপিত করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"আপনি যিনিই হউন, ধৈর্য্য ধরুন। তিনজন বন্ধু আপনার রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ করেছে। সাহস হারাবেন না!"

ফার্গুসনের কণ্ঠ ডুবাইয়া দিয়া কাফ্রিগণের গর্জ্জন সেই বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কেনেডি অস্থির হইয়া কহিলেন—ফার্গুসন্—ফার্গুসন্—ওই বুঝি তাঁকে হত্যা করছে! আমরা সাড়া দিয়েই আরো সর্ব্বনাশ করলেম। যা' হয় এখনই কর।"

জো একান্ত হতাশ হইয়া বলিল, "হায়, এটা যদি দিন হতো—"

ফার্গুসন্ অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "তা হ'লেই বা কি করতে?"

কেনেডি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বন্দুক লইয়া বলিলেন "আমি নামি ফার্গুসন্। এই বন্দুকের মুখে শত্রু তাড়াবো।"

"যদি তুমি না পার তা' হ'লে তোমার মৃত্যু ত সুনিশ্চিত! তখন তোমাকে আর পাদরীকে, দু'জনকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হ'বে! সেটা কত কঠিন, ভাব দেখি। অন্যপথ অবলম্বন করলে হয় না?"

"যাতে হয়—তাই কর। এখনই কর—দেরি আর সয় না!"

"আচ্ছা ভালো—"

ফার্গুসন্‌কে বাধা দিয়া জো কহিল, "আপনি কি কোন উপায়ে এই অন্ধকারটা দূর করতে পারেন না। তা' হ'লে একবার দেখি—"

ফার্গুসন্ কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিলেন। তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুদিগের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"শোন বলি। আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ ভার আছে। মনে কর পাদরীর ওজন আমাদেরই একজনের সমান হ'বে। কিছু কম হওয়ারই কথা, কারণ অনাহারে, যন্ত্রণায় তিনি নিশ্চয়ই শুকিয়ে উঠেছেন। যা হোক আমাদের সমান ওজন ভার ফেলে দিলেও আরো প্রায় ৩০ সের থাকবে। সেটাও যদি ফেলে দি, তা' হ'লে সাঁ করে' উপরে উঠতে পারবো।"

"তোমার মতলব কি ?"

"শোন। যদি বেলুনটা বন্দীর কাছে নিয়ে যেতে পারি, আর তাঁর ওজনের সমান ভার ফেলে দিয়ে তাঁকে তুলে নি, তা' হলেও বেলুন বাতাসে ভাসবে। বাকী ভারটাও তখন ফেলে দেওয়া চাই, নইলে কাফ্রিদের হাতে পড়তে হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসে তাপ দিয়ে উপরে উঠতে হ'বে।"

"ঠিক উঠতে পারা যাবে—আর দেরি নয় ফার্গুসন্।"

"একটা অসুবিধা আছে, ডিক্। যখন আবার নামতে হ'বে, তখন খানিকটা গ্যাস ছেড়ে না দিলে আর নামা যাবে না। ৩০ সের ভারের মত গ্যাস ছাড়তেই হ'বে। জান ত ভাই, গ্যাস তোমার বেলুনের প্রাণ! যাক অত ভাবলে আর চলবে না।"

"ঠিক বলেছ ফার্গুসন্। বন্দীর প্রাণ আমাদের হাতে—যেমন করে'ই হোক তাঁকে বাঁচাতেই হ'বে।"

"ভার গুলো হাতের কাছে রাখ। একসঙ্গে ফেলা চাই।"

"অন্ধকারটার কি হবে ?"

"অন্ধকার! বেশ ত এখন থাকুক না। আমাদের সব আয়োজন হ'য়ে যাক, তার পর দেখা যাবে। এখন ত অন্ধকার আমাদের ঢেকে রেখে উপকারই করেছে। বন্দুক ঠিক করে' রাখ জো,—তোমরা প্রস্তুত হও।"

জো এবং কেনেডি ক্ষিপ্র হস্তে সকল বন্দোবস্ত করিলেন।

ফার্গুসন্ বলিলেন—"জো, তুমি ভার ফেলবে। ডিক্, তোমার উপর গুরুতর কার্য্যভার। তুমি বন্দীকে মুহূর্ত্তে বেলুনের উপরে তুলে নেবে। এইটিই তোমার প্রধান কাজ। জো কাছে থাক। বেলুনের নোঙ্গর খুলে দাও।"

নোঙ্গর খোলা হইল। অতিশয় ধীরে বাতাস বহিতেছিল বলিয়া বেলুন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। জলকে গ্যাস করিবার নিমিত্ত জলের মধ্যে যে দুইটি বৈদ্যুতিক তার ছিল, ফার্গুসন্ তাহা বাহির করিলেন এবং ব্যাগের ভিতর হইতে দুই খণ্ড কয়লা লইয়া উহাদের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করিলেন। আবশ্যক মত তীক্ষ্ণ হইলে পর কয়লা দুইখানি তার দুইটিতে বাঁধিলেন। কয়লার দুইটা তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ মিলিত হইবামাত্র মুহূর্ত্তে তীব্র আলোকরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দিল—অন্ধকারের লেশমাত্র রহিল না।

জো বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ধন্য কৌশল, ধন্য আপনি—"

গম্ভীরকণ্ঠে ফার্গুসন্ বলিলেন—"চুপ।"

তিনি হস্ত ঘুরাইয়া সেই আলোকরাশি চারিদিকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন এবং যেদিক্ হইতে আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইয়াছিল সেইদিকে পরিচালিত করিলেন।

বৈদ্যুতিক আলোকে তাঁহারা দেখিলেন যে, যে বৃক্ষচূড়ায় বেলুনটি আবদ্ধ ছিল, উহা একটি মুক্ত প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী ইক্ষু-ক্ষেত্রমধ্যে প্রায় ৪০খানি কুটীর দেখা যাইতেছিল। সেই কুটীরগুলি ঘিরিয়া অসংখ্য কাফ্রি দণ্ডায়মান ছিল। বেলুনের প্রায় ৫০।৬০ হস্ত নিম্নে প্রান্তর মধ্যে একটা শূল প্রোথিত ছিল। সেই শূলের পাদমূলে খ্রীষ্টের ক্রুশ বক্ষে ধরিয়া একজন ত্রিংশৎবর্ষীয় অর্দ্ধ-নগ্ন ফরাসী ধর্ম্মযাজক নিপতিত ছিলেন। তাঁহার দেহ রুধিরাপ্লুত। অসংখ্য ক্ষতমুখে শোণিত ঝরিতেছিল।

কাফ্রিগণ দেখিল এক বিপুল ধূমকেতু যেন অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আকাশ হইতে নামিতেছে! তাহারা ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। তাহাদিগের চিৎকার শুনিয়া সেই মরণোন্মুখ পাদরী একবার মস্তক উত্তোলন করিলেন। ফার্গুসন্ বলিয়া উঠিলেন—"আছে—আছে—এখনো বেঁচে আছে। তোমরা প্রস্তুত হয়েছ?"

"হা প্রস্তুত।" ডিক্ কেনেডি ও জো সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হাঁ প্রস্তুত।"

"জো গ্যাস নিবিয়ে দাও।"

গ্যাস নির্ব্বাপিত হইল। বেলুন তখন ধীরে ধীরে বন্দীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কাফ্রিগণ ভীতচিত্তে কুটীর মধ্যে পলায়ন করিল—শূলের নিকট কেহই রহিল না।

বেলুন যথাসম্ভব নীচে নামিল। কয়েকজন সাহসী কাফ্রি দেখিল বন্দী পলায়ন করিতেছে—তাহারা চিৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কেনেডি বন্দুক হস্তে লইলেন। ফার্গুসন্ বলিলেন—"মের না—থাম।"

ফরাসী পাদরী তখন বহু কষ্টে জানুর উপর ভর করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দাঁড়াইবার শক্তি আর ছিল না। কেনেডি বন্দুক রাখিয়া চক্ষের নিমিষে পাদরীকে বেলুন মধ্যে তুলিয়া লইলেন, জো অমনি আড়াই মণ ভার নিক্ষেপ করিল।

বেলুন উপরে উঠিল না।

কেনেডি অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"বেলুন ত উঠে না!"

জো কহিল, "একটা কাফ্রি আমাদের টেনে ধরেছে!"

"ডিক্—ডিক্—জলের বাক্স—"

কেনেডি পরক্ষণেই জলপূর্ণ একটা বাক্স ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলুন চক্ষের নিমিষে প্রায় দুই শত হস্ত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল।

জো এবং কেনেডি উল্লাসে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

বেলুন অকস্মাৎ আরো ৬'৭ হস্ত উপরে উঠিয়া পড়িল।

কেনেডি পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন! কহিলেন "এ আবার কি ?"

ফার্গুসন্ বলিলেন "রাক্ষস কাফ্রিটা বেলুন ছেড়ে দিয়েছে !"

সকলে দেখিলেন সে চিৎকার করিতে করিতে, বাতাসে ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হইল।

ফার্গুসন্ বৈদ্যুতিক তার দুইটি পৃথক্ করিলেন। মুহূর্ত্তে সকল আলোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিরাট অন্ধকার মধ্যে বেলুনের চিহ্ন পর্য্যন্ত কেহ আর দেখিতে পাইল না।

* * * *

মূর্চ্ছিত ফরাসী যখন চক্ষু চাহিলেন তখন রাত্রি একটা। ফার্গুসন্ ফরাসী ভাষায় কহিলেন—"আপনি এখন মুক্ত। আর ভয় নাই।"

পাদরী ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"আপনাদের অনুগ্রহে আমি আজ অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভ্রাতৃবৃন্দ, তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচবো না!" তিনি পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

তাঁহারা অতি যত্নে অতি সাবধানে পাদরীকে শয়ন করাইলেন। তাঁহার দেহে প্রায় ২০।২৫টি অগ্নি-ক্ষত ও বর্শার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। ক্ষতমুখে তখনো রুধির ঝরিতেছিল। ডাক্তার ফার্গুসন ক্ষতগুলি ধৌত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সব শেষ

প্রভাত। বিপদের রজনীশেষে অতি সুন্দর উজ্জ্বল প্রভাত। প্রভাতে পাদরীকে পরীক্ষা করিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—

“এখনো ভরসা আছে। খুব যত্ন চাই ডিক্।”

পাদরী নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ফার্গুসন্ তাঁহাকে জাগরিত করিলেন না। জো এবং ডিক্ পাদরীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে সে রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে ফার্গুসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—

“এখন কেমন বোধ হচ্ছে?”

“একটু ভাল। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। যেন স্বপ্নঘোরেই আপনাদের দেখছি। আপনারা কে? ভগবানের কাছে আমার শেষ প্রার্থনার সময়েও যেন আপনাদের কথা নিবেদন করতে পারি।”

“আমরা তিন জন ইংরাজ-পর্য্যটক। বেলুনে চড়ে’ আফ্রিকা অতিক্রম করছি। পথে আসতে আসতে ভগবানের কৃপায় আপনাকে রক্ষা করেছি। অনুমান হয় আপনি একজন পাদরী।”

“হাঁ। ভগবান্ আপনাদের আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমার জীবন শেষ হয়েছে। আপনারা ত

য়ুরোপ থেকে এসেছেন? আমাকে য়ুরোপের কথা বলুন—ফ্রান্সের কথা বলুন। আমি পাঁচ বৎসর ফ্রান্সের নাম শুনি নাই।”

“আপনি এতদিন ধরে’ এই রাক্ষসদের মধ্যে বাস করছেন?”

“ওদেরও ত মুক্তির উপায় করতে হ’বে। ওরা অজ্ঞ অসভ্য বর্ব্বর। কিন্তু ওরাও আমাদের ভাই।”

ফার্গুসন্ পাদরীর নিকট ফ্রান্সের গল্প করিতে লাগিলেন। জো তাঁহার জন্য চা প্রস্তুত করিয়া দিল। বহুদিন পর চা পান করিয়া মুক্ত পবনে মুক্ত গগনে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন শরীরে শক্তি ফিরিয়াছে। তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন এবং সকলের সহিত কর মর্দ্দন করিলেন। কহিলেন—

“আপনারা খুব সাহসী পর্য্যটক। এমন অসম্ভব পর্য্যটনকেও আপনারা সম্ভব করে’ তুলতে পেরেছেন। আবার আপনারা হর্ষে গৌরবে স্বদেশের মুখ দেখতে পাবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সহাস্যবদন দেখে পরিতৃপ্ত হ’তে পারবেন, আপনাদের—”

পাদরী আর কথা কহিতে পারিলেন না। এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে সাবধানে শয্যার উপর স্থাপন করিলেন। ফার্গুসন্ বুঝিলেন, সেই শীর্ণ দেহের ভিতর যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছিল, তাহার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তিনি পুনরায় রোগীর ক্ষতগুলি ধৌত করিয়া দিলেন, তাঁহার উষ্ণদেহে শীতল বারি সিঞ্চন করিলেন;

সঙ্গে যে অধিক জল ছিল না সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বহুক্ষণ পর পাদরীর জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

"ব্রিটানি প্রদেশের আরাডন নামক ক্ষুদ্র গ্রামে আমার বাস। আমরা বড় দরিদ্র। বিশ বৎসর বয়সের সময় আমি গৃহ ত্যাগ করে' এই বান্ধবহীন আফ্রিকায় এসেছি। কতবার বাধার পর বাধা এসে আমার যাত্রাপথ রোধ করে' দাঁড়িয়েছে। তৃষ্ণা ক্ষুধা শ্রান্তি রোগ কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করতে পারে নাই। ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হ'তে আমি এতদূর পর্য্যন্ত এসেছি।" পাদরী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ন্যাম্‌বরা জাতির কাফ্রিগণ বড় নিষ্ঠুর। তাদের কাছে আমি অপরিসীম যাতনা পেয়েছি। গ্রাম্যকলহে লিপ্ত হ'য়ে ন্যাম্‌বরাগণ যখন আমাকে ত্যাগ করেছিল, তখন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করলে করতে পারতেম। কিন্তু মনে হ'লো এদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করাই আমার কর্ত্তব্য। তাই আর ফিরলেম না, ক্রমেই সম্মুখে অগ্রসর হ'তে লাগলেম। কাফ্রিরা মনে করলে আমি একটা পাগল। যতদিন তাদের এ ধারণা ছিল, ততদিন আমি অনেকটা শান্তিতেই ছিলাম। আমি এদের ভাষা শিখেছি। বারাফ্রি সম্প্রদায় ন্যাম্‌ন্যাম্ জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও হিংস্র। আমি অনেকদিন থেকে এদের মধ্যেই কাটাচ্ছিলেম। ওদের সর্দ্দার কয়েকদিন হ'লো মরে' গেছে।

ওরা মনে করলে আমি কোন মন্ত্র-তন্ত্র করে' তাকে মেরে ফেলেছি! আমার বধাজ্ঞা প্রচার হ'লো। রজনী প্রভাতেই আমার দেহ শূলে বিদ্ধ হ'তো—দেবদূতের ন্যায় এসে আপনারা আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

"আমি যখন বন্দুকের শব্দ শুনলেম তখনিই 'রক্ষা কর' বলে' চিৎকার করেছিলাম। তার পর অনেকক্ষণ গেল, যখন আর কোন সাড়া পেলেম না, তখন মনে করলেম, ওটা বন্দুকের শব্দ নয়—ও আমার জাগ্রত স্বপ্ন মাত্র! আমি যে এখনো বেঁচে আছি, এ-ই আশ্চর্য্য।"

ফার্গুসন্ বলিলেন—

"চিন্তা কি। ধৈর্য্য ধরুন—সাহস করুন। আমরা ত কাছেই আছি। কাফ্রিদের কবল থেকে যখন আপনাকে রক্ষা করতে পেরেছি, মৃত্যুর হাত থেকে কি পারবো না?"

"আমি অত দূর আশা করি না। ভগবানের কাছে আমি অতটা চাই না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যে বন্ধুর করস্পর্শ করতে পারলেম—স্বদেশের মধুর কথা শুনতে পেলেম এ-ই যথেষ্ট।"

পাদরী ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমেই শঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল।

বেলুন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা গেল, পশ্চিমে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে! সমস্ত আকাশ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে!

মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—“ওটা আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখা !”

কেনেডি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—“বাতাস যে আমাদের ওই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।”

“ভয় নাই ডিক্। আমরা অনেক উপর দিয়ে চলে’ যাব। আগুন আমাদের স্পর্শ করিতে পারবে না।”

তিন ঘণ্টার পর ভিক্টোরিয়া সেই অগ্নিশিখার নিকটবর্ত্তী হইল। পর্ব্বতগর্ভ হইতে গলিত গন্ধকরাশি উৎসের ন্যায় উত্থিত হইয়া ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড বহু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। ফার্গুসন্ বেলুনের গ্যাসে তাপ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়া ছয় সহস্র ফিট উচ্চে উঠিল এবং অনায়াসে আগ্নেয় পর্ব্বত অতিক্রম করিল।

পাদরীর প্রবল প্রতাপ তখন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল। তিনি দুই চারিটী অসংলগ্ন বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার নিশ্বাস ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইয়া আসিতে লাগিল।

তখন মস্তকোপরি বিমল গগনে অসংখ্য তারকা জ্বলিতেছিল। পাদরী সেই তারকাখচিত আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—“বন্ধুগণ, আমি বিদায় হই। ভগবান্ যেন আপনাদের বাঞ্ছিত স্থানে নিয়ে যান। তিনিই যেন আমার ঋণ পরিশোধ করেন।”

কেনেডি কহিলেন, "এখনো ভরসা আছে। এমন সুন্দর রাত্রে কি কেউ মরতে পারে?"

"মৃত্যু আমার শিয়রে এসে বসেছে—আমি তা' ঠিক বুঝেছি। আর কেন? বীরের মত মৃত্যুর মুখের দিকে চাইতে দিন। মৃত্যুই এ জন্মের শেষ—আবার সেইখান থেকেই অনন্তের আরম্ভ। বন্ধুগণ, দয়া করে' আমাকে আমার জানুর উপর বসিয়ে দিন।"

কেনেডি তাহাই করিলেন। পাদরীর দুর্ব্বল শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—"হে ভগবান্, দয়া কর—দয়া কর—তোমার কাছে টেনে নাও।"

তাঁহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তখন পৃথিবীর মায়ালোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গের সিংহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। বন্ধুদিগকে শেষবার আশীর্ব্বাদ করিয়াই পাদরী কেনেডির বাহুর উপর ঢলিয়া পড়িলেন! ফার্গুসন্ গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সব শেষ ডিক্, সব শেষ!"

তাঁহারা রোদন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। ভিক্টোরিয়া তখন একটী শৈলচূড়ার উপর দিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিল। নিম্নে কোথাও মৃত আগ্নেয়-পর্ব্বত বদন ব্যাদন করিয়া অবস্থিত ছিল, কোথাও বা বিশুষ্কা পার্ব্বত্যতরঙ্গিণীর শেষ রেখা দেখা যাইতেছিল। নিকটবর্ত্তী শৈলমালা বারিহীন শুষ্ক ও একান্ত কঠিন বলিয়া

প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কোথাও স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড, কোথাও অতি বৃহৎ শিলা প্রতি মুহূর্ত্তেই বলিয়া দিতে লাগিল, এ প্রদেশ একান্ত নীরস, নিতান্ত ঊষর। তথায় বৃক্ষ লতা গুল্ম কিছুই ছিল না। যতদূর চক্ষু চলে কেবল শুষ্ক কঠিন নীরস প্রস্তর রৌদ্র-কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

দ্বিপ্রহরে ফার্গুসন্ একটী অতি প্রাচীন গিরিশঙ্কট-মধ্যে অবতরণ করিতে চাহিলেন—ইচ্ছা, তথায় পাদরীকে সমাহিত করিবেন। গ্যাসের উত্তাপ কমিল। বেলুন ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া প্রস্তর স্পর্শ করিল। জো এক লম্ফে নিম্নে অবতরণ করিয়া এক হস্তে বেলুন ধরিয়া অপর হস্তে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া বেলুন-মধ্যে স্থাপিত করিল। বেলুন স্থির হইল। জো আরও প্রস্তর তুলিল। বেলুন অচল হইল। কেনেডি এবং ফার্গুসন্ অবতরণ করিলেন।

গিরিশঙ্কট-মেধ্য অত্যন্ত গরম অনুভূত হইতেছিল। মধ্যাহ্ন-তপন তখন মস্তকোপরি অনল বর্ষণ করিতেছিল। তিন জনে চেষ্টা করিয়া পাদরীকে সমাহিত করিলেন।

ফার্গুসনকে চিন্তান্বিত দেখিয়া কেনেডি কহিলেন—

"কি ভাবছ, ফার্গুসন্?"

"ভাবছি, অক্লান্ত পরিশ্রম করে' ধৈর্য্যেরসঙ্গে সমস্ত বিপদ্ মাথায় নিতে পারলে, কি পুরস্কারই না মিলতে পারে! প্রকৃতির কি বিসংবাদী ব্যবস্থা। যেখানে কেবল আরাম সেখানে পুরস্কার নাই। যেখানে অগণিত বিপদ্ সেইখানেই

সব আছে—ধন, সম্পদ্, মান, যা' চাও। আজ আমরা কোথায় এই বীর ধর্ম্মযাজককে সমাহিত করলেম, জান?"

"কেন?"

"এই গিরিশঙ্কট যে স্বর্ণক্ষেত্র! যে পাদরী জীবন-কালে দারিদ্র্য ভিন্ন আর কিছুই জানতেন না, জীবনান্তে তিনি একটী বিপুল স্বর্ণক্ষেত্রে সমাহিত হয়েছেন!"

"স্বর্ণক্ষেত্রে! এ কি তবে স্বর্ণের খনি?"

"এই যে সব প্রস্তরখণ্ড তোমরা মূল্যহীন মনে করে' চরণে দলিত করছ, এর মধ্যেই বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ত্তমান আছে।"

জো বলিয়া উঠিল—"অসম্ভব! অসম্ভব!"

"অসম্ভব নয়, জো। একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবে।"

জো উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডগুলি অপসৃত করিতে লাগিল।

ফার্গুসন্ বলিলেন—

"জো ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও। কি করছ? এই অনন্ত সম্পদ্ তোমার কোন্ কাজে আসবে, জো? আমরা ত আর এ সব নিয়ে যেতে পারবো না।"

"কেন? কেন?"

"বেলুন অত ভার সইবে কেন?"

"আপনি বলেন কি! এত সোণা এখানে রয়েছে—আর আমরা কিছু সঙ্গে নিব না!—নিলে বড় মানুষ হ'য়ে যাব!"

জো উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

"সাবধান, জো। স্বর্ণমোহ ক্রমেই তোমায় আছন্ন করে' ফেলছে। মনুষ্য-জীবন যে অসার, তা' কি পাদরীর সমাধি দেখে বুঝতে পারছ না?"

জো বিরক্ত হইয়া কহিল—

"ও সব কথা বক্তৃতায় ভাল শুনায়। এ ত আর শুধু কথা নয়—ভারি ভারি সোণার দলা! আসুন মিঃ কেনেডি, আমরা দু'জনে দু'চার কোটী টাকার সোণা তুলে নি।"

কেনেডি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"ও দিয়ে আমরা কি করবো, জো! আমরা ত অর্থের কাঙ্গাল হ'য়ে এখানে আসি নাই। তোমার দুই পকেটে কত টাকারই সোণা ধরবে?"

"ভার ত আমাদের নিতেই হ'বে। বালির ভারের বদলে কিছু সোণাই নি না কেন?"

ফার্গুসন্ কহিলেন—

"হাঁ, তা' নিতে পার। আগেই কিন্তু বলে রাখি, যখনই দরকার হবে, তখনই বিনা ওজরে ভার ফেলতে হ'বে।"

"এ সবই কি সোণা?"

"সবই সোণা। প্রকৃতিরাণী আফ্রিকার এই অতিনিভৃত অজ্ঞাত অনধিগম্য প্রদেশে তাঁর সঞ্চিত স্বর্ণরাশি লোকলোচনের অন্তরাল করে' লুকিয়ে রেখেছেন। কালিডোনিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত সুবর্ণখনি একত্র করলেও এর তুলনা হয়

"হায় এত সোণা বৃথা নষ্ট হ'বে! কেউ এর কণামাত্রও পাবে না?"

"ভগবানের রাজ্যে এমন কত আছে, জো। যা' হোক্, তোমার তুষ্টির জন্য আমি—"

বাধা দিয়া জো উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"আমার তুষ্টি! কিছুতেই তা' হবে না—হায় হায় এত সোণা!"

"আগে শোনই। এ স্থানটার ঠিক পরিচয় আমি লিখে নিচ্ছি। ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তুমি এই স্বর্ণ-খনির কথা প্রচার করো। দেশের লোক যদি আবশ্যক মনে করে, অবাধে নিয়ে যেতে পারবে।"

"ভারের বদলে তবে সোণা তুলে নি। যাত্রা-শেষে যা' অবশিষ্ট থাকবে, তাই নিয়েই তুষ্ট হ'বো।"

জো বিশেষ আগ্রহের সহিত বেলুনে সোণার ভার তুলিতে লাগিল।

ফার্গুসন্ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এক মণ, দুই মণ, তিন মণ! জো ক্রমেই ভার তুলিতে লাগিল এবং প্রায় দ্বাদশ মণ তুলিয়া ফেলিল। ফার্গুসন্ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বেলুনে উঠিলেন। কেনেডি আপন স্থানে আসিয়া বসিলেন।

জো তখনো ভারই তুলিতেছিল!

ফার্গুসন্ গ্যাসে কিছুক্ষণ তাপ দিয়া জোকে ডাকিয়া কহিলেন—"বেলুন্ত আর চলে না!"

জো উত্তর দিল না। তাহার দেহ মন সব এক হইয়া তখন স্বর্ণরাশিতে তন্ময় হইয়াছিল। ফার্গুসন্ আব ডাকিলেন, "জো—"

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেলুনে উঠিয়া জো কহিল, "আজ্ঞা করুন।"

"কিছু ভার ফেলে দাও।"

"আপনিই ত নিতে বল্লেন!"

"বলেছি বৈ কি! কিন্তু অত ভার নিলে কি বেলুন চলবে?"

"অত! অত কৈ?"

"তোমার কি ইচ্ছা যে, আমরা জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত আফ্রিকার এই পাযাণ-স্তূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকি?"

জো কাতর দৃষ্টিতে কেনেডির দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, উপস্থিত বিপদে সাহায্য-ভিক্ষা। কেনেডি নীরব রহিলেন।

ফার্গুসন্ আবার কহিলেন—

"জো, ক্রমেই দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জল ফুরিয়ে এসেছে। চারিদিকে প্রস্তর-প্রাচীর। কিছু ভার ফেলে দাও—"

"হা—তা—দেখুন দেখি—বেলুনের কলটা খারাপ হয় নি ত?"

"কৈ না। দেখ না—কল ত চল্‌ছে—গ্যাসও উত্তপ্ত হয়েছে, বেলুন কত বড় হয়েছে!"

জো মাথা চুলকাইতে লাগিল এবং নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এক খণ্ড স্বর্ণপ্রস্তর তুলিয়া লইয়া তাহার ওজন অনুমান করিল এবং বেলুন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। বেলুন নড়িল না। জো কহিল—"নিশ্চয়ই কল খারাপ হয়েছে। এই ত ভার ফেলেছি। বেলুন নড়ে না কেন ?"

"হয় নাই, জো—আরো ফেলে দাও।"

জো আরও পাঁচসের ফেলিয়া দিল। বেলুন তবুও নড়িল না ! সাত সের—দশ সের—বিশ সের—! কি সর্ব্বনাশ ! তবুও যে বেলুন নড়ে না !

ফার্গুসন্ বলিলেন—"আমরা তিন জনে প্রায় পাঁচ মণ। পাঁচ মণ ভার ত ফেল !"

"পাঁ-চ-ম-ণ !" জো বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

নিরুপায় হইয়া আরও কিছু ভার ফেলিয়া কহিল—

"এই নিন, ঢের ফেলেছি। এই ত বেলুন উঠছে !"

"কৈ ? যেমন ছিল তেমনি আছে।"

"এই ত নড়ছে—না ? একটু নড়ছে বৈ কি !"

"ফেল—ফেল—আরও ভার ফেলে দাও।"

জো ফেলিতে লাগিল। সে যেন তাহার পঞ্জর চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল। এতক্ষণে বেলুন নড়িয়া—প্রায় শত ফিট উপরেও উঠিল। ফার্গুসন্ কহিলেন—

"এখনো যে পরিমাণ ভার আছে জো, যদি আর ফেলতে না হয়—"

"সে কি! আরো ফেলবেন? তবে আমাকেই ফেলে দিন!"

ফাৰ্গুসন্ ও কেনেডি জোর কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জো আর কথা কহিল না। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে নির্ব্বাক্ হইয়া সেই ভারের উপর শুইয়া পড়িল!

বেলুন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মরুভূমে

পরদিন ফাৰ্গুসন্ বলিলেন, "আমরা বড়ই ধীরে যাচ্ছি। দশ দিনে মাত্র অৰ্দ্ধেক পথ এসেছি। কিন্তু এখন যে ভাবে যাচ্ছি, বাকি পথটা যেতে যে কতদিন লাগবে তা' কে জানে। জল যে ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে, সেইটাই বড় চিন্তার কথা।"

কেনেডি কহিলেন, "জলের ভাবনা কি। পথে যেতে এতদিন যেমন পেয়েছি, এখনো তেমনি পাব।"

কেনেডির আশ্বাস-বাণীতে ফাৰ্গুসনের চিন্তা দূর হইল না। তিনি দূরবীক্ষণ লইয়া সম্মুখে বিস্তৃত সেই জলহীন প্রদেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, কোথাও নিম্ন ভূমির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, বরং তাঁহার মনে হইতে লাগিল, দূরে মরুভূমি থাকিবারই কথা। নিকটে বা দূরে তিনি কোথাও গ্রামের চিহ্ন

দেখিতে পাইলেন না। বোধ হইতে লাগিল, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি ক্রমেই যেন বিরল হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক্বচিৎ দুই চারিটী বিশুষ্ক তরু বা কণ্টকময় গুল্ম মাত্র দেখা যাইতে লাগিল। ফার্গুসন্ ক্রমেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দিন শেষে হিসাব করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণক্ষেত্র হইতে মাত্র ৩০ মাইল পথ আসিয়াছেন, অথচ জল ফুরাইয়া ১৫ সেরে দাঁড়াইয়াছে। ফার্গুসন্ পাঁচ সের জল ভবিষ্যতের জন্য সাবধানে সরাইয়া রাখিলেন। কলের জন্য দশ সের থাকিল। দশ সের জলে ৪০০ ঘন ফুট গ্যাস হয়। প্রতি ঘণ্টায় ভিক্টোরিয়ার ৯ ঘন ফুট গ্যাসের প্রয়োজন। তিনি সঙ্গীদিগকে কহিলেন—

"আর আমরা ৪৪ ঘণ্টা মাত্র যেতে পারি। রাত্রে যাওয়া হ'বে না। কোথায় যে খাল বিল নদী বা ঝরণা আছে, রাত্রে গেলে কিছুই দেখা যাবে না। জল চাই-ই চাই। এখন খুব কম জল খেয়ে কাটাতে হ'বে।"

কেনেডি কহিলেন, "তার জন্য ভাবনা কি। খুব কমই খাওয়া যাবে। এখনো ত প্রায় তিন দিন যেতে পারবো। এর মধ্যে কি আর জলই মিলবে না।"

রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত অতি সুন্দর রজনী। ফার্গুসন্ চাহিয়া চাহিয়া সেই নক্ষত্ররাশি দেখিলেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, বাতাসের বেগ বৰ্দ্ধিত হইবে না। তিনি বিচলিত হইলেন।

প্রভাতে বেলুন ছাড়া হইল। ভিক্টোরিয়া অতি ধীরে অগ্রসর হইল। ক্রমেই সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ ইচ্ছা করিলে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া শীতল স্থানে যাইতে পারিতেন, কিন্তু অনেকটা জল গ্যাস করিতে হইবে দেখিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। দ্বিপ্রহরে দেখা গেল, ভিক্টোরিয়া মাত্র দ্বাদশ মাইল পথ আসিয়াছে। তিনি কহিলেন—

"আমরা আর এর চেয়ে বেগে যেতে পারছি না। আগে বেলুন আমাদের দাস ছিল, এখন আমরাই বেলুনের দাস হ'য়ে পড়েছি!"

কপালের ঘাম মুছিয়া জো কহিল, "উঃ কি গরম—"

"এখন যদি আমাদের জল থাকতো, তা' হ'লে সূর্য্যের উত্তাপেই হাইড্রোজেন গ্যাস বিস্তার লাভ করতো—কলে তাপ দিতেই হ'তো না। সে দিন পাদরীকে বাঁচাতে এক মণ দশ সের জল ফেলে দিতে হয়েছে! থাকলে এখন কত উপকার হতো।"

"জলটা যে গেছে সে জন্য কি তোমার অনুতাপ হচ্ছে, ফার্গুসন্?"

"অনুতাপ! না ডিক্, তা' নয়। জল ফেলে দিয়ে যে আমরা পাদরীকে নিষ্ঠুর রাক্ষসদের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেম, সেই জন্যই আনন্দ হচ্ছে।"

ক্রমে ভূমি নিম্ন হইতে নিম্নতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বর্ণপর্ব্বতরাশির পাদমূল ক্রমেই সরিয়া গেল এবং

অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্র দেখা দিল। কদাচিৎ দুই একটী অৰ্দ্ধশুষ্ক লতা বা রসহীন বৃক্ষ নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—"আফ্রিকার নগ্ন মূর্ত্তি দেখ। আমি তোমাদের কাছে এই আফ্রিকার কথাই বলেছি।"

"এ আর বেশী কি! উত্তাপ আর বালু—এ ত হ'বেই! যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। এতদিন বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাট শস্যক্ষেত্র এই সব দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি ইংলণ্ডেই আছি। এতক্ষণে মনে হচ্ছে যে, আমরা আফ্রিকায় এসেছি।"

সমস্ত দিবস অগ্নি বৃষ্টি করিয়া সূর্য্য অস্ত গেল। ফার্গুসন্ দেখিলেন তাঁহারা কুড়ি মাইলের অধিক আসিতে পারেন নাই।

পরদিন আবার তপন উদিত হইল, আবার পূর্ব্ববৎ অনলবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাতাস পূর্ব্ববৎই মন্দ বহিল। ফার্গুসন্ দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিলেন সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত মরুভূমি! তপন কিরণে সমুজ্জ্বল ধূ ধূ বালুকারাশি জ্বলিতেছিল।

তিনি একেবারে হতাশ হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, 'কেনই বা কেনেডিকে আনিলাম, কেনই বা জোকে আসিতে দিলাম! আমিই এদের প্রাণনাশের কারণ হয়েছি!' কখনো ভাবিলেন, 'কেন এদেশে আসিলাম। যা' কখনো সম্ভব নয়, কেনই বা তাই করতে প্রবৃত্ত হলেম! এখনো সময় আছে—ফিরে যাই। ফিরতে কি পারবো না? উপরে উঠলে বুঝি বেগশালী বায়ু-প্রবাহ পেতে পারি। কি করি? উপরে উঠবো জল যে ফুরিয়েছে—'

ফার্গুসনের চিত্ত এত অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না। সঙ্গীদিগকে সকল অবস্থা জানাইলেন। জো কহিল, "ভৃত্য আমি। প্রভুর যা' ইচ্ছা, আমারও তাই।"

"কেনেডি, তোমার মত কি?"

"ফার্গুসন্, তুমি ত জান হতাশ হ'বার লোক আমি নই। আমাদের যাত্রাপথ যে নিতান্ত বিপদসঙ্কুল তা' আমি জানতেম। কিন্তু যখন দেখলেম যে, তুমি একা সেই বিপদের মধ্যে মাথা দিয়েছ, অমনি বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করে' আমি তোমার সহযোগী হয়েছি। আমি ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। ধৈর্য্য ধর। এখন ফিরে যেতে হ'লেও আবার হয় ত এই সব বিপদেই পড়বো। আমি বলি চালাও—যা' থাকে কপালে—চালাও।"

"বন্ধুগণ, ধন্যবাদ! তোমরা যে আমাকে এত বিশ্বাস কর, তা' আমি জানি।"

তিন জনে তখন করমর্দ্দন করিলেন। ফার্গুসন্ বলিলেন—"শোন বলি। গিনি উপসাগর থেকে আমরা বোধ হয় তিনশ' মাইলের অধিক দূরে নাই। সুতরাং এই যে মরুভূমি, এটা খুব বড় নয়। উপসাগরের তীরে অনেক দূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের বসতি আছে বলে' জানা গেছে। যদি দরকার হয়, আমরা সেই দিকে যাব। সে দিকেও কি একটু জল মিলবে না! কিন্তু ভাই, এখন বাতাসও যে নাই! বাতাসের অভাবেই যে বেলুন চলছে না।"

"যদি না চলে, বাতাসের জন্য অপেক্ষা করাই মঙ্গল। যখন পাব তখন যাব।"

তাহাই হইল। নির্ব্বিঘ্নে নিস্তব্ধ রজনী কাটিয়া গেল। প্রভাতে ফার্গুসন্ দেখিলেন, তিন সের মাত্র জল আছে। তখন নির্মেঘ আকাশে মরুসূর্য্য তক্ তক্ করিতেছিল। ভিক্টোরিয়া ৫০০ ফিট উঠিল। কিন্তু নীচেও যেমন উপরেও তেমন—বাতাস ছিল না। ফার্গুসন্ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—

"আমরা এখন মরুভূমির ঠিক মধ্যে। দেখ, বালুকারাশির কি বিপুল বিস্তার! কি বিস্ময়কর দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, দেখ। প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য লীলা! কে এর রহস্য ভেদ করতে পারে! আফ্রিকার এক দিকে কত নিবিড় বন, সরস প্রান্তর, বিপুলা তরঙ্গিণী, বিশাল হ্রদ—আর এদিকে যোজনের পর যোজন বিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকারাশি! বৃক্ষ নাই, লতা নাই, গুল্ম নাই—সামান্য আশ্রয় পর্য্যন্ত নাই! শীতল বারির পরিবর্ত্তে এখানে জ্বালাময় অগ্নি ছুটছে। কেন এমন হয়েছে বলতে পার, কেনেডি?"

"না ভাই, ও সব কেনর আমি ধার ধারি না। তবে অবস্থাটা যে, ওই রকমই' তার জন্যই চিন্তা হয়েছে। দেখছ না, বেলুন ত দাঁড়িয়ে গেল!"

এমন সময় জো বলিয়া উঠিল—"আমার যেন বোধ হচ্ছে, পূবের দিকে একটু মেঘ দেখা দিয়েছে।"

"হাঁ হাঁ ঠিক—জোর কথা ঠিক। ফার্গুসন্, দেখ—দেখ।"

"এতক্ষণে তবে মেঘ দেখা দিয়েছে। একটু বৃষ্টি আর বাতাস—ব্যস্।"

"দেখা যাক।"

"আজ বুঝি শুক্রবার?"

"কেন জো? তাতে কি?"

"আমি শুক্রবারকে বড় ভয় করি। ওটা বড় অলক্ষণে বার।"

"আজ তোমার সে ভুল ভাঙ্গবে, জো।"

"হোক হোক—তাই হোক। এ গরম আর সহ্য হয় না।"

ফার্গুসন্‌কে সম্বোধন করিয়া কেনেডি বলিলেন—

"এত গরমে বেলুনের ত কিছু খারাপ হ'বে না?"

"না, সে ভয় নাই। রেশমের উপর গাটাপার্চা দেওয়া আছে। খুব বেশী উত্তাপেও কিছু হবে না।"

জো আনন্দে করতালি দিয়া কহিল—"ওই যে মেঘ—ওই যে মেঘ—আর ভয় নাই।"

দুই বন্ধু চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই বহুদূরে আকাশের প্রান্তদেশে একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে। উহা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছিল। ফার্গুসন্ মেঘের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা ১১টার সময় উহা সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল; কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, মেঘের প্রান্তভাগ দিগ্বলয় ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ফার্গুসন্ গম্ভীরভাবে বলিলেন—

"ও মেঘের উপর কোনো আস্থা স্থাপন করা যায় না। সকালেও যেমন ছিল, এখনো তেমনিই আছে।"

"তোমার কথাই ঠিক, ফাগু´সন্। আমাদের অদৃষ্টে বাতাসও নাই, বৃষ্টিও নাই।"

"আমারও ত তাই বোধ হচ্ছে। মেঘখানা যত উপরে উঠছে—"

বাধা দিয়া কেনেডি বলিলেন—

"আচ্ছা, মেঘ যদি কাছে না আসে, আমরা ত মেঘের কাছে যেতে পারি।"

"তা'তে বড় বেশী ফল হ'বে না। কেবল খানিকটা গ্যাস নষ্ট হ'বে। কিন্তু আমরা যেমন সঙ্কটে পড়েছি, তা'তে আর চুপ করে' থাকা যায় না। চল উঠি।"

বেলুন ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ভূমিতল হইতে ১৫০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভিক্টোরিয়া সেই মেঘের ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানেও বাতাস ছিল না। সে মেঘেও বারি ছিল না। ফাগু´সন্ চিন্তান্বিত হইলেন।

অকস্মাৎ জো চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"দেখুন—দেখুন—আমরাই যে শুধু এ দেশে এসেছি তা' নয়। ওই দেখুন, আর একটা বেলুনেও মানুষ আছে।"

কেনেডি বলিলেন—"জো পাগল হ'ল না কি?"

জো আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"ওই দেখুন—"

কেনেডিও জোর ন্যায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ফার্গুসন্, সত্যই ত—দেখ দেখ—"

ফার্গুসন্ ধীরভাবে বলিলেন, "বুঝেছি। ওটা মায়া।"

"মায়া! বল কি! ওই দেখ না, বেলুনে কয়েকজন যাত্রীও আছে। আমরাও যে দিকে যাচ্ছি ও বেলুনটাও সেই দিকেই যাচ্ছে।"

ফার্গুসন্ বলিলেন—"ওদের নিশান দেখাও।"

কেনেডি যখন পতাকা হস্তে সঙ্কেত করিলেন, তখন সে বেলুনের যাত্রীরাও পতাকা নাড়িল।

ফার্গুসন্ বলিলেন, "কেমন ডিক্, এখন বিশ্বাস হয় যে ওটা মায়া। ও বেলুন তোমাদেরই ছায়া মাত্র।"

জো বলিল, "এ কথা বিশ্বাস হয় না। আকাশের গায়ে বেলুনের ছবি। আকাশ ত আর দর্পণ নয়।"

"আচ্ছা, তুমি হাত নেড়ে সঙ্কেত কর।"

জো তাহাই করিল।

"কি দেখলে?"

"ও বেলুন থেকেও ঠিক আমারই মত হাত নাড়ছে। ওটা মায়াই বটে।"

"তোমার চোখের ভুল মাত্র। মরুভূমিতে অমন হয়। বাতাস লঘু হ'লেই অমন দেখা যায়।"

মরুভূমির মায়া-ছবি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। মেঘখণ্ড দেখিতে দেখিতে আরো উপরে উঠিয়া গেল। যতটুকু বাতাস

ছিল, সেই সঙ্গে তাহাও গেল। ফার্গুসন্ অনন্যোপায় হইয়া নিম্নে নামিলেন।

বেলুন অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। অপরাহ্নে জো কহিল—“দূরে দু’টো তাল গাছ দেখা যাচ্ছে।”

“যদি সত্যই গাছ হয়, তা’ হ’লে ওখানে নিশ্চয়ই জল আছে।” ফার্গুসন্ দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন যে, সত্যই তাল বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—“পেয়েছি—জল পেয়েছি। আর ভাবনা নাই।”

জো তখন বলিল, “তবে একটু জল খেতে দিন। বড়ই গরম বোধ হচ্ছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়েছে।”

নিকটেই জল পাওয়া যাইবে দেখিয়া, ফার্গুসন্ জোকে জল পান করিতে দিলেন।

ছয়টা বাজিল। ভিক্টোরিয়া তখন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট তাল বৃক্ষের সন্নিকটে আসিল। সে ত বৃক্ষ নয়—বৃক্ষের প্রেত-ছায়া! শুষ্ক শীর্ণ পত্র-বিরহিত! আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে যেন কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছে। ফার্গুসন্ ভীত চিত্তে বৃক্ষের দিকে চাহিলেন। বৃক্ষনিম্নে একটী কূপের রৌদ্র-দগ্ধ প্রস্তরখণ্ডগুলি পতিত ছিল। সেখানে জলের চিহ্নমাত্রও ছিল না। ফার্গুসন্ বন্ধুদিগকে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনাইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের চীৎকারে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, যতদূর চক্ষু চলে মৃত মনুষ্যের কঙ্কাল সেই উত্তপ্ত অগ্নিতুল্য বালুরাশির উপর পতিত আছে। শুষ্ক কূপে চতুর্দ্দিকে

আরো কতকগুলি কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কঙ্কালের সারি দেখিয়া ফার্গুসন্ মুহূর্ত্তে বুঝিলেন যে, পর্য্যটকগণ এই পথে আসিতে আসিতে দূরে কূপ দেখিয়া জলের আশায় শুষ্ক কণ্ঠে উহার দিকে ছুটিয়াছিল। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা কূপ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও পারে নাই—পথিমধ্যেই পড়িয়া মরিয়াছে! সবল যাহারা তাহারা কূপের নিকট যাইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তিন বন্ধু এই দৃশ্য দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। কেনেডি বলিলেন—

"আর জলে কাজ নাই ফার্গুসন্, চল পালাই। এ দৃশ্য আর দেখা যায় না।"

"না ডিক্, পালালে হ'বে না। জল আছে কি না দেখতেই হ'বে। কূপের তল পর্য্যন্ত পরীক্ষা না করে' যাওয়া হ'বে না।"

জো এবং কেনেডি বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া এক দৌড়ে কূপের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কূপের তলদেশেও বিন্দু মাত্র বারি ছিল না। তাঁহারা বালু সরাইতে লাগিলেন, কিন্তু জল মিলিল না। দারুণ শ্রমে ক্লান্ত হইয়াও তাঁহারা খনন করিতে বিরত হইলেন না। প্রবল বেগে স্বেদ ঝরিতে লাগিল—শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—চক্ষু অন্ধকার হইল—মস্তক ঘুরিতে লাগিল—জল মিলিল না।

* * *

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জল—জল—একটু জল

পরদিন প্রভাতে ফার্গুসন্ যখন বেলুন ছাড়িলেন, তখন কহিলেন—“আর ছ’ঘণ্টা মাত্র যাওয়া যা’বে। যদি এর মধ্যে জল না পাই, তবে মৃত্যু নিশ্চিত।”

ফার্গুসন্‌কে একান্ত চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া জো কহিল—

“যদিও এখন বাতাস তেমন নাই, কিন্তু হ’বে বলে’ বোধ হচ্ছে।”

বৃথা আশা। বাতাস উঠিল না। তাম্বুর অভ্যন্তরস্থ তাপমান-যন্ত্রে দেখা গেল, উত্তাপ ১০৯ ডিগ্রী। জো এবং কেনেডি শয্যা গ্রহণ করিলেন।

যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। জলের পরিবর্ত্তে তাহারা ব্রাণ্ডি পান করিলেন। কিন্তু উহা অগ্নিতুল্য। তৃষ্ণা নিবারণ করিল না, বরং আরো বাড়াইয়া তুলিল। তখন এক সের মাত্র জল সম্বল ছিল। তাহাও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই সেই তপ্ত জলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে সাহসী হইলেন না। বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে মাত্র এক সের জল। কে সাহস করিয়া তাহা পান করিয়া সম্বলহীন হইতে পারে।

ফার্গুসন্ ভাবিতে লাগিলেন, বেলুনকে হাওয়ায় ভাসিয়ে

রাখতে যেয়ে খানিকটা জল কেন নষ্ট করলেম। জলটা গ্যাস না করে' খাবার জন্য রাখলেই কি ভাল হ'তো না। মোটেই ত সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ মাইল পথ এসেছি। যদি না আসতেম, তা' হ'লেই বা কি হ'তো। সেখানেও জল ছিল না—এস্থানেও নাই। যদি বাতাস আসে, সেখানেও যেমন বয়ে' যাবে, এখানেও ঠিক তেমনি যাবে। তবে কেন এলেম, কেন জল নষ্ট করলেম। আর এক সের জল থাকলে অন্ততঃ ৮৷৯ দিন মরতে হ'তো না। ন' দিনে কত কি ঘটতে পারে। পৃথিবী ওলোট-পালট হয়ে যেতে পারে। বেলুন নিয়ে উপরে উঠতেও জল লেগেছে। তখন ভার ফেলে দিয়েও ত উঠতে পারতেম। হায়, কেনই বা তা' করলেম না! না হয় বেলুনের গ্যাস ছেড়ে দিয়ে নীচে নামা যেত।

তা' কি যেত ? না—কখনো যেত না। গ্যাসই যে বেলুনের প্রাণ। সে প্রাণই যদি না থাকলো তবে আর বেলুন থেকে লাভ কি !

ফার্গুসন্ এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন্ দিক্ দিয়া যে সময় কাটিয়া গেল, তাহা বুঝিতেই পারিলেন না।

শেষে মনে মনে কহিলেন, 'একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখতে হ'বে। আর একবার উপরে উঠে চেষ্টা করে' দেখি, যদি বায়ু-প্রবাহ পাই। তার জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করতে হ'বে!'

জো এবং কেনেডি তখন ঝিমাইতেছিলেন। ফার্গুসন্ তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ডাকিলেনও না।

কলে উত্তাপ দিতে লাগিলেন। বেলুন উপরে উঠিল—আরো উপরে—আরো উপরে। কোথাও বাতাস ছিল্ না। কোথাও বায়ুপ্রবাহ মিলিল না! ফার্গুসন্ ৫ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়াও বেগশালী বায়ুপ্রবাহের সন্ধান পাইলেন না।

জল ফুরাইল! মরুভূমে শেষ সম্বল এক সের জল—তাহাও ফুরাইল! গ্যাসের অভাবে কলের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। বৈদ্যুতিক যন্ত্র আর চলিল না। ভিক্টোরিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যে স্থান হইতে উঠিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই আসিয়া বালুরাশি স্পর্শ করিল।

তখন মধ্যাহ্ন। ফার্গুসন্ হিসাব করিয়া দেখিলেন, চ্যাড-হ্রদ তথা হইতে ৫০০ মাইলের কম নহে। আফ্রিকার পশ্চিম তীরও তখন প্রায় ৪০০ মাইল ছিল। বেলুন ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র জো এবং কেনেডির মোহ ভঙ্গ হইল। কেনেডি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা কি এখানেই থাকবো?"

"না থেকে আর উপায় কি। কলের সব জলটুকু শেষ হয়েছে"

তিন জনে বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া আপন আপন ওজনের সমান বালুকা তুলিয়া বেলুন মধ্যে রাখিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইতে লাগিল। কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। রাত্রে জো মাখন এবং বিস্কুট বাহির করিল। কেহ আহার করিলেন না। মাত্র এক গণ্ডুষ করিয়া উষ্ণ বারি পান করিয়া নৈশ-ভোজন শেষ করিলেন!

সমস্ত রজনী কাহারো নিদ্রা হইল না। এতই গরম বোধ হইতেছিল যে, এক একবার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল পান করিবার জন্য আর অর্দ্ধ সের মাত্র জল আছে। ফার্গুসন্ উহা একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। তিন জনেই স্থির করিলেন যে, শেষ সময় ভিন্ন উহা পান করিবেন না।

অল্পক্ষণ পরেই জো কহিল, "বাপরে! ১২০ ডিগ্রী উত্তাপ! আমার দম বন্ধ হচ্ছে। গা জ্বলে' যাচ্ছে।"

কেনেডি বলিলেন, "বালু এত তেতেছে, যেন আগুনে ভাজা! আকাশে বিন্দুমাত্রও মেঘ নাই। এমন অবস্থায় পড়লে মানুষ মূহূর্ত্তে পাগল হয়।"

বন্ধুদিগকে সাহস দিয়া ডাক্তার কহিলেন—"হতাশ হ'য়ো না। মরুভূমে খুব বেশী গরম হ'লে তার পর নিশ্চয়ই ঝড় বৃষ্টি হয়।"

"তার ত কোন লক্ষণ দেখি না, ফার্গুসন্।"

"এখন তেমন কিছু নাই বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বায়ুমান যন্ত্রের পারা যেন নিম্নগামী হ'বার মত হয়েছে।"

"ও তোমার ভ্রম, ফার্গুসন্।"

"না ডিক্। সাহস কর। ধৈর্য্য ধর।"

কেনেডি যতই সেই মেঘশূন্য পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল আকাশ ও দিগন্তবিস্তারি উত্তপ্ত বালুকারাশির দিকে চাহিতেছিলেন, ততই শঙ্কিত হইতেছিলেন। তাঁহারা ক্রমে বিকারগ্রস্ত হইতে লাগিলেন।

রাত্রি আসিল। ফার্গুসন্ ভাবিলেন দ্রুতপদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে হয় ত কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে। তিনি সঙ্গীদিগকে ডাকিলেন।

কেনেডি বলিলেন,

"আমি এক পা-ও চলতে পারি না।"

জো কহিল, "আমার ঘুম পাচ্ছে।"

ফার্গুসন্ পুনরায় কহিলেন, "এ অবসাদ দূর করতেই হ'বে। ঘুমিয়ে পড়লে বড় খারাপ হ'বে। এস বেড়াই।"

তাঁহারা ভ্রমণ করিতে চাহিলেন না। ফার্গুসন্ একাকী যাত্রা করিলেন। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত আকাশ, নিম্নে সুদূরবিস্তৃত মরুভূমি। পশু নাই—পক্ষী নাই—জন-প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই! চতুর্দ্দিকে ভীষণ নীরবতা। ফার্গুসন্ একাকী যাত্রা করিলেন। প্রথমে হাটিতে পারিলেন না—চরণ চলিতে চাহিল না। কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে করিতেই লুপ্তশক্তি যেন অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কতদূর গেলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে অকস্মাৎ মস্তক ঘুরিয়া উঠিল—চক্ষু অন্ধকার হইল—শরীর অবসন্ন হইয়া গেল। চরণদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। সেই ভীষণ নীরবতা যেন তাঁহাকে একান্ত ভীত করিয়া তুলিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভিক্টোরিয়ার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। ফার্গুসন্ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। বন্ধুদিগকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন। কাহারো

উত্তর পাইলেন না। প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত হইল না। ফার্গুসন্ তখন সেই তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার যখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর। ফার্গুসন্ চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, তিনি ভূশয্যায় পতিত রহিয়াছেন। জো ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

জো কহিল, "আপনার কি হয়েছে?"

"কিছু নয় জো। অকস্মাৎ বলশূন্য হয়েছিলাম।"

"আমার কাঁধের উপর ভর করে' চলুন। ভিক্টোরিয়ায় ফিরে যাই।"

ফার্গুসন্ তাহাই করিলেন।

যাইতে যাইতে জো কহিল—"এমন করে' কি একাকী আসতে আছে। এ ভাবে আর ক'দিন কাটবে? যদি বাতাস না উঠে, তবে ত আমরা তিন জনে একত্রে মারা যাব।"

ফার্গুসন্ নীরব রহিলেন। জো কহিল—

"আপনাদের মঙ্গলের জন্য আমি জীবন পণ করেছি। দু'জনের জন্য এক জনের আত্ম-বিসর্জ্জন করাই উচিত। আমি তাই করবো।"

"তাতে কি হ'বে জো? প্রাণ দিলে কি বাতাস এনে দিতে পরবে?"

"কিছু খাবার নিয়ে আমি পদব্রজে যাত্রা করতে চাই। হয় ত কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে পারি। কোন একটা

গ্রাম পেলে মনের কথা গ্রামবাসীদের এক রকম করে' বুঝিয়ে দিতেই পারবো। আমি সেখান থেকে আপনাদের জন্য জল আনবো। যদি এর মধ্যে বাতাস উঠে, আমার জন্য আপনারা অপেক্ষা করবেন না।"

"এ অসম্ভব, জো। তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না।"

"একটা ত উপায় করতে হবে। আমি গেলে ক্ষতি কি?"

"না জো, তা' হ'বে না। এ বিপদের সময় আমরা এক সঙ্গেই থাকবো। যদি মরতে হয়, একত্রেই মরবো। ধৈর্য্য ধরে' অপেক্ষা করা ভিন্ন আর উপায় কি?"

"বেশ—আমি আর একদিনমাত্র দেখবো। যদি মঙ্গলবারেও বাতাস না উঠে আমি পদব্রজে যাত্রা করবো। কোন বাধাই মানবো না।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বেলুনের নিকটে আসিলেন। রাত্রি একরূপে কাটিয়া গেল।

প্রভাত হইতেই ফার্গুসন্ বায়ুমান-যন্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি তখন নিম্নে অবতরণ করিয়া ভাল করিয়া আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য তেমনি প্রখর—বালুকারাশি তেমনি তপ্ত—আকাশ তেমনি পরিচ্ছন্ন। তিনি আপন মনে বলিলেন, 'তবে কি আমাদের শেষ সময়, সত্যই এসেছে!"

জো কোন কথা কহিল না। নীরবে বসিয়া তাহার যাত্রার

কথা ভাবিতে লাগিল। কেনেডি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ জিহ্বা তালু সমস্তই শুষ্ক হইয়াছিল। সেই শুষ্ক কণ্ঠে ও জিহ্বায় এমন ক্ষত হইয়াছিল যে, কথা কহিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। বেলুনে যে, তখনো একটু জল ছিল, তাহা তিন জনেই জানিতেন। সেই কয়েক বিন্দু বারি নিঃশেষে পান করিয়া অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য কষ্টের লাঘব করিতে তিন জনেরই ইচ্ছা হইতেছিল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটা পাশবিক ভাব মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

কেনেডি আহত সিংহের ন্যায় হইলেন। তিনি সমস্ত দিন ধরিয়া প্রলাপ বকিলেন। জল—জল—একটু জল। কণ্ঠ পুড়িয়া গেল—বক্ষ ফাটিয়া গেল—এক বিন্দু জল। কেনেডি এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কখনো সেই অগ্নি-তুল্য বালুরাশির মধ্যে অবতরণ করিতে লাগিলেন, কখনো বেলুনে উঠিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিজের অঙ্গুলি দংশন করিলেন! নিকটে ছুরি থাকিলে—তিনি হয়ত শিরা কাটিয়া আপন রুধির পান করিতেন!

কেনেডি অল্পকাল মধ্যেই দুর্ব্বল অবসন্ন দেহে শয্যা লইলেন এবং অপরাহ্নেই উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। জো-ও সেই সময় বুদ্ধি হারাইল! বিকারের ঘোরে সে দেখিল সম্মুখেই দিগন্তবিস্তৃত শীতল সলিল রৌদ্রকিরণে ঝকমক করিতেছে। জে কাল বিলম্ব না করিয়া উহা পান করিবার জন্য বেলুন

হইতে ঝম্প দান করিল এবং পরক্ষণেই রৌদ্রতপ্ত রালুরাশি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে বেলুনমধ্যে পলায়ন করিল। আবার সেই ভ্রম—আবার জো সলিল বলিয়া বালুকার মধ্যে মুখ গুঁজিল! পরক্ষণেই বিরক্ত হইয়া কহিল—

"এ জল কে খাবে—বড়—লোণা।"

ফার্গুসন্ এবং কেনেডি তখন মৃতবৎ পড়িয়াছিলেন। জো আর পারিল না। কোনক্রমে জানুতে ভর করিয়া নিজের শক্তিহীন দেহকে টানিয়া লইয়া বেলুনে উঠিল এবং ক্ষিপ্র হস্তে জলের বোতলটী লইয়া পান করিতে আরম্ভ করিল। কেনেডি ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনিও কোন প্রকারে জোর নকটে উপস্থিত হইয়া ভীষণ কণ্ঠে কহিলেন—

"দাও—দাও—আমাকে দাও।"

জো তখন বিশ্ব-সংসার বিস্মৃত হইয়া জলপান করিতেছিল। কেনেডি পুনরায় কহিলেন—

"জো, তোমার চরণে ধরি—মিনতি—করি—একটু দাও। বেঁশী নয় এতটুকু জল। দাও জো দাও—প্রাণ যায়—রক্ষা কর—"

জো কাঁদিতে কাঁদিতে জলের বোতলটী—তাহার শেষ আশা, শেষ সম্বল কেনেডির হস্তে অর্পণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মরু ঝটিকা

রাত্রি কিরূপে অতিবাহিত হইল, তাহা কেহ জানিল না। প্রভাতে প্রখর সূর্য্যের তাপে যখন হস্তপদ দগ্ধ হইতেছিল, তখন জো এবং কেনেডির মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, যেন পাদাঙ্গুলি হইতে ক্রমেই শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে—দেহ পুড়িয়া ছাই হইতেছে। জো উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ফার্গুসন্ বেলুন মধ্যে পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া বসিয়া একদৃষ্টে সুদূর আকাশ প্রান্তে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বাহুযুগ বক্ষোপরি স্থাপিত, চক্ষু পলকহীন, নিশ্চল।

কেনেডিকে তখন অতিশয় ভীষণ দেখাইতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ মস্তক নাড়িতেছিলেন। অকস্মাৎ বন্দুকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কেনেডি উন্মত্তের ন্যায় উহা তুলিয়া লইলেন এবং নলটী মুখের ভিতর দিয়া যেই আত্মহত্যা করিবেন, অমনি জো তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। চীৎকার করিয়া কহিল—"মিঃ কেনেডি, করেন কি—করেন কি?"

"ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—দূর হও।"

কেনেডি জোকে সজোরে ধাক্কা দিলেন।

জো তাঁহাকে ছাড়িল না।

তখন উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেনেডি পণ করিয়াছিলেন আত্মহত্যা করিবেনই। তাহা নিবারণের জন্য জো প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। ফার্গুসন্ এ সব কিছুই দেখিতেছিলেন না। তখনো তিনি প্রস্তরগঠিতবৎ বসিয়া আকাশ-প্রান্তে চাহিয়াছিলেন।

মল্ল-যুদ্ধ করিতে করিতে কেনেডির বন্দুক হস্ত-চ্যুত হইল এবং ভূতলে পতিত হইবামাত্র সশব্দে আওয়াজ হইয়া গেল।

বন্দুকের শব্দে ফার্গুসনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আকাশ দেখাইয়া বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—

“দেখ—দেখ—ওই দূরে চেয়ে দেখ।”

ফার্গুসন্ এরূপ উত্তেজিতভাবে এই কথা কয়েকটী বলিলেন যে, জো এবং কেনেডি পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন মরুক্ষেত্র যেন সহসা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। বিশাল ঝটিকার সময় সমুদ্র যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে থাকে, মরুসমুদ্রও তখন যেন তেমনি ছুটিয়া আসিতেছিল। বায়ুতাড়িত বালুকারাশি ভীষণ তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ধূলিপটলে সমগ্র আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল—সূর্য্য আবৃত হইল।

ফার্গুসনের নয়নদ্বয় তখন অগ্নির ন্যায় ধক্ ধক্ জ্বলিতেছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—“মরু-ঝটিকা আস্‌ছে।”

জো চীৎকার করিয়া উঠিল—“ওই—ওই—মরুঝটিকা।”

কেনেডি কুপিত কণ্ঠে কহিলেন "বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! আমাদের যম আস্‌ছে!"

ফার্গুসন্ ক্ষিপ্রহস্তে বেলুনের ভার ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—"যম নয় ডিক্—যম নয়! আমাদের পরম বন্ধু! আমাদের রক্ষার জন্যই বুঝি আজ মরুঝটিকা উঠেছে। এস—সত্বর হও। ভার ফেল।"

ফার্গুসন্ কহিলেন—"জো পঁচিশ সের।"

জো এবার বিনা বাক্যব্যয়ে পঁচিশ সের সোণার ভার নিক্ষেপ করিল! দেখিতে দেখিতে সেই প্রবল বালুকা-তরঙ্গ নিকটে আসিল—দেখিতে দেখিতে বাতাহত বেলুন কাঁপিয়া উঠিল, দুলিল এবং পরক্ষণেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উল্কার ন্যায় ছুটিতে লাগিল।

"জো—ফেল—ফেল—আরও ভার ফেল।"

ফার্গুসনের আদেশ মাত্র জো অনেকটা ভার ফেলিয়া দিল। বেলুন মুহূর্ত্তে সেই উত্তপ্ত বায়ুস্তরের উপরে উঠিল এবং বাত্যাতাড়িত বালুকার উপর দিয়া নক্ষত্রবেগে চলিতে লাগিল!

ফার্গুসন্, কেনেডি এবং জো নির্ব্বাক্ হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। আশায় ও উৎসাহে তিন জনেরই বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বেলা ৩টার সময় ঝড় থামিল। আকাশ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। ভিক্টোরিয়া তখন অচল হইয়া একটী উর্ব্বর ক্ষেত্রের শত হস্ত উপরে ভাসিতেছিল। তাঁহারা দেখিলেন বায়ুতাড়িত

বালুকারাশি নানাস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া বেলুনের দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছে। অদূরে পত্রে পুষ্পে শোভিত বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলি সমুদ্র মধ্যে দ্বীপবৎ দেখা যাইতেছে।

ফার্গুসন্ কহিলেন—"নিশ্চয়ই এখানে জল আছে।"

তিনি খানিকটা গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া বেলুনকে নামাইলেন। কেনেডি এবং জো মুহূর্ত্তে লম্ফ দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। ফার্গুসন্ কহিলেন—"মরু-ঝটিকার কি দারুণ বেগ! আমরা ৪ ঘণ্টায় প্রায় ২৪০ মাইল পথ এসেছি!"

কেনেডি এবং জো জলের সন্ধানে যাইতেছিলেন দেখিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—"বন্দুক নিয়ে যাও। খুব সাবধানে যেও, ডিক্। চারিদিকে চোখ রেখো।"

তাঁহারা উভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। জল—জল—একবিন্দু জল। সম্মুখে বৃক্ষ-লতা-পরিবেষ্টিত স্থান দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এখানে জল আছে। পিপাসায় কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত তখন শুষ্ক, জিহ্বায় ক্ষত হইয়াছে—শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। তখন কি আর ধীর বিবেচনার সময় থাকে। কেনেডি এবং জো প্রাণপণে দৌড়াইলেন! যদি তাঁহারা ধীরে যাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, সেই সিক্ত ভূমির উপর বৃহৎ বৃহৎ পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ও কিসের গর্জ্জন? তাঁহারা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সে

ভীষণ গর্জ্জনে বৃক্ষ লতা গুল্ম সমস্তই যেন কম্পিত হইয়া উঠিল! আবার—আবার—সেই ভীষণ গর্জ্জন!

জো কহিল—"নিকটেই সিংহ ডাকছে!"

কেনেডি তখন মরিয়া হইয়াছিলেন। আর একটু অগ্রসর হইলেই যথেচ্ছা শীতল বারি পান করেন, অথচ এ কি বিঘ্ন উপস্থিত হইল! তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন—

"বেশ হয়েছে—চল—এগিয়ে চল!"

"মিঃ কেনেডি আপনি একজন বিখ্যাত শিকারী, মনে রাখবেন আপনার উপরেই আমাদের জীবন নির্ভর করছে। একটু সাবধানে চলুন।"

কেনেডি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা দেখিলেন, একটী তাল-বৃক্ষের নিম্নে প্রকাণ্ড একটা সিংহ লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছে। তাহার কৃষ্ণ বর্ণ কেশরগুলি দুলিতেছে, চক্ষু অগ্নিপিণ্ডবৎ জ্বলিতেছে, রসনা লক্‌লক্‌ করিতেছে! পলক ফেলিতে না ফেলিতে সিংহ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লম্ফ প্রদান করিল!

গুড়ুম্—কেনেডির বন্দুকের ধ্বনি হইল গুড়ুম্!

তাঁহার গুলির আঘাতে পশুরাজ একটী বিকট চিৎকার করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল এবং তন্মুহূর্ত্তেই প্রাণ ত্যাগ করিল।

কেনেডি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। একদৌড়ে নিকটস্থ কূপের নিকট গমন করিলেন এবং পিচ্ছিল প্রস্তর

সোপানাবলী বহিয়া নিম্নে নামিয়াই প্রাণ ভরিয়া জল পান করিতে লাগিলেন। জোও তদ্রূপ করিল।

জল পান করিতে করিতে নিশ্বাস লইবার জন্য মুখ তুলিয়া জো কহিল—"সাবধান! অত খাবেন না। এখনই অসুখ করবে।"

কেনেডি শুনিলেন না। যদৃচ্ছা জল পান করিতে লাগিলেন। জলে হস্ত পদ ডুবাইলেন। মস্তক ধুইয়া ফেলিলেন—সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিলেন।

জো কহিল—"ডাক্তার ফার্গুসন্ জলের আশায় বসে' আছেন। চলুন—চলুন জল নিয়ে যাই।"

কেনেডি তাড়াতাড়ি বোতল পূর্ণ করিয়া জল লইলেন এবং সোপান বহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

ও কি? কেনেডি অর্দ্ধ পথে থামিয়া গেলেন।

দেখিলেন আর একটী প্রকাণ্ড সিংহ কূপের মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

সিংহ একটী বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল!

কেনেডি কহিলেন—"এটা সিংহিনী! দাঁড়াও—দেখাচ্ছি!" তাঁহার নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বন্দুকে গুলি পূরিলেন। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে আওয়াজ করিলেন। সিংহিনী আহত হইয়া সরিয়া গেল।

কেনেডি অগ্রসর হইলেন। কহিলেন—"পালিয়েছে জো, চলে' এস।"

"না—না—যাবেন না। সিংহিনী মরে নাই। নিশ্চয়ই মুখের কাছে লুকিয়ে আছে। যিনি আগে উঠবেন তাঁর ঘাড়েই লাফিয়ে পড়বে।"

"ফার্গুসন্ যে এক ফোঁটা জলের জন্য পথ চেয়ে আছে! তার প্রাণ যে যায়! চল—যেতেই হ'বে।"

"সিংহিনীটাকে বধ করে' এখনি যাচ্ছি চলুন।"

এই বলিয়া জো তাহার জামা খুলিয়া বন্দুকের নলের সঙ্গে বাঁধিয়া তুলিয়া ধরিল। বলিল—"মিঃ কেনেডি, আপনি প্রস্তুত থাকুন—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে কুপিতা সিংহিনী বন্দুকের উপর লাফাইয়া পড়িল। কেনেডি প্রস্তুত ছিলেন, গুলি করিলেন। সিংহিনী চীৎকার করিতে করিতে কূপ মধ্যে গড়াইয়া পড়িল। ধাক্কা লাগিয়া জোও পতিত হইল। তাহাকে আঘাত করিবার জন্য সিংহিনী তাহার বৃহৎ 'থাবা' তুলিল। জো চক্ষু মুদিল!

পরক্ষণেই আর একটী বন্দুকের শব্দ হইল। সিংহিনীব শেষ আর্ত্তনাদ কূপের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিরা ফিরিতে লাগিল। জো পলক মধ্যে লম্ফ দিয়া উঠিল এবং সেই বারিপূর্ণ বোতলটী ফার্গুসনের হস্তে প্রদান করিল!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অজ্ঞাত জনপদ

রজনী নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। প্রভাতেই মরুসূর্য্য প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিয়া উদিত হইল। ফার্গুসন্ সুবাতাসের অপেক্ষায় রহিলেন। সমস্ত দিবস কাটিয়া গেল। দুর্ব্বল শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। লুপ্ত-শক্তি ফিরিয়া আসিল। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভরসা এবং ভরসার সঙ্গে সাহস আসিয়া দেখা দিল। মানুষ অল্পেই অতীতের কথা বিস্মৃত হয়। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পর্য্যটকত্রয় কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতেও আকাশের কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। বাতাস অতি ধীরে বহিতেছিল। ফার্গুসন্ ক্রমেই চঞ্চল হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, জলের অভাবে মরিতে বসিয়াছিলাম। জল যদি পাইলাম, তবে কি খাদ্যের অভাবে মরুপ্রান্তরে প্রাণ যাইবে!

মধ্যাহ্নে ফার্গুসন্ যাত্রার আয়োজন করিলেন। আবশ্যক মত জল তুলিয়া লওয়া হইল। খানিকটা ভার ফেলিয়া দিয়া বেলুনকে আরো হাল্‌কা করা হইল। এবার সোণার ভার

ফেলিতে জো'র বড় কষ্ট হইতেছিল! কিন্তু উপায় ছিল না। ভার না ফেলিলে বেলুনের উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না।

যাত্রার আয়োজন করিয়া ফার্গুসন্ বসিয়া রহিলেন। রজনী শেষে প্রবল ঝটিকা দেখা দিল। ঝড়ের মুখে বেলুন ছুটিতে লাগিল। প্রভাতে স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদির অস্তিত্ব সূচিত হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে শরবণ দেখা যাইতে লাগিল। দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগাত্রে গুল্মাদি দেখিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—

"আমরা মরুভূমি পার হয়েছি।"

সঙ্গীরা আনন্দে করতালি দিল। ভিক্টোরিয়া তখন একটী ক্ষুদ্র হ্রদের উপর দিয়া যাইতেছিল। হ্রদের তীরে সবলকায় ষণ্ডগুলি ঘন ঘাসের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। ধূসর, কালো এবং কপিশ বর্ণের বৃহদাকার হস্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষাদি ভগ্ন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল।

কেনেডি আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন—"দেখ, দেখ, কি সুন্দর হাতী। যদি নামতে পারতেম—এমন শিকার চলে' যাচ্ছে!"

বেলুন চলিতে লাগিল। পর্ব্বতের কানন-সমাকুল অংশে অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ জলধারা প্রবাহিত হইয়া হ্রদ মধ্যে পতিত হইতেছিল। হরিৎ, পীত, নীল, লাল, সবুজ, শ্বেত, নানাবর্ণের বিহঙ্গমগণ কলরব করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শৈল হইতে শৈলান্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছিল।

দ্বাদশ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ভিক্টোরিয়া তখন একটী নদীবিধৌত জনপদে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। বহু দূরে অলণ্টিকা পর্ব্বতের চূড়া তখন দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—

"কোন য়ুরোপীয় এ পর্য্যন্ত ওই পর্ব্বতের উপর যেতে পারে নাই। শুনা যায় অলণ্টিকা পর্ব্বতের গা থেকেই আফ্রিকার পশ্চিমাংশের নদ নদী জন্মলাভ করেছে।"

বেলুন ক্রমেই সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিনিক্ পর্ব্বতের দুইটি শৃঙ্গ দেখা গেল। ফার্গুসন্ একটি উচ্চ বৃক্ষশিরে বেলুন আবদ্ধ করিলেন। প্রবল ঝড়ে উহা এমন দুলিতে লাগিল যে, মনে হইতে লাগিল তাঁহারা বেলুন হইতে নিশ্চয়ই ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইবেন। বেলুনে অবস্থান তখন একান্ত বিপজ্জনক ও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন পর্য্যন্ত অল্প ঝড় ছিল। বেলুন নিরাপদে চলিতে লাগিল। বায়ুপ্রবাহ বেলুনকে মিনিক্ পর্ব্বতের দিকে লইয়া যাইতেছিল। ফার্গুসন্ কিছুতেই বেলুনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না! চ্যাড-হ্রদ এবং নাইগার নদীর মধ্যস্থলে মিনিক্ পর্ব্বত একটি দুরতিক্রম্য প্রাকারের ন্যায় অবস্থিত। অল্পকাল মধ্যেই ভিক্টোরিয়া মিনিক্ শৈলের নিকটবর্ত্তী হইল। ফার্গুসন্ গ্যাসে তাপ দিতে লাগিলেন। বেলুন ৮০০০ ফিট উপরে উঠিল। দারুণ শীত বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা কম্বলে শরীর আচ্ছাদন করিয়া বসিলেন। পর্ব্বত অতিক্রম

করিয়া ফার্গুসন্ সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি মুক্ত প্রান্তর মধ্যে নোঙ্গর করিলেন।

পরদিন যখন তাঁহারা মোসেইয়া নগরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন প্রভাত হইয়াছে।

দুইটি উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে মোসেইয়া নগর অবস্থিত। একদিকে কানন ও অপর দিকে কর্দ্দমপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এতদুভয়ের মধ্য দিয়া মোসেইয়া নগর প্রবেশের একটি মাত্র পথ ছিল। মোসেইয়ার প্রধান শেখ তখন সদলবলে সেই পথে নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহার শরীররক্ষক অশ্বারোহিগণ নানা বর্ণে সুরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। তাহাদিগের পুরোভাগে একদল বাদক বংশীবাদন করিতে করিতে যাইতেছিল। বংশীবাদকদিগের অগ্রে আর একদল শস্ত্রধারী পুরুষ পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছিল।

এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য ফার্গুসন্ অনেকটা নীচে নামিলেন। নিগ্রোগণ যখন দেখিল যে, বেলুনটি ক্রমেই বৃহদাকার হইতেছে, তখন ভয়ে পলায়ন করিল! শেখ নড়িলেন না। তাঁহার সুদীর্ঘ বন্দুকে গুলি পূরিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন।

ফার্গুসন্ ১৫০ ফিট উপরে থাকিয়া আরব্য ভাষায় শেখকে অভিনন্দন করিলেন। স্বর্গ হইতে আহ্বান-ধ্বনি আসিতেছে শুনিয়া, শেখ সসম্ভ্রমে আপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

কেনেডি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে কি কোনো দিন কোনো ইংরাজ এসেছিলেন ?"

ফার্গুসন্ কহিলেন—"এসেছিলেন বৈ কি ! মেজর ডেনহাম এসেছিলেন। এখানে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছিল। একটা ঘোড়ার পেটের নীচে লুকিয়ে তিনি কোনো প্রকারে জীবন রক্ষা করেছিলেন।"

"আমরা এখন কোন্ দিকে যাচ্ছি, ফার্গুসন্ ?"

আমরা বার্ঘিমি রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছি। ভোগেল সেখানে গিয়েছিলেন। কেউ বলে, তিনি সেখানেই নিহত হয়েছিলেন, কেউ বলে, বন্দী অবস্থায় ছিলেন।"

"সম্মুখে যে উর্ব্বর প্রদেশটা দেখছি, এটা কোন্ দেশ ? বাঃ কি সুন্দর ফুল ফুটেছে ! এখানে দেখছি তুলার আবাদ হয়। নীলও দেখতে পাচ্ছি।"

"এর নাম মাণ্ডারা। ডাক্তার বার্থ এ প্রদেশের যে বর্ণনা করেছেন, তা' দেখছি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ওই যে নদী দেখছ—কতকগুলি ঢোঙ্গা ভেসে আসছে—ওর নাম সারি নদী।"

অল্পকাল মধ্যেই বায়ুর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল দেখিয়া ফার্গুসন্ কহিলেন—"আমরা কি এখানে আট্‌কে যাব না কি ?"

"জলের ত আর অভাব নাই। যদি আট্‌কাই, তবেই বা এত ভয় কি ?"

"জলের জন্য নয় ডিক্, মানুষের ভয় আছে !"

অদূরে একটী নগর দেখিয়া জো বলিল—"ওই যে নগর দেখা যাচ্ছে, ওর নাম কি ?"

"ওটা কার্ন্যাক্। এই খানেই হতভাগ্য পর্য্যটক টুলির বলি হয়েছিল ! এ দেশকে য়ুরোপের সমাধিক্ষেত্র বল্লেও চলে।"

বেলুন কার্ন্যাকের উপর আসিল। পর্য্যটকগণ দেখিলেন, নিগ্রো তন্তুবায়গণ বৃক্ষশাখায় নবনির্ম্মিত বস্ত্র ঝুলাইয়া পিটিতেছে। নগরের বিস্তৃত রাজপথ এবং পথিপার্শ্বে নাগরিকদিগের শ্রেণীবদ্ধ গৃহাদি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। একটী স্থানে দাসগণ বিক্রীত হইতেছিল। বেলুন দেখিয়া নিগ্রোগণ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই পলায়ন করিল।

ফার্গুসন্ আরো নিম্নে বেলুন নামাইলেন। দেখিলেন, নগর-কোতোয়াল একটি নীল পতাকা হস্তে গৃহের বাহিরে আসিলেন। বাদকগণ ভীমনাদে বাদ্য করিতে লাগিল। শিঙ্গার শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কতকগুলি নিগ্রো আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইল। নাগরিকদিগের ললাট উচ্চ, কেশদাম কুঞ্চিত, নাসিকা সুদীর্ঘ। তাহাদিগকে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ এবং গর্ব্বিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দেখা গেল, সৈন্য-সমাবেশ হইতেছে। ফার্গুসন্ বুঝিলেন, বেলুনের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

জো নানা বর্ণের রুমাল লইয়া নানা ভাবে নাড়িতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা সঙ্কেতে সন্ধির প্রস্তাব করে। উহারা সে সঙ্কেত বুঝিল না। কান্যাক-কর্ত্তা সমবেত জনমণ্ডলীকে কি যেন

বলিলেন। ফার্গুসন্ এইটুকু মাত্র বুঝিলেন যে, নিগ্রোগণ তাঁহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিতেছে।

দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য ফার্গুসন্ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বহিবার মত বাতাস ছিল না। বেলুন চলিল না!

কাফ্রিরা অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল! কোতোয়ালের পারিষদবর্গ রোষে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

পারিষদদিগের পরিচ্ছদ অভিনব। তাহারা প্রত্যেকে পাঁচ ছয়টি করিয়া জামা গায়ে দিয়াছিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—

"বৃহৎ উদর এবং পরিহিত জামার সংখ্যাই পারিষদদিগের ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ সূচিত করে। যাহার উদর বৃহৎ নহে, সে নানাবিধ কৌশল অবলম্বনে বৃকোদররূপে সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়!"

তাহারা যখন দেখিল যে, ভয়-প্রদর্শনেও দৈত্য নড়িল না, তখন কাফ্রি তীরন্দাজগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। বেলুন তখন অল্পে অল্পে উপরে উঠিতেছিল। কোতোয়াল স্বয়ং একটি বন্দুক লইয়া বেলুন লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া, কেনেডি অব্যর্থ সন্ধানে গুলি চালনা করিয়া তাহার বন্দুক ভাঙ্গিয়া দিলেন। এই আকস্মিক বিপদ্ দর্শনে যুদ্ধার্থী কাফ্রিগণ উৰ্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিল।

রাত্রি আসিল। তখনো বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইল না। ফার্গুসন্ নগরের ৩০০ ফিট উচ্চে ভাসিতে লাগিলেন। নগরে আলোক মাত্র জ্বলিল না—শব্দমাত্র হইল না।

রজনী দ্বিপ্রহর হইল। অকস্মাৎ তাঁহারা দেখিলেন, সমগ্র কার্ন্যাক্ নগরে একটা বিপুল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য অগ্নিমুখ খধূপ উৰ্দ্ধে উঠিতেছে। ভীষণ চিৎকার ও ঘন ঘন বন্দুকের ধ্বনির মধ্যে খধূপগুলি যেন বেলুন লক্ষ্য করিয়াই উপরে উঠিতেছিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ফার্গুসন্ বুঝিলেন, যাহা তিনি খধূপ মনে করিয়াছিলেন, তাহা খধূপ নহে—পারাবত। শত সহস্র পারাবতের পুচ্ছে দাহ্য পদার্থ বাঁধিয়া দিয়া কাফ্রিরা বেলুন আক্রমণ করিবার জন্য উড়াইয়া দিয়াছিল। পারাবতগণ বেলুন দেখিয়া ভীত হইয়া তীর্য্যগ্‌ভাবে উড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, অন্ধকার আকাশ গাত্রে শত সহস্র অগ্নিরেখা তীর্য্যগ্‌ভাবে ঘুরিতেছে। পারাবতগুলি ক্রমে বেলুনের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া ধরিল। বেলুন সেই অনল-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল।

ফার্গুসন্ তন্মুহূর্ত্তেই কিছু ভারা নিক্ষেপ করিয়া অনেক উপরে উঠিয়া গেলেন। পারাবতগুলি প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত শূন্যে ভ্রমণ করিয়া শেষে নামিয়া পড়িল।

ফার্গুসন্ বলিলেন—"এখন আর চিন্তা নাই। এস, ঘুমানো যাক। এদের কৌশলটা বেশ। যুদ্ধের সময় ওরা অমনি করে' শত্রুর গৃহে অগ্নি সংযোগ করে।"

নির্ব্বিঘ্নে রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতে ফার্গুসন্ বলিলেন—

"আমাদের কপাল ফিরেছে, ডিক্। আমরা বোধ হয়, আজই আবার চ্যাড হ্রদ দেখতে পাব।"

"এতদিন পাহাড়, প্রান্তর, কানন, মরুভূমির উপর দিয়ে এসেছি। এখন জলের উপর দিয়ে গেলে একটু নূতন হ'বে বটে।"

"আমরা ১৮ই এপ্রিল জান্‌জিবার ছেড়েছি। আজ ১২ই মে। বেলুনের উপরই ত এ কয়দিন কেটে গেল! আর দশ দিনেই আমরা পৌঁছে যাব।"

"কোথায়?"

"তা' জানি না।"

ভিক্টোরিয়া তখন সারি নদীর উপর দিয়া যাইতেছিল। নদীর উভয় তীর বৃক্ষসমাচ্ছন্ন। নানা বর্ণের নানা রকমের লতা সেই সকল বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া উঠিয়া নদীতীর অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। যে দিকে দৃষ্টি চলে সেই দিকেই বন—সেই দিকেই গন্ধ, সেই দিকেই শোভা। স্থানে স্থানে দুই একটী কুম্ভীর গা ভাসাইয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল—কোথাও বা তীব্র জলোচ্ছ্বাস করিয়া ডুব দিতেছিল।

বেলা নয়টার সময় বেলুন চ্যাড হ্রদের দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপনীত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিরাট আত্মত্যাগ

চ্যাড হ্রদের সমীপবর্ত্তী হইবার পর হইতেই ভিক্টোরিয়া পশ্চিম মুখে চালিত হইতেছিল। বেলা ১টার সময় অদূরে কৌফা নগর দেখা গেল। নগরের শ্বেতাভ মৃন্ময় প্রাচীর, মসজেদ এবং গৃহাদি দেখা যাইতে লাগিল। গৃহাঙ্গনে সুদীর্ঘ তরুগুলি ফলে পত্রে সুশোভিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

কৌফা নগর দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশের গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সুসজ্জিত। দেখিলেই মনে হয়, ধনীর আবাস-গৃহ। অপরাংশের গৃহাদি ক্ষুদ্র এবং অপরিচ্ছন্ন। ফার্গুসন্ ভাবিয়াছিলেন, বেশ ভাল করিয়া নগরটা দেখিবেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। অকস্মাৎ একটা বিপরীতগামী বায়ু-প্রবাহ বেলুনকে স্পর্শ করিল। ফার্গুসন্ বেলুনের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। উহা চ্যাড হ্রদের উপর দিয়া চলিতে লাগিল।

হ্রদের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। তাহাদের একটীতে জলদস্যুগণ বাস করিত। উহারা তীর ও ধনুক লইয়া বেলুন আক্রমণ করিল।

বেলুন যেরূপ বেগে যাইতেছিল, তাহাতে দ্বীপপুঞ্জ অল্পকাল মধ্যেই দূরে পড়িয়া রহিল।

জো তখন কেনেডিকে কহিতেছিল, "আপনার কত শীকার জুটেছে—ওই দেখুন।"

"কি জো ?"

"দেখছেন না, কতকগুলো বৃহদাকার পক্ষী এই দিকেই উড়ে আসছে।"

ফার্গুসন্ দূরবীক্ষণ লইয়া কহিলেন—"পক্ষী! কৈ দেখি।"

কেনেডি বলিলেন—"আমি দেখেছি। প্রায় দশ বারটা হবে।"

ফার্গুসন্ চিন্তিত হইয়া কহিলেন—"পাখীগুলো তফাতে গেলেই ভাল হ'তো, ডিক্। ও গুলো এক রকমের গিরবাজ! এক একটা মস্ত হয়। ওরা যদি দলবদ্ধ হ'য়ে বেলুন আক্রমণ করে—"

বাধা দিয়া কেনেডি বলিলেন—"ভয় কি, ফার্গুসন্। আমাদের বন্দুক আছে—গুলি বারুদ আছে।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই পক্ষীগুলি নিকটে আসিল। উহাদের কর্কশ কণ্ঠ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বেলুন দেখিয়া উহারা কিছু মাত্র ভীত হইল না, বরং কুপিত হইল।

জো কহিল—"পাখীগুলো কি চীৎকারই কচ্ছে! ওদের রাজ্য আমরা দখল করে' নিয়েছি বলে' বুঝি বড় রেগেছে।"

কেনেডি কহিলেন—"ওদের চেহারা ত বড় ভীষণ। দেখলেই ভয় হয়। ভাগ্যে ওদের বন্দুক নাই!"

ফার্গুসন্ আরো চিন্তিত হইয়া কহিলেন—"ওদের বন্দুক লাগে না।"

পক্ষীগুলি শূন্যে বৃত্তাকারে ভিক্টোরিয়ার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। বৃত্ত ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে লাগিল।

ফার্গুসন্ আরো উপরে উঠিলেন।

পক্ষীরাও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল।

কেনেডি কহিলেন—"মারি।"

"না না কেনেডি—মের না। তা' হ'লে ওরা নিশ্চয়ই বেলুনের উপর পড়বে।"

"তাতে ক্ষতি কি! আমার গুলির অভাব নাই। সব গুলো পাখীই মেরে দিচ্ছি। একটু দাঁড়াও না।"

"ধৈর্য্য ধর, ডিক্। গুলি করার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক। আমি না বল্লে মের না।"

পক্ষীগণ ততক্ষণ বেলুনের নিকটে আসিয়াছিল। উহাদের রঞ্জিত চূড়া, শ্বেত পক্ষ রৌদ্রে অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—"দেখছ না, ওরা অনুসরণ কচ্ছে।"

কেনেডি হাসিয়া কহিলেন—

"১৪ টা ত পাখী দেখছি। তুমি অত ভাবছ কেন, ভাই! ওদের যদি মারতে না পারি, তবে আমার শিকারী নাম বৃথা!"

"তোমার সন্ধান যে অব্যর্থ তা' জানি। মনে কর, ওরা যদি বেলুনের মাথা আক্রমণ করে, তুমি ত তা' হ'লে দেখতেই পাবে না। মারবে কেমন করে? ধারালো ঠোঁট দিয়ে ওরা বেলুনের রেশমের আবরণটা ছিঁড়ে ফেলবে। ভাব দেখি একবার! আমরা যে ৮০০০ ফিট উপরে আছি ডিক্!"

ঠিক সেই সময়ে একটা বাজ মুখ ব্যাদান করিয়া বেলুনের দিকে অগ্রসর হইল।

ফার্গুসন্ হাঁকিলেন—"মার—।"

গুড়ুম্। কেনেডির বন্দুক ডাকিল। পরক্ষণেই একটী পক্ষী মরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল। জো বন্দুক তুলিয়া লইল।

মুহূর্ত্তের জন্য পক্ষীগুলি ভীত হইল—মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইল। পরক্ষণেই বর্দ্ধিত বিক্রমে বেলুন আক্রমণ করিল।

আবার কেনেডি একটী পক্ষী নিহত করিলেন। জো আর একটীর পক্ষ ভাঙ্গিয়া দিল।

উহারা আক্রমণ-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিল এবং সকলে এক-সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার উপর উড়িয়া উঠিল।

কেনেডি ফার্গুসনের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ তখন বিবর্ণ হইয়া গেল।

ফর্—ফর্—ফর্—! পর মুহূর্ত্তেই শব্দ হইল ফর্—ফর্—ফর্! কেনেডির মুখের কথা মুখেই রহিল। মনে হইল বেলুন চরণ-তলে নামিয়া পড়িতেছে।

ফার্গুসন্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"সর্ব্বনাশ হলো! রেশম ছিঁড়েছে! ভারা ফেল—ভারা ফেল!" মুহূর্ত্তে বেলুনের সমস্ত ভারা—জো'র বহু যত্নে সঞ্চিত স্বর্ণরাশি চ্যাড-হ্রদ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।

বেলুন নামিতেই লাগিল।

জো জলের বাক্স ফেলিয়া দিল। বেলুন থামিল না।

ফার্গুসন্ সেই বিপুলকায় হ্রদের দিকে চাহিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য চ্যাড হ্রদের বারিরাশি প্রতিমুহূর্ত্তে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

"জো খাবারগুলো ফেল—তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি!"

যে বাক্সে খাদ্য-সামগ্রী ছিল, তাহা পরমুহূর্ত্তেই হ্রদ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেলুনের পতন-বেগ কমিল বটে, কিন্তু থামিল না।

ফার্গুসন্ হাঁকিলেন—"যা কিছু আছে, সব ফেলে দাও—সব ফেলে দাও—!"

কেনেডি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"আর ত কিছু নাই!"

জো গভীর কণ্ঠে কহিল—"নাই কেন? এখনো আছে—"

পরমুহূর্ত্তেই সে বেলুন হইতে লম্ফ প্রদান করিল।

ফার্গুসন্ ভীত কণ্ঠে ডাকিলেন—"জো—জো—"

জো তখন ভীম বেগে হ্রদ মধ্যে পতিত হইতেছিল। বেলুন পলকে সহস্র ফিট উপরে উঠিয়া গেল। বেলুনের ছিন্ন প্রথম আবরণের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া, উহাকে হ্রদের উত্তর তীরে লইয়া চলিল।

একান্ত হতাশ হইয়া বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কেনেডি বলিলেন—

"যাঃ—সব গেল—!"

"আমাদের বাঁচাবার জন্যই গেল!"

উভয়ের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। জো'কে একবার দেখিবার জন্য তাঁহারা বারংবার নিম্নে চাহিতে লাগিলেন।

তাহাকে আর দেখা গেল না!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অনুসন্ধান

কেনেডি কহিলেন—“এখন কি করবে, ফার্গুসন্ ?”

“চল, কোথাও নামি। নেমে জো'র জন্য অপেক্ষা করবো।”

প্রায় ৬০ মাইল পথ বায়ুতাড়িত হইয়া ফার্গুসন্ অনেক চেষ্টায় চ্যাড হ্রদের উত্তর তীরে একটী জনপ্রাণীহীন স্থানে নোঙ্গর করিলেন।

অল্পক্ষণ পরই রাত্রি আসিল। জল স্থল অন্ধকারে ঢাকিল। মুক্ত পবন হ্রদের উপর দিয়া বহিতে লাগিল। জল-কল্লোলরব মধ্যে ফার্গুসনের কাতর কণ্ঠের “জো—জো—” ধ্বনি মিশিয়া গেল !

প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহারা দেখিলেন, একটী কর্দ্দম-ময় বিশাল প্রান্তর মধ্যে সামান্য একটু দৃঢ় ভূমির উপর অবতরণ করিয়াছেন। বিপুলকায় বৃক্ষরাশি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ফার্গুসন্ বুঝিলেন, কর্দ্দমময় প্রান্তর পার হইয়া বেলুনের নিকট আগমন করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি হ্রদের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল জল থৈ থৈ

করিতেছে! দূরে দিগ্বলয় চুম্বন করিয়া সেই অস্থির বারিরাশি রৌদ্র কিরণে ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে।

এতক্ষণ জো'র নামোচ্চারণ করিতেও তাঁহাদের সাহস হয় নাই—কি জানি পাছে শুনিতে হয় যে, জো নাই—জো মরিয়াছে! অবশেষে কেনেডি কহিলেন—"জো বোধ হয় জলে ডুবে' মরে নাই, সে বেশ সন্তরণ-পটু। আমার মন বল্‌ছে, তাকে আবার ফিরে' পাব।"

"ভগবান্ করুন যেন তাই হয়, কেনেডি। জো'কে যথাসাধ্য খুঁজতে হ'বে। বেলুনের ছিন্ন আবরণটা খুলে ফেলা যাক্। তা' হ'লে প্রায় সাড়ে আট মণ ভারও কমে যাবে।"

প্রায় ৪ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া উভয়ে বহিরাবরণটী খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন ভিতরের আবরণ অক্ষতই আছে।

বেলুনের কার্য্য শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ফার্গুসন্ বলিলেন—"জো যখন লাফিয়ে পড়ে, তখন আমরা একটা দ্বীপের কাছে ছিলাম।"

"সাঁতার দিয়ে জো হয়ত সে দ্বীপে উঠতে পারবে।"

"তা' পারবে বটে—কিন্তু ও সব দ্বীপ জলদস্যুর আবাস-ভূমি। তাদের হাতে পড়লে কি জো আত্মরক্ষা করতে পারবে।"

"জো যেরূপ চতুর—তা' সে পারবে।"

কেনেডি বন্দুক লইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বাহির হইলেন, ফার্গুসন্ সেই অবসরে বেলুনটীকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিলেন।

সে রজনী সেইখানে কাটিয়া গেল।

প্রভাতে ফার্গুসন্ বলিলেন—“কেমন করে’ জো’র সন্ধান করতে হ’বে, তা’ আমি ভেবে ঠিক করেছি।”

“কি করতে চাও?”

“আমরা যে কোথায় আছি, আগে সেইটা তাকে জানিয়ে দিতে হ’বে।”

“তা হ’লে ত ভালই হয়। আমাদের না দেখে সে হয় ত ভাবতে পারে, আমরা তাকে মৃত মনে করে’ ছেড়ে চলে’ গেছি।”

“এমন কথা সে ভাববে না, ডিক্। জো আমাদের খুব ভাল জানে।”

“কেমন করে’ তাকে জানাবে?”

“বেলুনে উঠে উড়বো।”

“যদি বাতাসে ঠেলে নিয়ে যায়!”

“অন্যদিকে নিবে না। দেখছ না, বাতাসটা হ্রদের দিকেই বয়ে যাচ্ছে। আমরা সারা দিন হ্রদের উপরেই থাকবো। তা’ হ’লে জো নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। সে যে কোথায় আছে, তাও আমাদের জানিয়ে দিতে পারবে।”

“যদি সে বন্দী হ’য়ে থাকে?”

“তা’ হ’লেও পারবে। এ দেশে বন্দীদের আবদ্ধ করে’ রাখে না। যেমন করে’ই হোক, আমরা জো’র সন্ধান না করে’ ফিরবো না।”

নোঙ্গর তুলিয়া তাঁহারা জো’র সন্ধানে বাহির হইলেন।

ফার্গুসন্ বেলুনকে ভূমি হইতে অল্প উপরে রাখিলেন; কেনেডি মধ্যে মধ্যে বন্দুক আওয়াজ করিতে লাগিলেন। যখন দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন এত নিম্নে নামিলেন যে, দ্বীপের ক্ষুদ্র ঝোপ পর্য্যন্ত বেলুন স্পর্শ করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা কত কানন কত প্রান্তর কত শৈলগুহা সন্ধান করিলেন, কিন্তু জো'র দেখা মিলিল না!

এইভাবে দুই ঘণ্টা গেল। কেনেডি বলিলেন—

"এদিকে আর খুঁজে ফল নাই।"

"অধৈর্য্য হ'য়ো না, ডিক্। যেখানে জো পড়েছিল, আমরা সেখান থেকে বড় বেশী দূরে নাই।"

বেলা ১১টার সময় দেখা গেল, বেলুন প্রায় ৯০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। তখন বাতাস অপেক্ষাকৃত বেগে বহিতেছিল। বেলুন সেই পবন-প্রবাহে ফারম-নামক দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইল। তাঁহাদের ভরসা ছিল, জো নিশ্চয়ই কোন ঝোপের অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে, বেলুন দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া আসিবে।

হায় দুরাশা!

বেলা ২টা বাজিল। বাতাসের গতি তখনো ফিরিল না দেখিয়া ফার্গুসন্ চিন্তিত হইলেন। আবার কি তবে বেলুন সেই ভীষণ মরুমধ্যে চলিয়া যাইবে, তবেই ত সর্ব্বনাশ!

ফার্গুসন্ বলিলেন—

"কেনেডি, আর আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

কোথাও নেমে বিপরীত বাতাসের জন্য অপেক্ষা করাই উচিত। পুনরায় যাতে হ্রদে ফিরে যেতে পারি, তাই করতে হ'বে।"

ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে ভিক্টোরিয়া যখন ভূমি হইতে প্রায় সহস্র ফিট উপরে উঠিল, তখন ফার্গুসন্ দেখিলেন, উত্তর-পশ্চিমগামী বায়ুস্রোত প্রবল বেগে বহিতেছে। বেলুন সেই বাতাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

জোর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

রজনী সমাগমে একস্থানে নোঙ্গর করিয়া তাঁহারা প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরাশায় বুক ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুই বন্ধু সমস্ত রজনী জাগিয়া কাটাইলেন।

রাত্রি ৩টার সময় বাতাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইল। নলবনের উপর বেলুন ভাসিতেছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই নলের আঘাত লাগিতে লাগিল। বেলুনের তখন একটী মাত্র আবরণ ছিল। কোনক্রমে ছিন্ন হইলেই সর্ব্বনাশ! ফার্গুসন্ বলিলেন—

"ডিক্, এখানে আর থাকা যায় না। বেলুন ছাড়।"

"জো যে থাকলো!"

"আমি তাকে ছেড়ে যাব না। যদি এই ঝড়ে আমি একশ' মাইল উত্তরেও চলে' যাই, তা' হ'লেও আবার ফিরব। এখানে থাকলে যে বেলুন পর্য্যন্তও যাবে।"

কেনেডি বেলুনের নোঙ্গরটা টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। উহা নড়িল না। বায়ুতাড়িত বেলুনের টানে

টানে নোঙ্গরটী এত দৃঢ়রূপে ভূপ্রোথিত হইয়াছিল যে, উহা উঠিল না। ফাগুর্সন্ দড়ি কাটিয়া দিলেন। বেলুন এক লম্ফে ভূমি হইতে ৩০০ ফিট উপরে উঠিয়া উত্তরদিকে ছুটিতে লাগিল। বায়ুপ্রবাহ ফিরাইবার সাধ্য ফাগুর্সনের ছিল না। তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

কেনেডি বলিলেন—

"ফাগুর্সন্, ফিরতেই হ'বে।"

"নিশ্চয়। বেলুন ছেড়ে যদি পদব্রজেও চ্যাড-হ্রদের কাছে আসতে হয়, তা'ও স্বীকার —তবুও ফিরতে হ'বে।"

"আমি ছায়ার মত তোমার অনুবর্ত্তী হ'ব। আমাদের জন্য জো আত্মবলি দিয়েছে—আমরাও তার জন্য তাই করব।"

ঝড় এমন প্রবল হইয়াছিল যে, বেলুন গুণমুক্ত সায়কের ন্যায় বোনাদ্-উল্-জেরিদ নামক মরুভূমির উপর দিয়া যাইতেছিল। এ প্রদেশে সর্ব্বদাই ঝড় হয়—তখনো হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষলতাদির চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ফাগুর্সন্ বলিলেন—

"ডিক্, প্রকৃতির পরিহাস দেখ! আর আমাদের নামার উপায় নাই, আমারও উপায় নাই—যেতেই হ'বে। যতদূর চক্ষু চলে, সব বালু—নীরস—তপ্ত—জ্বালাময়! আমরা সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে চলেছি।"

ফাগুর্সন্ যখন এইরূপে হতাশ হৃদয়ে কেনেডির সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, মরুভূমির উত্তর দিকে বালুকারাশি

উড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। উহা উড়িতে উড়িতে ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। সেই উৎক্ষিপ্ত ঘূর্ণ্যমান বায়ুতাড়িত বালুরাশির তরঙ্গমধ্যে তখন একদল পথিকের জীবন্ত সমাধি ঘটিতেছিল! উষ্ট্রগণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তে সব শেষ হইয়া গেল! উষ্ট্র আরোহী বণিকগণ সমস্তই বালুকা-গর্ভে সমাহিত হইল! কেবল উন্মত্ত পবন তখনো সেই স্থানে সাহারার বালু লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল—ঘুরাইতে লাগিল—ইতস্ততঃ চালিত করিতে আরম্ভ করিল! যে স্থান সমতল ক্ষেত্র ছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে বালুকার উচ্চ পর্ব্বতে পরিণত হইল। সেই পর্ব্বতের পাদমূলে জীবন্ত মানব জীবন্ত পশু চিরদিনের জন্য সমাহিত হইয়া গেল!

এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া ফার্গুসন্ ও কেনেডির হৃদয় স্তব্ধ হইল! বেলুন তখন তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছিল। বিপরীতগামী বায়ুরাশি কর্ত্তৃক প্রহত হইয়া উহা ঘুরিতে লাগিল, উড়িতে লাগিল, প্রবল বেগে ধাবিত হইতে লাগিল!

বেলুন এত দুলিতে লাগিল যে, উহার ভিতর বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল। জলের বাক্স নড়িতে লাগিল, গ্যাস-নল বক্র হইয়া গেল। দোলনাটী কখন বা ছিঁড়িয়া পড়ে, তাঁহারা সেই চিন্তায় আকুল হইলেন!

অকস্মাৎ বেলুন থামিল। বাতাসের গতি ফিরিল। প্রবল বেগে বিপরীতগামী বায়ু বহিতে লাগিল। বেলুন নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

কেনেডি জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আমরা আবার কোন্ দিকে যেতে আরম্ভ করলেম ?”

“যে দেশ আর দেখতে পাব না বলে’ ভয় হয়েছিল, সেই দিকেই চলেছি।”

বেলা ৯টা বাজিল। তখনো তাঁহারা চ্যাড-হ্রদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। অঙ্গুলী-সঙ্কেতে কেনেডি দেখাইলেন, দূরে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে! ফাগু‌র্সন্ বলিলেন—

“তা’ হোক্। প্রধান কথা দক্ষিণ দিকে যাওয়া। তা’ আমরা যাচ্ছি। আমরা বোর্ণোউ, কৌফা প্রভৃতি নগর নিশ্চয়ই দেখতে পাব। তুমি দূরবীক্ষণ নিয়েই বসে’ থাক। দেখো, যেন তোমার চোখে কিছু বাদ যায় না।”

কেনেডি সতর্ক হইয়া চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপদের উপর বিপদ্

বেলুন হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া জো প্রথমে চ্যাড হ্রদের অগাধ বারিরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই উপরে ভাসিয়া উঠিয়া বেলুনের সন্ধানে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল—"আঃ বাঁচলেম! ওই ত বেলুন ক্রমেই উপরে উঠে যাচ্ছে।"

বেলুন ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর বোধ হইতে লাগিল এবং শেষে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বন্ধুদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ দেখিয়া জো'র মন স্থির হইল। সে তখন আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি চলে, সীমাহীন বিস্তৃত শান্ত স্থির জলরাশি প্রখর সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল।

জো হৃদয়ে সাহস আনিল। বেলুন হইতে সে হ্রদের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিয়াছিল। এখন তাহারই সন্ধানে চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল।

ওই না বহুদূরে একটা বিন্দুবৎ কি যেন দেখা যাইতেছে। জো ভাবিল, উহা নিশ্চয়ই একটা দ্বীপ। সে ধীরে ধীরে আপনার

পরিচ্ছদাদি যথাসম্ভব ত্যাগ করিল এবং সন্তরণ করিয়া সেই বিন্দুর দিকে অগ্রসর হইল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা সন্তরণের পর জো যখন দ্বীপের সমীপবর্ত্তী হইল, তখন তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। বেলুন হইতেই সে দেখিয়াছিল, শালবৃক্ষ সম দীর্ঘ এক একটি কুম্ভীর সেই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে ভাসিয়া বেড়ায়—তীরে শয়ন করিয়া নির্ব্বিবাদে রৌদ্র পোহায়। জলে কুম্ভীর, স্থলে নরখাদক মনুষ্য, কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। জো অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ বায়ু-সঞ্চালিত কস্তুরির গন্ধ আসিয়া তাহার নাকে লাগিল।

জো আপন মনে বলিল—'সাবধান! কাছেই কুমীর আছে!'

জো ডুব দিল। ভাবিল, অনেক দূর যাইয়া উঠিবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল, কি যেন একটা তাহার অতি নিকট দিয়া ভীম বেগে চলিয়া গেল। জো বুঝিল, কুম্ভীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বেগে ধাবিত হইয়াছে। জো আবার জলের উপর ভাসিয়া উঠিল এবং প্রাণপণে অন্যদিকে সন্তরণ দিতে আরম্ভ করিল। উন্মত্তের ন্যায় সন্তরণ দিতে দিতে তাহার মনে হইল, কি যেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিয়াছে। জো চক্ষু মুদিল।

এ কি! কুম্ভীরে ধরিলে জলের নীচে টানিয়া লয়! জো ত তখনো জলের উপরেই ভাসিতেছিল। তবে কি তাহাকে কুম্ভীরে ধরে নাই? জো চক্ষু চাহিল। দেখিল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

দুইটী কাফ্রি তাহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বিপুল চীৎকার করিতেছে। এতক্ষণে জো একটু শান্ত হইল এবং আপন মনে বলিল—"যা' হোক, কুম্ভীর নয়—নরখাদক কাফ্রি!"

উহাদিগের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য জো কোনোরূপ চেষ্টা করিল না। উহারা জো'কে তীরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। জো মনে মনে ভাবিল, 'আমি যখন বেলুন থেকে পড়ি, এরা আমাকে নিশ্চয়ই তখন দেখেছিল। আমি ত এদের কাছে স্বর্গের লোক—আকাশ থেকে নেমে এসেছি। আমায় দেখে এরা একটু ভয় করবেই।'

তীরের নিকটে আসিয়া জো দেখিল, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই তথায় সমবেত হইয়া ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে। জো উপরে উঠিবামাত্র সকলে তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাহারা পূজা অন্তে মধু-মিশ্রিত দুগ্ধ এবং তণ্ডুল-চূর্ণ ভোগ দিল।

জো অবিলম্বে দুগ্ধ পান করিল দেখিয়া, ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যা-সমাগমে গ্রামের যাদুকরগণ সসম্ভ্রমে জোকে একটি কুটীর-মধ্যে লইয়া গেল। সে কুটীরের নানা স্থানে বহুবিধ কবচ ঝুলিতেছিল। নিকটেই স্তূপীকৃত নরকঙ্কাল কাফ্রিদিগের নরমাংস-লোলুপতার পরিচয় প্রকাশ করিতেছিল। জো সেই কুটির-মধ্যে বন্দী হইল! কিছুক্ষণ পরেই কাফ্রিদিগের তাণ্ডব নৃত্যে ও সঙ্গীতে সে স্থান চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহ-প্রাচীর নলদ্বারা নির্ম্মিত ছিল বলিয়া জো

ঘরের ভিতর হইতে সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল। ভাবিল, এদেশে ভক্তেরা পূজা অন্তে দেবতাকেই প্রসাদ-জ্ঞানে আহার করে।

জো নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ শীতল বারি স্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জো দেখিল, কাফ্রিদিগের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভিজিয়াছে। বারিরাশি হু হু করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ চিন্তা করিতে না করিতেই গৃহটি জলপূর্ণ হইয়া গেল। পদাঘাতে গৃহপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া জো দেখিল, দ্বীপটী জলমগ্ন হইয়া হ্রদের সহিত এক হইয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে এত অধিক জল হইল যে, জো পুনরায় সন্তরণ করিতে বাধ্য হইল। সেই প্রবল জলস্রোত যেদিকে টানিল, জো সেই দিকেই যাইতে লাগিল।

ও কি ভাসিয়া আসিতেছে ? কুম্ভীর নয় ত ? জো তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। সে পরমুহূর্ত্তেই দেখিল, কাফ্রিদের একটী দীর্ঘ ডোঙ্গা জলতাড়িত হইয়া তীরবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। জো বহু আয়াসে উহার উপর উঠিয়া বসিল। প্রবল জলস্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া সে বুঝিল, হ্রদের উত্তর তীরাভিমুখে তাড়িত হইয়াছে।

আকাশ পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে অন্ধকার। ঊর্দ্ধে অসংখ্য ভাস্কর নক্ষত্ররাশি তখন জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিতেছিল, কদাচিৎ দুই একটি বৃহৎ উল্কা তাহার যাত্রা-পথটি আলোকিত করিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া যাইতেছিল। বিপুল জল-ভঙ্গরব চারিদিকের ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। জো পুত্তলিকাবৎ ডোঙ্গার উপর বসিয়া রহিল। গভীর রাত্রে ডোঙ্গা অকস্মাৎ তীরে প্রহত হইবামাত্র জো এক লম্ফে নামিল। নামিয়াই দেখিল, একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ইতস্ততঃ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জো বৃক্ষারোহণ করিল।

প্রভাতে সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার দেহের শোণিত জল হইয়া গেল—হস্তপদ অবসন্ন হইয়া আসিল। সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। জো দেখিল, বৃক্ষের শাখায় শাখায় শত শত সর্প দুলিতেছে! পত্রে পত্রে অসংখ্য জলৌকা ও অন্যান্য কীট নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে। জো'কে দেখিয়া সর্পগুলি দুলিয়া দুলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—কখনো বা ফণা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। জো কাল বিলম্ব না করিয়া নিম্নে লম্ফ দিয়া পড়িল। দেখিল, অগণিত সরিসৃপ কিল্ বিল্ করিয়া চলা ফেরা করিতেছে—কতক বা তখনো কুণ্ডলাকারে ঘুমাইতেছে।

অজ্ঞাত অপরিচিত বনাকীর্ণ দেশ। পথহীন। জো ধীরে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে মধ্যাহ্ন

হইল—মধ্যাহ্নের রবি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল। জো ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইল। অজ্ঞাত ফল ও কন্দ যাহা পাইল, তাহাই আহার করিয়া সে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আবার অগ্রসর হইল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বন্ধুগণ কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। ভিক্টোরিয়া দর্শনের আশায় তাই সে এক একবার কাতর নয়নে আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল।

ক্রমেই কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া তাহার দেহ বহু স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। চরণতল রুধিররঞ্জিত হইল। জো তখনো অগ্রসর হইতে লাগিল। সে বনের অন্ত ছিল না—সে অজ্ঞাত পথের শেষ ছিল না। সমস্ত দিন এইরূপে চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে জো হ্রদের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। শত সহস্র মশক ও নানাবিধ কীট পতঙ্গ তাহাকে আক্রমণ করিল। অর্দ্ধ ইঞ্চি দীর্ঘ এক একটা ভীষণ পিপীলিকা তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই উহারা জো'র কোট ও প্যাণ্টালুন কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিল! জো দংশন-জ্বালায় উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমিতে লাগিল। রজনী যতই গভীর হইতে লাগিল, হিংস্র জন্তুদিগের ভয়াবহ গর্জ্জন ততই শ্রুত হইতে আরম্ভ করিল। অস্ত্রহীন সহায়হীন ক্ষুৎপিপাসিত শ্রান্ত জো রজনীর মত একটি বৃক্ষশিরে আশ্রয় লইল।

প্রভাতে সে হ্রদে অবগাহন করিয়া স্নান করিল এবং কতকগুলি বৃক্ষপত্র আহার করিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিল।

ক্রমে তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। জো অবসন্ন দেহে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ দেখিল, সেই নিবিড় বনের মধ্যে কতকগুলি কাফ্রি বিষ-বাণ প্রস্তুত করিতেছে। জো নিঃশব্দে একটী নিকটবর্ত্তী ঝোপের অন্তরালে লুকাইল। পরক্ষণেই দেখিল, চ্যাড-হ্রদের ৭০।৮০ হস্ত মাত্র উপরে ভিক্টোরিয়া ভাসিতেছে। জো কাফ্রিদিগের ভয়ে চীৎকার করিতে সাহস পাইল না—ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আত্মপ্রকাশও করিতে পারিল না। তাহার গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সে অশ্রু নিরাশার অশ্রু নহে—কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

অল্পক্ষণ পরই কাফ্রিগণ সে বন ত্যাগ করিল : জো ঝোপ হইতে বাহির হইয়া হ্রদের তীরে দৌড়াইয়া গেল। ভিক্টোরিয়া তখন অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। জো ভাবিল উহা নিশ্চয়ই আবার নিকটে আসিবে। সে চঞ্চল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর বেলুন আবার সেই দিকে দেখা দিল বটে, কিন্তু প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বেগে পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল।

জো ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল—চিৎকার করিয়া কত ডাকিল। কিন্তু বেলুন হইতে কেহ তাহা শুনিতে পাইল না। হতভাগ্য জো তখন দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া হতাশ হৃদয়ে বসিয়া পড়িল। সে পুনরায় দৌড়াইতে লাগিল। তখন রজনী প্রায় সমাগত হইয়াছিল। জো দৌড়াইতে দৌড়াইতে অকস্মাৎ কর্দ্দম মধ্যে পতিত হইল।

কত চেষ্টা করিল, কিন্তু জো কিছুতেই কর্দ্দম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। ক্রমেই তাহার চরণদ্বয় কর্দ্দম মধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কটি পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। জো তাহার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—“কোথায় তুমি প্রভু—এস—রক্ষা কর! আমি যে জীয়ন্তে সমাহিত হচ্ছি!”

জো’র কাতর কণ্ঠ শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে সেই ভীষণ কর্দ্দম মধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল। তিমির-ময়ী নিশা মুহূর্ত্তে জল স্থল আবৃত করিয়া ফেলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মনুষ্য মৃগয়া

কেনেডি অতি সাবধানে চতুর্দ্দিক দেখিতেছিলেন। বলিলেন—“আমার বোধ হচ্ছে দূরে কতকগুলো সৈনিক যাচ্ছে। যেমন ধূলো উড়িয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয়, বেশ বেগেই চলেছে।”

‘ঘূর্ণি বাতাসও হ’তে পারে।”

“ঘূর্ণি বাতাস? না—তা’ বোধ হয় না।”

“কতদূর?”

"এখনো ৮।৯ মাইল দূরে। সৈন্যেরা এসে পড়েছে—অশ্বারোহী—তার আর সন্দেহ নাই।"

ফার্গুসন্ দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিয়া কহিলেন—

"আমার বোধ হচ্ছে ওরা আরব। টিব্বুসও হ'তে পারে। আমরাও যে দিকে যাচ্ছি, ওরাও সেই দিকেই যাচ্ছে দেখছি। আমরা এখনই ওদের ধরে' ফেলবো।"

কেনেডি দূরবীক্ষণ লইলেন। বেলুন চলিতে লাগিল। তিনি দেখিতে দেখিতে কহিলেন—

"ঘোড়-সওয়ারেরা দুই দল হয়েছে। বোধ হচ্ছে—কারো পশ্চাদ্ধাবন করছে। ব্যাপারটা কি! ওরা কার অনুসরণ করছে?"

"ব্যস্ত হ'ও না ডিক্। আমরা ঘণ্টায় ২০ মাইল যাচ্ছি। কোন ঘোড়ার সাধ্য নাই যে, আমাদের সমান যায়।"

"দেখ—দেখ—আরবগুলো যথাশক্তি দ্রুত চলেছে। প্রায় ৫০ জন হ'বে। বাঃ! ওদের অঙ্গবস্ত্র বাতাসে কেমন উড়ছে।"

"আমাদের ভয় কি ডিক্। আমরা মুহূর্ত্তে বহু উচ্চে উঠে যাব:"

"ফার্গুসন্—ফার্গুসন্ এ-ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি! ওরা কি যেন শিকার করছে!"

"মরুভূমির মধ্যে শিকার?"

"ঠিক তাই—ওরা—দেখি দেখি—ঠিক—ওরা একটা মানুষ শিকার করছে! উঃ লোকটা প্রাণের ভয়ে কত বেগে ঘোড়া চালিয়েছে!"

"বল কি, ডিক্! মনুষ্য-মৃগয়া! ওদের উপর চোখ রাখ।"

কেনেডি এবং ফার্গুসন্ ব্যস্ত হইলেন। ভাবিলেন বেলুন নিকটে গেলে যদি সম্ভব হয় হতভাগ্যের জীবন রক্ষা করিবেন।

কেনেডি একমনে দূরবীক্ষণ লইয়া দেখিতেছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে চ ৎকার করিয়া ডাকিলেন—

"ফার্গুসন্—ফার্গুসন্—"

"কি! কি! কি হ'য়েছে?"

"না—না—এ কখনো সম্ভব নয়। এ কখনো—"

"কি ডিক্? কি?"

"এ যে সে—ই—"

"সে—ই?"

"নিশ্চয় সে-ই! দেখ দেখ তুমি একবার দেখ। ওই দেখ জো প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়েছে! শত্রুরা এখনো ৮০।৯০ হাত দূরে আছে ফার্গুসন্—ফার্গুসন্—!"

ফার্গুসনের বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—

"জো—"

তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেনেডি বলিলেন—"জো আমাদের দেখতে পায় নাই। তার ঘোড়াটা যেন উল্কার মত ছুটেছে—"

গ্যাসের উত্তাপ কমাইতে কমাইতে ফার্গুসন্ বলিলেন—

"জো এখনই আমাদের দেখতে পাবে। আমরা পনর মিনিটের মধ্যেই জোর মাথার উপর চলে' যাব—"

"আমি বন্দুক আওয়াজ করি।"

"না না—তাতে বরং বিপদ্ হ'তে পারে। শত্রুরা সাবধান হয়ে যাবে। তুমি খুব ভাল করে' গতিবিধি লক্ষ্য কর।"

অল্পক্ষণ পরই কেনেডি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কহিলেন —ফার্গুসন্—সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"কেন—কি দেখছ?"

"এই—এই—জো ঘোড়া থেকে পড়ে' গেল! ঐ যাঃ—ঘোড়াটাও পায়ের তলায় মরে' পড়লো! কি হ'বে, ফার্গুসন্—কি হ'বে?"

ফার্গুসন্ দুরবীক্ষণ লইয়া দেখিয়া কহিলেন—"ওই দেখ জো আবার উঠেছে। ওই দেখ উঠে দাঁড়ালো। আমাদের দেখতে পেয়েছে, ডিক্। ঠিক দেখতে পেয়েছে। এই যে হাত নেড়ে সঙ্কেত করলে—"

"হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক। আমিও দেখেছি।"

"জো চুপ করে' দাঁড়িয়েছে কেন? এখনই যে আরবরা ধরে' ফেলবে!"

"বাঃ বাঃ জো—বেস—বেস খুব বাহাদুর"—কেনেডি আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

জো তখন আক্রমণকারী আরবদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় কুপিত সিংহের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল। একজন আরব দস্যু

নিকটে আসিবা মাত্র জো তাহার অশ্বের উপর লম্ফ দিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্ঠ টিপিয়া তাহাকে বধ করিল। আরবের মৃত দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইবা মাত্র অশ্ব আরও ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিতে লাগিল। আরবগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ভিক্টোরিয়া তখন ভূমি হইতে ২০।২৫ হস্ত উপর দিয়া যাইতেছিল। একজন আরব জো'র অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইল। সে জোকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা উঠাইল। কিন্তু অব্যর্থ-সন্ধান কেনেডির বন্দুকের গুলি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় ভিন্ন করিয়া দিল। আরব ধরাশায়ী হইল। জো নক্ষত্র বেগে ধাবিত হইতে লাগিল।

আরবগণ মুহূর্ত্তের জন্য থামিল। তাহারা তখন মস্তকোপরি সেই বিপুলকায় বেলুন দেখিয়াছিল। তাহারা স্তম্ভিত হইল এবং পরক্ষণেই সকলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। একদল আরব ইতি পূর্ব্বেই অগ্রগামী হইয়াছিল। তাহারা এ সব দেখিতে পাইল না। বিপুল বেগে জো'র অনুসরণ করিল। কেনেডি বলিলেন—

"জো যে চলেই যাচ্ছে। থামছে না কেন?"

"জো ঠিকই করছে। আমরা যে দিকে যাচ্ছি জো-ও সেই দিকেই যাচ্ছে। আর কতটুকু! একশ' হাত গেলেই জো'র কাছে বেলুন পৌঁছিবে। প্রস্তুত হও।"

"কি করবো?"

"বন্দুক রাখ। আমি বল্লেই দেড় মণ ভার ফেলে দিও।

তোমার হাতেই জো'র প্রাণ! ভারটা আগে ফেল্লে, কিন্তু জো'কে বাঁচানো যাবে না—বেলুন উপরে উঠে পড়বে!"

"আচ্ছা—"

বেলুন তখন আরবদিগের মস্তকের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। ফার্গুসন্ রজ্জু-মই লইয়া প্রস্তুত রহিলেন। বেলুন যেই জো'র নিকট আসিল, ফার্গুসন্ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হুসিয়ার কেনেডি!"

"আমি ঠিক আছি।"

"জো—সাবধান—মই ধর।"

ফার্গুসন্ মই ছাড়িলেন—

জো সে কথা শুনিতে পাইয়াছিল। অশ্বের বেগ সংযত না করিয়াই মই ধরিল। ফার্গুসন্ কহিলেন—

"ডিক্, ভার ফেল—"

আদেশ মাত্রেই কেনেডি ভার ফেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে জোকে লইয়া বেলুন উচ্চে উঠিয়া গেল। জো যথাশক্তি সেই দোদুল্যমান রজ্জু-মইএর উপর আশ্রয় লইল। পরক্ষণেই দেখা গেল, সে আরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটা অঙ্গভঙ্গি করিল এবং মার্জ্জারের ন্যায় সুকৌশলে মই বহিয়া বেলুনে উঠিল। আরবগণ রোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। জো বেলুনে উঠিয়াই আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—

"প্রভু এসেছেন—মিঃ ডিক্—"

আর তাহার কথা ফুটিল না। জো মূর্চ্ছিত হইয়া ফার্গুসনের ক্রোড়ে পতিত হইল।

জোর তখন প্রায় নগ্নাবস্থা। বহু ক্ষত-মুখে রুধির ঝরিয়া তাহার বাহু ও দেহ সিক্ত করিতেছিল। ফার্গুসন্ জো'র চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত রজনী বিশ্রাম ও শুশ্রূষার পর প্রভাতে জো যখন সুস্থ হইল, তখন তাহার আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। আমরা সে কাহিনীর অনেকটা জানি। কর্দ্দম মধ্যে পতিত হইয়া জো যখন ক্রমেই প্রোথিত হইতেছিল, আমরা সেই সময় তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। সেই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া জো বলিতে লাগিল—

"আমি যখন ক্রমেই ডুবে' যেতে লাগলেম, তখন সকল আশা ভরসা দূর হ'লো! মৃত্যু যে সুনিশ্চিত, এটা বেশ বুঝতে পারলেম! উঃ—কি ভয়ানক মৃত্যু! অকস্মাৎ দেখলেম, আমার নিকটেই এক গাছি রজ্জু পড়ে' আছে। আমি প্রাণের দায়ে তাই ধরলেম। টেনেই দেখি তার অপর প্রান্ত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ। একটা অবলম্বন পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সেই রজ্জু ধরে' টানতে লাগলেম। শেষে অনেক পরিশ্রমের পর তারই সাহায্যে শুষ্ক কঠিন ভূমির উপর উঠলেম। তখন দেখি যে, রজ্জুর সঙ্গে আমাদের বেলুনের নোঙ্গর বাঁধা।"

কেনেডি বলিলেন—"সেই নোঙ্গর, ফার্গুসন্! সেই যে আমরা টেনে তুলতে না পেরে কেটে দিয়াছিলাম। তারপর—তারপর?"

"বেলুনের নোঙ্গর আমার হৃদয়ে সাহস এনে দিল। শরীরে যেন শক্তি আবার ফিরে এল। আমি বেশ বুঝলেম এ বিপদ্ থেকে মুক্তি পাব। আমি সেই রাত্রেই পদব্রজে যাত্রা করলেম। নিবিড় বন। শ্বাপদ-সঙ্কুল। কণ্টকে চরণ বিদ্ধ হ'তে লাগলো। অবশিষ্ট পরিচ্ছদ ছিন্ন হয়ে গেল, দেহ ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো। এক একবার মনে হ'তে লাগলো আর বুঝি যেতে পারবো না। এমনি করে' রাত্রি প্রভাত হ'লো। প্রভাতে দেখি যে নিকটেই একটা স্থানে কতকগুলো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। কাল বিলম্ব না করে' আমি তারই একটার পিঠে লাফিয়ে উঠলেম। অশ্ব নক্ষত্র বেগে উত্তর মুখে ছুটতে লাগলো। কোথায় যাচ্ছি—কোথায় পথ কিছুই জানি না। দেখতে দেখতে কত গ্রাম কত প্রান্তর কত কানন পার হ'য়ে এলাম। আমার তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে একটা মরুভূমির মধ্যে এলো। মরুক্ষেত্র দেখে ভয় হ'লো, ভরসাও হ'লো। ভাবলেম, এই মুক্ত মরুর মধ্যে যদি বেলুন আসে ত সাক্ষাৎ হ'বে।"

"সকাল থেকে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ঘোড়ায় এসে, যখন মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, তখন অকস্মাৎ একদল আরবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমাকে দেখেই তারা মনে করলে মস্ত একটা শিকার জুটেছে। আমার অনুসরণ করলে। কেউ বা বর্শা ছুঁড়ে আমাকে আঘাত করলে। মিঃ কেনেডি, আপনি একজন শিকারী—কিন্তু সে যে কি ভীষণ মৃগয়া, তা' আপনি বুঝতে পারবেন না!"

"আমি প্রাণপণে ঘোড়া চালাচ্ছি—ঘোড়ার শক্তিও শেষে ফুরিয়ে এল! ঘোড়াটা হঠাৎ মরে' পড়ে গেল! আমি তখন একেবারে নিরুপায়। শত্রুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেম। এক জন আরব কাছে আসতেই এক লম্ফে তার ঘোড়ার উপর উঠে বসলেম। আরবটার কণ্ঠরোধ করতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লাগলো! আরব ধরাশায়ী হ'লো। তারপর যা যা ঘটেছিল সে সবই ত আপনারা জানেন।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বেলুনের দুর্দ্দশা

দুই তিন দিন অতিবাহিত হইল। বেলুন নির্ব্বিঘ্নে নানা জনপদের উপর দিয়া টিম্বাক্টু নগরের নিকটবর্ত্তী হইল। পর্য্যটক বার্থ টিম্বাক্টুর যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ফার্গুসন্ তাহা মিলাইয়া লইলেন দেখিলেন, শ্বেতবর্ণ বালুকারাশির উপর ত্রিকোণাকৃতি টিম্বাক্টু নগর। নগরোপকণ্ঠে বৃক্ষলতাদি অধিক নাই। রাজপথ অপ্রশস্ত। পথের উভয় পার্শ্বে অদগ্ধ ইষ্টকে গ্রথিত একতল গৃহের সারি। স্থানে স্থানে নলের ও খড়ের কুটীর বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঘরগুলি চূড়ার আকারে নির্ম্মিত। কোনো কোনো গৃহের ছাদের উপর গৃহস্বামী বন্দুক বা বর্শা

হস্তে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের পরিচ্ছদ সমুজ্জ্বল। বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত।

ফার্গুসন্ বলিলেন—

"এ দেশের রমণীরা না কি সুন্দরী। ওই দেখ, তিনটী মসজেদ কোনো প্রকারে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে এক কালে বহু মসজেদ্ ছিল।"

কেনেডি কহিলেন—"ওই না একটা ভগ্ন দুর্গ-প্রাকার ?"

"হাঁ, দুর্গ-প্রাকারই বটে। একাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই টিম্বাক্টু নগর করায়ত্ত রাখার চেষ্টা করে' আসছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই জনপদ সুসভ্য ছিল। আহম্মদ বাবার পুস্তকালয়ে তখন যে ১৬০০ খানি হস্তলিখিত পুঁথি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ সেই স্থানের অবস্থা দেখ।"

বেলুনের আবরণের উপর যে গাটাপার্চা ছিল, তাহা উত্তাপের জন্য স্থানে স্থানে সামান্য গলিয়া গিয়াছিল। বেলুন হইতে অল্পে অল্পে গ্যাস বাহির হইতেছিল। কেনেডি বলিলেন—

"এখানে কি কোন সংস্কার করা সম্ভব ?"

"না ডিক। এখন আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হ'বে। এই ক'দিনেই অনেকটা গ্যাস কমে' গেছে। দেখছ না বেলুন আর বেশী উপরে উঠতে পারে না। আমরা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যেতে পারব কি না, তাই বা কে জানে। খানিকটা ভার ফেল ; বড় ভার হয়েছে।"

প্রভাতে তাঁহারা টিম্বাক্টুর ৬০ মাইল উত্তরে নাইগার নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিলেন, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নাইগারকে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বেলুন প্রবল বায়ুর প্রভাবে ক্রমেই দক্ষিণমুখে যাইতে লাগিল। উপরে উঠিয়া নিচে নামিয়া ফার্গুসন্ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অনুকূল বায়ু পাইলেন না। কেবল খানিকটা গ্যাস নষ্ট হইল। এইরূপে আরো দুই দিন কাটিল। জেল্লে, ফেগো প্রভৃতি নগর পার হইয়া তাঁহারা নাইগার ও সেনেগালের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঙ্গোপার্কের সঙ্গীদিগের মধ্যে অনেকেই এই স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ফার্গুসন্ স্থির করিলেন, কিছুতেই এই শত্রুপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে নামিবেন না—অনেক উপর দিয়া ভাসিয়া যাইবেন। কিন্তু বেলুন নামিতে লাগিল।

ফার্গুসন্ বেলুন হইতে নানাবিধ অনাবশ্যক এবং কিছু কিছু আবশ্যক দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিয়া উহাকে হালকা করিলেন। বেলুন উপরে উঠিল বটে, দুই চারিটি গিরিশৃঙ্গও অতিক্রম করিল বটে, কিন্তু আবার নামিতে লাগিল।

কেনেডি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"বেলুনে কি ছিদ্র হয়েছে ?"

"না ডিক্, ছিদ্র নয়। উত্তাপে গাটাপার্চা গলে গেছে। রেসমের আবরণের ভিতর দিয়া গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। জিনিষ-পত্র ফেলে দিয়ে বেলুনকে হাল্‌কা করতে না পারলে গিরি-শৃঙ্গগুলি অতিক্রম করার আর উপায় দেখি না।"

"অনেক জিনিষই ত ফেলা হয়েছে।"

তাম্বুটা ফেলে দাও। অনেক পাতলা হ'বে।"

তাম্বু ফেলিবার পর কিছুক্ষণের জন্য বেলুন উপরে উঠিল। কিন্তু আবার নামিতে লাগিল।

কেনেডি বলিলেন—"নিচে নেমে বেলুন মেরামত করা যাক্।"

"অসম্ভব, ডিক্।"

"তবে কি করবে?"

"যে সব জিনিষ না হ'লেই চলবে না, তাই রাখ—আর সব ফেলে দাও! এদেশের মানুষ আর বনের হিংস্র পশু একই রকম। এখান থেকে পালাতেই হ'বে।"

"ওই বুঝি একটা পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে না?"

"মেঘের ভিতর মাথা লুকিয়ে একটা বিশাল পর্ব্বত সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা যে পার হ'তে পারব এমন ভরসা হয় না!"

কেনেডি বন্ধুর নিকট হইতে দূরবীক্ষণ লইয়া পর্ব্বতমালা দেখিতে লাগিলেন। শৈলপ্রাচীর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ কহিলেন—

"একদিনের মত জল রেখে' বাকিটা ফেলে দাও।"

জো জল ঢালিয়া ফেলিল। বলিল—

"বেলুন কি উঠছে?"

"একটু উঠেছে। ৫০।৬০ ফিট হ'বে। আমাদের যে আরো ৫০০ ফিট উঠতে হ'বে। কলের জল ফেলে দাও জো!"

সে জলও ফেলা হইল—কোন ফল হইল না।

"জলের পাত্রগুলো সব ফেল !"

জো সে গুলিও নিম্নে নিক্ষেপ করিল।

ফার্গুসন্ বলিলেন—"জো শপথ কর যে, যাই কেন না ঘটুক, তুমি বেলুন থেকে আর লাফিয়ে পড়বে না। তুমি না থাকলে আমরা আরো নিরুপায় হ'ব।"

জো শপথ করিল। তখনো পর্ব্বত-শৃঙ্গ অনেক উচ্চে ছিল। ফার্গুসন্ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"সাবধান হও। আর দশ মিনিটের মধ্যেই পর্ব্বতের সঙ্গে বেলুনের ধাক্কা লাগবে। কিছু কিছু খাদ্য সামগ্রী ফেলে দাও।"

কেনেডি ২৫ সের পেমিকান ফেলিয়া দিলেন। বেলুন খানিকটা উঠিল বটে, কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গের অনেক নিম্নে রহিল। ফার্গুসন্ চাহিয়া দেখিলেন ফেলিবার মত আর কিছু নাই! কহিলেন—"ডিক্, আর ত কিছু নাই। তোমার বন্দুক ফেল।"

"না—না—ফার্গুসন্, বন্দুক কি ফেলতে পারি!"

"তা' না হ'লে সকলকেই যে আজ মরতে হ'বে! আর পাঁচ মিনিট—ডিক্—ডিক্—"

জো চিৎকার করিয়া উঠিল—"আমরা যে পাহাড়ের গায়ে এসে পড়লেম!"

সে তাড়াতাড়ি কম্বলগুলি ফেলিল। বেলুন উঠিল না। সে তখন কতগুলি কার্ত্তুস্ ফেলিয়া দিল। বেলুন শৈলশৃঙ্গের উপরে উঠিল বটে, কিন্তু দোলনা নীচে রহিল। ফার্গুসন্ একান্ত ভীত হইয়া কহিলেন—

"কেনেডি, বন্দুকগুলো ফেল—দেখছ না আমাদের মৃত্যু নিকট!" জো গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"মিঃ কেনেডি, একটু অপেক্ষা করুন।" পরমুহূর্ত্তেই সে দোলনা হইতে নিম্নে শৈলশিরে অবতরণ করিল! আর্ত্তনাদ করিয়া ফার্গুসন্ ডাকিলেন—"জো—জো—!"

দোলনা তখন আর একটু উঠিয়া শৈলশৃঙ্গ ঘর্ষণ করিতে করিতে চলিল! জো করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—

"এই ত আমরা পর্ব্বত অতিক্রম করেছি।"

জো যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিল, তাহা প্রায় ২০ ফিট প্রশস্ত। তাহার পরই ভীষণ গহ্বর—পথহীন তলহীন অন্ধকার! জো বেলুনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিল এবং উহা যাহাতে উড়িয়া না যায়, সেই জন্য এক হস্তে দোলনা ধরিয়া রাখিল।

পলক মধ্যেই বেলুন ও দোলনা গহ্বরের উপরে আসিল। জো দোলনার রজ্জু ধরিয়া সেই মহাশূন্যে ঝুলিতে ঝুলিতে উহার উপর উঠিয়া কহিল—

"মিঃ ডিকের বন্দুক একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল—সেই বন্দুকটা রক্ষা করে ঋণ শোধ দিলাম!"

জো বন্দুকটী লইয়া কেনেডির হস্তে প্রদান করিল।

বেলুন আবার ৩৪ শত ফিট্ নামিয়া আসিল। সম্মুখে শৈলশ্রেণী দেখিয়া ফার্গুসন্ ইচ্ছা সত্ত্বেও অগ্রসর হইলেন না। ভাবিলেন, প্রভাতে যাত্রা করিবেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অগ্নি কুণ্ডে

রাত্রিতে নক্ষত্রাদি পরীক্ষা করিয়া ফার্গুসন্ দেখিলেন, তাঁহারা সেনেগাল নদী হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কহিলেন—

"যেমন ক'রেই হোক্ নদীটা পার হতেই হবে। নদী তীরে নৌকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই—বেলুনেই নদী পার হ'তে হবে। বেলুনটাকে আরো হাল্কা ক'রে নিতে হচ্ছে।"

কেনেডি বলিলেন—

"কেমন ক'রে হাল্কা করবে? আমি'ত কোনো উপায় দেখি না। তবে আমাদের মধ্যে একজন নেমে থাকলে হয়।"

জো তাড়াতাড়ি বলিল—

"সে হ'বে না, মিঃ কেনেডি। বেলুন থেকে নেমে নেমে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি নামি।"

বাধা দিয়া কেনেডি বলিল—

"এবার হ্রদের মধ্যে লাফিয়ে পড়া, নয় জো। আফ্রিকার ভিতর দি'য়ে পদব্রজে যেতে হ'বে! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হাঁটতে পারি।"

"তা হবেই না। আমি নেমে থাকবো।"

ফার্গুসন্ কহিলেন—

“তোমাদের কা’রো নামতে হ’বে না। যদি নামতেই হয় তবে তিন জনেই নামবো।”

জো কহিল—“এ কথা ভাল। একটু হাঁটা মন্দ নয়, বেলুনে বসে থেকে থেকে পা ধরে গেছে!”

“একবার দেখা যাক এস, কি ফেলে দেওয়া যেতে পারে।”

কেনেডি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

“আমার বন্দুক ভিন্ন ত ফেলার আর কিছু দেখি না।”

“কেন? গ্যাসে তাপ দিবার যন্ত্রটা ফেলে দাও। তা’ হ’লে প্রায় সাড়ে তিন মণ ভার কমে যাবে।”

“সর্ব্বনাশ! তা’ হ’লে গ্যাসে তাপ দিবে কি করে ফার্গুসন্?”

“উপায় কি ভাই। বিনা যন্ত্রেই যেতে হ’বে। বেলুনটা আমাদের তিনজনকে নিয়ে উড়তে পারবে। যন্ত্রটা খুলে ফেল।”

কার্য্যটী অতীব কঠিন ও সময় সাপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু জো সাবধানে যন্ত্র খুলিতে লাগিল। কেনেডির শক্তি জো-র কৌশল এবং ফার্গুসনের বুদ্ধি একত্র মিলিত থাকায় অনায়াসে যন্ত্রটী বেলুন হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। যন্ত্রের নলগুলি বেলুনের ঊর্দ্ধদিকে লোহার তার দ্বারা আবদ্ধ ছিল। বেলুন দুলিতেছিল। অকুতোভয় জো নগ্নপদে রজ্জু বহিয়া উপরে উঠিল এবং রেশমের আবরণ ছিন্ন না করিয়া অতি সাবধানে নলগুলি খুলিয়া দিল।

আহারান্তে ফার্গুসন্ কহিলেন, “বন্ধুগণ, তোমরা অত্যন্ত

শ্রান্ত হয়েছ। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও। রাত্রি দু'টার সময় আমি কেনেডিকে ডেকে তুলবো। কেনেডি, দু'ঘণ্টা পাহাড়া দিয়ে জোকে তুলে দিও।"

কেনেডি এবং জো মুক্ত আকাশতলে নিদ্রা গেলেন। চিন্তাক্লিষ্ট ফার্গুসন্ বেলুনের প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অজ্ঞানিত অসভ্য বর্ব্বর দেশ। দেশের অধিবাসিগণ রাক্ষসতুল্য। পদে পদে কানন কান্তার শৈল! বেলুন আজ দাস নহে, প্রভু! ফাগুসন্ তাই অত্যন্ত ভীত হইলেন।

প্রকৃতি সুষুপ্তা। মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের ক্ষীণালোকে বনভূমি মধ্যে মধ্যে আলোকিত হইতেছিল। ক্বচিৎ কোনো পক্ষীর পক্ষবিধূনন-শব্দে সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল, দূরে নিশাচর প্রাণীর হুঙ্কার শুনা যাইতেছিল।

অকস্মাৎ ফার্গুসন্ চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল বনমধ্যে কি একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল। বৃক্ষ-শ্রেণার ভিতর দিয়া যেন ক্ষীণ একটী আলোক-ধারা দেখা গেল। ফার্গুসন্ কান পাতিয়া রহিলেন—বিশেষ মনোযোগের সহিত অন্ধকারের ভিতর চক্ষু চাহিয়া রহিলেন।

কৈ কিছুইত শুনা যায় না—কিছুইত দেখা যায় না!

ফার্গুসন্ ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুইটা বাজিল। তিনি কেনেডিকে জাগরিত করিলেন এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে বলিয়া শয়ন করিলেন।

কেনেডি চুরুট ধরাইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। সমস্ত দিবসের অশেষ পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। এক একবার নিজের অজ্ঞাতে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল। কেনেডি চক্ষু মুছিলেন, আবার চুরুট ধরাইলেন। বেলুন ধীর বাতাসে ধীরে ধীরে দুলিতেছিল। শ্রান্ত কেনেডির চক্ষু আবার মুদ্রিত হইয়া আসিল।

কেনেডি পুনঃ পুনঃ চক্ষু চাহিলেন, পুনঃ পুনঃ চক্ষু মুছিলেন। ঘন ঘন ধূম পান করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ঘুম গেল না। কেনেডি আপনার অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ কেনেডির কর্ণে গেল—পট্ পট্ পট্! তিনি চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, চারি দিকে অগ্নিকুণ্ড! অনলের লোল জিহ্বা বৃক্ষ লতা গুল্ম সমস্তই গ্রাস করিতেছে। তীব্র জ্বালাময় বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধূমে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই অনলসমুদ্রের গর্জ্জন দূর সমুদ্রগর্জ্জনবৎ বোধ হইতেছে। কেনেডি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আগুন! আগুন!"

ফার্গুসন্ ও জো উঠিয়া বসিলেন। তখন বনমধ্যে কাফ্রিদিগের আনন্দধ্বনি শ্রুত হইতেছিল।

ফার্গুসন্ বলিলেন—"ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারতে চায়, দেখছি—!"

ভিক্টোরিয়ার চতুর্দ্দিকে তখন একটা তীব্র অগ্নিবৃত্ত হু হু করিতেছিল। শুষ্ক কাষ্ঠের দাহন-শব্দ, অগ্নিরাশির ভীম গর্জ্জন, তালিবা দস্যুদিগের বিকট নিনাদ মুহূর্ত্তের জন্য ফার্গুসনের হৃদয়ে

ভীতির সঞ্চার করিল। কেনেডি দেখিলেন, একটী অগ্নিজিহ্বা বেলুন স্পর্শ করিতে আসিতেছে। তিনি উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—

"এস এস—নীচে লাফিয়ে পড়ি। তা' ছাড়া আর গতি নাই!"

ফার্গুসন্ তাঁহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন এবং নোঙ্গরের বন্ধন-রজ্জু কাটিয়া দিলেন। বেলুন এক লম্ফে সহস্র ফিট উচ্চে উঠিয়া পড়িল।

তখন ভোর হইয়াছে। বেলুন পশ্চিমদিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

ফার্গুসন বলিলেন—

"এখনো আমাদের বিপদের শেষ হয় নাই।"

কেনেডি বলিলেন—

"আর ভয় কি! বেলুন ত আর নামবে না। যদি নেমেই পড়ে—" বাধা দিয়া ফার্গুসন্ অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে দেখাইলেন, প্রায় ২০ জন অশ্বারোহী বেলুনের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে। তাহাদের বর্শা ও মাস্কেট্ বন্দুক—দেখা যাইতেছে।

ফার্গুসন্ বলিলেন—

"ওরা কে জান?"

"না। কে ওরা?"

"তালিবা দস্যু। হিংস্রপশু-পরিবেষ্টিত কাননও বরং ভাল,—এদের হাতে যেন পড়তে না হয়!"

"আমরা যত উপরে আছি, ওদের সাধ্য কি যে ধরতে পারে! একবার যদি আমরা নদীটা পার হ'তে পারি—"

"তা ঠিক, ডিক্। কিন্তু বেলুন যদি নামে—!"

"ভয় কি ভাই! বন্দুক হাতে আছে।"

"আমাদের সৌভাগ্য যে, বন্দুকগুলো ফেলে দি নাই।"

কেনেডি কয়েকটি বন্দুকেই কার্ত্তুজ পুরিয়া কহিলেন—

"আমরা কত উঁচুতে আছি ফার্গুসন্?"

"প্রায় ৭৫০ ফিট। এখন ত বেলুনই আমাদের প্রভু। যখন ইচ্ছা আর নামতেও পারি না, উঠতেও পারি না।

"আমরা যদি একবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসতে পারতেম—"

"তুমিও মারতে ডিক্ ওরাও ছাড়ত না। ওদের গুলি আমাদের গায়ে না লেগে বেলুনে লাগলে আমদের কি দশা হ'বে তাই ভাব!"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

তালিবা দস্যু

বেলা প্রায় ১১টা বাজিল। দস্যুগণ তখনো বেলুনের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল। আকাশে একটু সামান্য মেঘ দেখিলেই প্রতিকূল বায়ুর আগমন-শঙ্কায় ফার্গুসন্‌ চিন্তিত হইতেছিলেন।

বেলুন অল্পে অল্পে নিম্নগামী হইতেছিল। তখনো সেনেগাল তীর প্রায় ১২ মাইল দূরে ছিল। বেলুন যেরূপ ধীরে ধীরে যাইতেছিল, তাহাতে আরো ৩ ঘণ্টার কমে নদীতীরে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

তালিবাদিগের জয়ধ্বনি ফার্গুসনের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র তিনি তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন।

কেনেডি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা ক্রমেই নেমে যাচ্ছি না?"

"হাঁ, নামছি।"

পনের মিনিটের মধ্যেই বেলুন প্রায় ৬০০ ফিট নামিয়া আসিল। নিম্নে অপেক্ষাকৃত প্রবল বায়ু থাকায় উহা বেগে চলিতে লাগিল। গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌! তালিবাগণ আপন অপান অশ্বের জিনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া একসঙ্গে গুলি করিল।

জো বিদ্রূপ করিয়া কহিল—"তালিবার গুলি এতদূর আসে না।" সে আপন বন্দুক তুলিল এবং নিমেষে সর্ব্ব পূরোবর্ত্তী তালিবাকে নিহত করিল। সঙ্গীর এই আকস্মিক-মৃত্যু-দর্শনে অন্যান্য তালিবাগণ অশ্বের বেগ সংযত করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বেলুন সেই অবসরে খানিকটা দূর অগ্রসর হইল।

ফার্গুসন্ বলিলেন—"যদি বেলুন নেমে পড়ে, ওদের হাতে পড়তেই হ'বে। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! ফেল—পেমিকান্ ফেল!"

ইতোমধ্যেই বেলুন অনেক নামিয়া গিয়াছিল, পেমিকান্ নিক্ষিপ্ত হইলে পর কিছুদূর উপরে উঠিল।

তালিবাগণ ভীমনাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা গেল। ভিক্টোরিয়া পুনরায় দ্রুতবেগে নিম্নগামী হইল। রেশমের বহিরাবরণ দিয়া তখন সোঁ সোঁ করিয়া গ্যাস বাহির হইতেছিল।

বেলুন নামিল। আরো নামিল। আরো—আরো—শেষে দোলনা আসিয়া ভূমি স্পর্শ করিল!

উত্তেজিত উল্লসিত তালিবাগণ বেগে বেলুনের দিকে ধাবিত হইল।

ভূমি স্পর্শ করিবামাত্রই বেলুন এক লম্ফে আবার খানকটা উপরে উঠিল এবং প্রায় এক মাইল দূরে গিয়া পুনরায় ভূপৃষ্ঠে আশ্রয় লইল।

ফার্গুসন্ হাঁকিলেন—

"ব্রাণ্ডিটুকু ফেলে দাও, জো—যন্ত্রগুলো ফেল। যা কিছু পার সব ফেলে নোঙ্গরটাও ফেলে দাও।"

বায়ুমান-যন্ত্র তাপমান-যন্ত্র প্রভৃতি সমস্তই নিক্ষিপ্ত হইল বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না। বেলুন কয়েক হস্ত উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

তালিবাগণ ভীম বেগে অগ্রসর হইতেছিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—"ফেল ফেল—এবার বন্দুক ফেলে দাও!"

কেনেডি আপন বন্দুক লইয়া কহিলেন—

"না মেরে' ফেলছি না।"

দেখিতে দেখিতে কেনেডির গুলিতে ৪ জন তালিবা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অন্যান্য তালিবাগণ রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

বেলুন আবার উঠিল—কিছুদূর গিয়া আবার পড়িল। রবারের গোলা যেমন সজোরে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবা মাত্রই লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, ভিক্টোরিয়াও কিছুদূর তেমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

পুনঃ পুনঃ আঘাতে সোঁ সোঁ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে লাগিল। বেলুনের বাহিরাবরণ নানাস্থানে টোল খাইল।

কেনেডি কহিলেন—

"আর উপায় নাই। বেলুন ছাড়া যাক।"

জো নির্ব্বাক্ হইয়া ফার্গুসনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি কহিলেন—

"এখনি ছাড়বে ? এখনো আমরা একমণ পঁয়ত্রিশ সের ভার ফেলতে পারি।"

কেনেডি ভাবিলেন ফার্গুসনের হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। নহিলে সে বলে কি !

তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি বল্লে, ফার্গুসন্ ?"

"একমণ পঁয়ত্রিশ সের ভার ! দোলনাটা ফেলে দাও ! বেলুনের রশি ধরে ঝুলে থাক। ফেল—ফেল—"

তাঁহারা অবিলম্বে বহিরাবরণের বাহিরের জাল বাহিয়া উঠিলেন। জো কৌশলে বন্ধন কাটিয়া দিল। বেলুন তখন নীচে নামিতেছিল, কিন্তু দোলনাটা খুলিয়া পড়ায় প্রায় ৩০০ ফিট উপরে উঠিয়া গেল।

উপরে বায়ু-প্রবাহ প্রবল ছিল। ভারমুক্ত বেলুন অতিশয় বেগে ধাবিত হইল। তালিবাদিগর অশ্ব ক্রমেই পশ্চাতে পড়িতে লাগিল। নিকটেই একটা অনুচ্চ পর্ব্বত ছিল। বেলুন উহার শৃঙ্গের উপর দিয়া অনায়াসে পার হইয়া গেল। কিন্তু উহা তালিবা অশ্বারোহিদিগের গতি রোধ করিল। পর্ব্বতটা বেড়িয়া না আসিলে তাঁহাদিগের আসিবার আর উপায় ছিল না। তাঁহারা তাই উত্তর মুখে ধাবিত হইলেন।

পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াই ফার্গুসন্ বলিলেন—

"ওই যে নদী—ওই যে নদী দেখা যায়।"

সত্যই তাঁহারা নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। দুই মাইল

মাত্র দূরে সেনেগালের স্থির বারিরাশি মধ্যাহ্নতপন-কিরণে ঝক্ মক্ করিতেছিল।

ফার্গুসন্ কহিলেন—

"বেশী নয়—আর ১৫ মিনিট—তা' হ'লেই আমরা রক্ষা পাব!" বেলুন ১৫ মিনিট চলিল না! উহা ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল। নামিবা মাত্রেই ধাক্কা খাইয়া আবার ঊর্দ্ধে উঠিল। আবার পড়িল—আবার একটু উঠিল। শেষে নিকটস্থ বৃক্ষের শাখায় বেলুনের জাল জড়াইয়া গেল।

বন্ধুত্রয় অবিলম্বে অবতরণ করিলেন এবং বেগে নদীর দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা যতই নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই একটী গুরুগম্ভীর জলোচ্ছ্বাস-রব কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—

"আমরা গুইনা প্রপাতের নিকট এসেছি।"

নদীতীরে কোন প্রকার তরণী, মান্দাস কি ডোঙ্গা কিছুই ছিল না।

দেড় মাইল বিস্তৃত জলধারা কিয়দ্দূর ভীমবেগে অগ্রসর হইয়া প্রায় ১৫০ ফিট নিম্নে পতিত হইতেছিল। কাহার সাধ্য উহা অতিক্রম করে!

কেনেডি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ফার্গুসন্ তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন—

"এখনো ভরসা আছে—এখনো উপায় আছে!"

তিনি সঙ্গীদ্বয়কে সেই পরিত্যক্ত বেলুনের নিকট লইয়া

গেলেন। তথায় কতকগুলি শুষ্ক তৃণ পড়িয়াছিল। ফার্গুসন কহিলেন—"দস্যুরা এখানে আসতে এখনো প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে। যত পার তৃণ কুড়াও। তা' হ'লেই আমরা বাঁচবো!"

"তৃণ? ঘাস? ঘাস কি হ'বে?"

"বেলুনেতে গ্যাস নাই। গ্যাসের বদলে গরম বাতাস পূরে নদী পার হ'ব!"

জো এবং কেনেডি ক্ষিপ্রহস্তে তৃণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

ফার্গুসন্ ছুরিদ্বারা বেলুনের তলদেশে একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিদ্র করিলেন। বেলুনে যতটুকু গ্যাস ছিল, সব বাহির হইয়া গেল। তিনি তখন নিম্নে সঞ্চিত তৃণে অগ্নি সংযোগ করিলেন। ক্রমেই বেলুনের গর্ভে উষ্ণ বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল এবং অল্পকাল মধ্যেই উহা পুনরায় ফুলিতে আরম্ভ করিল।

বেলা যখন প্রায় ১টা তখন তাঁহারা দেখিলেন, দুই মাইল দূরে দস্যুদিগের অশ্ব দেখা যাইতেছে।

কেনেডি বলিলেন—

"ওরা বোধ হয় ২০ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।" ফার্গুসন্ তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন—

"আসুক না ওরা। জো আরো তৃণ দাও—আরো—আরো দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা সরে' পড়তে পারবো!

তখন বেলুনের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ উষ্ণ বায়ুতে পূর্ণ হইয়াছিল। ফার্গুসন্ বলিলেন—

"বন্ধুগণ, একবার যেমন করে বেলুনের জাল ধরে' এসেছিলে, তেমনি করে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।"

তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। বেলুনের নিম্নে শুষ্ক তৃণ পুড়িতে লাগিল। ছিদ্র মুখে বেলুন গর্ভে উষ্ণ বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। বেলুন উড়িবার মত হইল।

দস্যুগণ তখন ৫০০ শত হস্ত মাত্র দূরে ছিল। তাহারা সকলে একত্রে বন্দুক ছুড়িয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ফার্গুসন্ অগ্নি মধ্যে আরো কিছু তৃণ দিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন —"হুসিয়ার—খুব শক্ত করে জাল ধর।"

দেখিতে দেখিতে বেলুন সেই বৃক্ষের মাথায় উঠিল। তালিবাগণ পুনরায় গুলি করিল। একটা গুলি জো'র স্কন্ধের নিকট দিয়া সোঁ করিয়া চলিয়া গেল। কেনেডি এক হস্তে জাল ধরিয়া অপর হস্তে বন্দুক ছুড়িলেন। একজন দস্যু ধরাশায়ী হইল। বেলুন তখন প্রায় ৮০০ ফিট্ উপরে উঠিয়াছিল। দস্যুগণ ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল।

উপরে বেগশালী বায়ু-প্রবাহ ছিল। ভিক্টোরিয়া ভয়ানক দুলিতে দুলিতে বায়ু চালিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ফার্গুসন্ দেখিলেন, পদনিম্নে সেই ভীষণ জলপ্রবাহ বিশাল শব্দে ১৫০ ফিট্ নিম্নে ঢলিয়া পড়িতেছে।

দশমিনিট মধ্যেই বেলুন জলপ্রপাত পার হইল এবং তীরের নিকটেই বারি মধ্যে পতিত হইবামাত্র ফার্গুসন্ বন্ধুদ্বয় সহ বেলুন হইতে ঝম্প প্রদান করিলেন।

নিকটবর্ত্তী ফরাসী উপনিবেশের কয়েক জন সৈনিক একান্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারা জলে নামিয়া পর্য্যটকদিগকে ধরিয়া তুলিল। ভিক্টোরিয়া তখন খরস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নিমিষে গুইনা-প্রপাত মধ্যে অদৃশ্য হইল!

ফরাসী লেফ্‌টেনাণ্ট সাগ্রহে হস্ত প্রসারণ করিয়া ফার্গুসন্‌কে কহিলেন—

"আপনিই কি, ডাক্তার ফার্গুসন্?"

"আমিই ফার্গুসন্। এঁরা আমার সহযাত্রী—আমার বন্ধু।"

"চলুন, দুর্গে যাই! আপনাদের এই দুঃসাহসিক পর্য্যটনের কথা আমি আগেই সংবাদ পত্রে পড়েছি।"

বন্ধুগণ সহ ফার্গুসন্ ফরাসী দুর্গে গমন করিলেন।

সমাপ্ত

বঙ্গভাষায় অভিনব উপন্যাস

৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ

মূল্য একটাকা মাত্র।

নান পত্র পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রশংসিত। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় এ ধরণের পুস্তক আর বাহির হয় নাই। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এ পুস্তক বালক বালিকার হস্তেও নিশ্চিন্তে দিতে পারা যায়। যেমন ভাষা তেমনি আখ্যানবস্তু—যেমন ছাপা তেমনি বাঁধাই। দেখিলেই হাতে করিতে ইচ্ছা হয়; হাতে করিলেই না পড়িয়া থাকা চলে না।

রাণী ভবানী

বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতির সুবিখ্যাত লেখক, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম সদস্য রাজেন্দ্র বাবুর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি জানেন, ইতিহাসকে সরল করিতে তিনি সুপটু। বঙ্গের রমণীমুকুটমণি রাণীভবানীর কাহিনী তাঁহারই সিদ্ধ হস্তের অপূর্ব্ব শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। ভাবে ভাষায় বর্ণনা লালিত্যে গ্রন্থখানি শিশু সাহিত্যে কোহিনূর। রাণীভবানীর বংশধর যশস্বী সাহিত্যিক নাটোরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাও পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য দশ আনা।

পাতালে।

এক আগ্নেয়গিরির রন্ধ্রপথে পাতালে গমন করিয়া অন্য আগ্নেয়গিরির সাহায্যে পুনরায় ভূতলে আগমন! মূল্য ১।০

চন্দ্রলোকে যাত্রা

জুলে ভার্ণের "From the Earth to the Moon" গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত। শুধু ছেলের নহে, ছেলের পিতারও চিত্তাকর্ষক। মূল্য ॥০

বাঙ্গালার প্রতাপ

এমন উপাদেয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বাঙ্গালীর গৌরবের কাহিনী। তাঁহার বিরাট কর্ম্মজীবন, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, পৃথিবীর সহিত সেকালের বাঙ্গালীর বাণিজ্য-সম্বন্ধ, বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্য, বাঙ্গালীর স্থাপত্যভাস্কর্য্য এই পুস্তকে সুকৌশলে সকলই বর্ণিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া আশা মিটে না। ভাষা সহজ, সরল, সতেজ, মধুর—গদ্যে পদ্যের ঝঙ্কার অথচ মেয়েলী ব্রতকথার ছাঁচে ঢালা। সাহিত্যের বাজারে যত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে এইখানি শ্রেষ্ঠ। মূল্য আট আনা

বেলুনে পাচ সপ্তাহ

মূল্য একটাকা।

অদ্ভুত পর্যটনকাহিনী। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল রাক্ষসসমাকুল আফ্রিকার উপরে তিন জন অকুতোভয় ইংরাজপর্যটকের বেলুনবিহার! যেমন লীলাময়ী ভাষা তেমনি বিস্ময়কর আখ্যানবস্তু। পুস্তক হাতে করিলে এক নিশ্বাসে পড়িতে হয়। ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান উপন্যাস—একাধারে এ সকলের সমাবেশ। ছাপা কাগজ অতি উত্তম। বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় যে ফরাসী গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, বঙ্গভাষায় তাহার প্রথম আবির্ভাব। লেখকের অন্যান্যগ্রন্থের ন্যায় ইহাও বালক যুবক বৃদ্ধের মনোহরণ করিবে।